182. Bc. 882. 2.

HISTORY OF INDIA.

IN BENGALY

BY

HIRA LAL CHACKERBUTTY.

(FROM THE EARLIEST PERIOD DOWN TO THE ADMINISTRATION OF LORD LYTTON.)

BENGAL LIBRARY 1880 CALCUTTA

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

(হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ শাসন সম্বলিত লর্ড লিটনের পদত্যাগ পর্য্যন্ত)

শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA :

1882.

182. Bc. 882. 2.

HISTORY OF INDIA.

IN BENGALY

BY

HIRA LAL CHACKERBUTTY.

(FROM THE EARLIEST PERIOD DOWN TO THE ADMINISTRATION OF LORD LYTTON.)

IMPERIAL LIBRARY 1880 CALCUTTA

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

(হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ শাসন সম্বলিত লর্ড লিটনের পদত্যাগ পর্য্যন্ত)

শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA :

1882.

IMPERIAL LIBRARY

PRINTED BY SREERAM CHUNDER GHOSE, AT THE CROWN PRESS,
No. 14, DUFF STREET, CALCUTTA.

উৎসর্গ।

পরম পূজ্যপাদ গুরু

শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

দেব! যে ছাত্র পাঠদ্দশায় আপনার বাক্যামৃতপানে ক্ষুৎপিপাসা দূর করিত, বহুদিন পরে সেই ছাত্র ভবদীয় চরণ-কমল সন্নিধানে উপনীত হইল; আমি শূন্যহস্তে উপনীত হই নাই। সুখ্যাতি-পিপাসা-শান্তি-প্রদায়ক একখানি ইতিহাস গ্রন্থহস্তে ভক্তিপূর্ণ-অন্তঃকরণে উপাসনার্থ বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু এই সামান্যজনলিখিত ক্ষুদ্র পুস্তক খানি কি ভবাদৃশ সদাশয় মহোদয়ের মনোনীত হইবে? বলিতে পারি না!—তবে এইমাত্র ভরসা যে দেবকুল পারিজাত-পুষ্পদামে উপাসিত হইলেও ক্ষুদ্রমতি সামান্যজন-বিরচিত সৌরভবিহীন সামান্য-কুসুম-মালাকে ঘৃণা করেন না, অধিকন্তু আদরের সহিত গ্রহণ করেন। গুরো! আমি সেই আশায় উত্তেজিত হইয়া আপনার রাজীব-চরণযুগল-সন্নিধানে উপনীত হইয়াছি। এই সামান্য প্রবন্ধ খানি আপনার শ্রীচরণ-কমলে উৎসর্গীকৃত হইল; সবিনয়ে নিবেদন এই,—আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দীনহীনের পিপাসা শান্ত করিবেন।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীহীরালাল।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাভাষায় রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের অভাব নাই। তবে আমার ইতিহাস প্রণয়নের প্রবৃত্তি হইয়াছে কেন, ইহা আপাততঃ সকলের বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাভাষায় যে সমুদায় ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলগুলিই জটিল; বিশেষতঃ সুকুমারমতি অল্পবয়স্ক বালকগণের পাঠের অনুপযুক্ত; কারণ, তাহারা যেরূপ ছাত্রবৃত্তি-নির্দ্দিষ্ট-পুস্তক-ভারে ক্লিষ্ট, তাহাতে প্রত্যেক বিষয় সঙ্গত করিয়া কণ্ঠস্থ করা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বালকদিগের উপযোগী সরলভাষায় ইতিহাস খানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু অভিলাষ সাধনে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না; যাহা হউক এতৎপাঠে যে বালকদিগের ইতিহাস সম্বন্ধীয় জটিল পথ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইবে, তদ্বিষয়ে আশাকরা যাইতে পারে।

এই পুস্তকে হিন্দুরাজত্ব হইতে লর্ড লিটনের পদচ্যুতি পর্য্যন্ত তাবদ্বিষয় বর্ণিত ও বালকদিগের সুবিধার্থ দুইটী পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৬৭ অব্দ হইতে ১৮৮২ অব্দ

পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যে সমুদয় প্রশ্ন হইয়াছিল, আমি এই পুস্তক খানিকে তৎসমস্ত সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে সহৃদয় শিক্ষক মহোদয়গণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিলে আমি সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অবশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, জেনেরেল্ এসেম্ব্রিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীশঙ্কর দে এম্, এ, বি, এল্, (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-প্রাপ্ত) মহাশয় এই পুস্তক খানি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়া, সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনকালে আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু গুরুনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস দত্ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা।
১২৮৯—৫ই কার্ত্তিক। } শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি।
২৩	২১	অন্দ্ধ	অন্ধ
২৫	৪	ভারতবর্য	ভারতবর্ষ
”	৫	”	”
”	৭	পৃথী	পৃথ্বী
২৮	১৮	নিষ্কয়	নিষ্ক্রয়
৩২	২১	কান্যফুব্জরাজ	কান্যকুব্জরাজ
৩৫	২০	১২১০৪...	১২১০...৪
৩৭	৮	১৩১৭	১২১৭
”	২০	অধিশ্বরী	অধীশ্বরী
৩৮	৯	বংসর	বৎসর
”	২৪	নিষ্ঠব	নিষ্ঠুর
”	”	তুচ্ছ্	তুচ্ছ
৫৮	২২	১৪২৮	১৫২৮
৬২	৪	সের থাকে	সের খাঁকে.
১০১	২১	১৭৪৮	১৭৪৭
১২১	১৪	এইসময়ে	১৭৪৯ অব্দে
১২৩	১৬	স্থ্পন	স্থাপন
১৪৯	১৯	১৭৭৬	১১৭৬
১৬০	১৯	পুনুরার	পুনরায়
১৮৫	১৬	ও উক্ত	চিরস্থায়ী
২১৪	২৪	সোনাপতি	সেনাপতি
২১৭	১	সৎকার্য্যানুষ্টান	সৎকার্য্যানুষ্ঠান
২১৯	২০	;	,
২২০	২১	যশঃসৌবভে	যশঃসৌরভে
”	২৪	সেনানীগণ	সেনানিগণ

২২২ ...	২০	...	নিংসন্তান	নিঃসন্তান
২২৪ ...	৭	...	হওরাতে ...	হওয়াতে
২২৫ ...	২৫	...	ডাক্তার ও সাম্নসি ...	ডাক্তার ওসাম্নসি
২২৭ ...	১২	...	আাক্রমণ ...	আক্রমণ

OPINION.

I have read the whole of Baboo Hira Lal Chuckerbutty's history of India in Bengali. The book is written in a simple language, and it contains all that is required for the Middle Class Vernacular Examination. Some portions of history which are given in the existing text books interspersed in different pages are given here consecutively as for example the lives of Baber, Sevajee, Hyder Ali &c By this means the boys are greatly benefited. I am therefore of opinion that this book will prove a good text book for boys preparing for the Middle Class Vernacular Examination.

CALCUTTA,
The 17th October 1882

GOURY SUNKER DEY, M.A.
PROFESSOR OF MATHEMATICS,
The General Assembly's Institution.

OPINION.

Baboo Heralall Chakrabarti's History of India in Bengalee seems to be a careful compilation. Its style is easy and simple and is well suited to the capacity of students competing for Middle Class Scholarships.

(*Sd.*) PRASANNA KUMAR SARVADIKARI.

The 17*th November* 1882. *Presidency College.*

Baboo Heralall Chakrabarti's History of India without any pretensious to scholarship or literary excellence is admirably suited to the humble object for which it is intended. Its arrangement is all that could be desired and students preparing for the Minor and Vernacular Examinations will be greatly benefited by it. The price of the book is very cheap for its size. It is very neatly got up.

HARE SCHOOL
31*st October* 1882. (*Sd.*) HARAPRASAD SASTRI. M. A.

Baboo Heralall Chakrabarti's History of India in Bengali seems to have been very carefully got up. He has bestowed great pains in the compilation of the work, has rendered the style easy so as to suit

it to the capacity of the students preparing for the Minor and Vernacular scholarship Examinations, for whom the book is intended. He has arranged the facts in a manner which will materially help the students in their study of Indian History.

(*Sd.*) CHUNDY CHURN BANNERJEE.
10*th December* 1882.

Baboo Heralall Chakrabarti's History of India in Bengali is a Judicious, and careful compilation and may be confidently recommended as a text book for the middle class Vernacular Examination. The language is simple and the method excellent.

(*Sd.*) NITYANUNDO BHOR, B. A.
Officiating Professor of History.
The General Assembly's Institution.
25*th* November 1882.

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

১ ভারতবর্ষ নাম হইবার কারণ। ২ সীমা, বিস্তার ও পরিমাণফল। ৩ প্রাকৃতিক বিভাগ। ৪ অধিবাসী। ৫ ভাষা। ৬ প্রাচীন হিন্দু-দিগের বিবরণ। ৭ জাতিবিভাগ। ৮ হিন্দুধর্ম্ম। ৯ বিদ্যা। ১০ প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়ম। ১১ রাজস্ব আদায়।

১। **ভারতবর্ষ নাম হইবার কারণ**—পৌরাণিকমতে পৃথিবী কতিপয় বর্ষ নামক খণ্ডে বিভক্ত; ভরতরাজা এই বর্ষে (দেশে) রাজত্ব করিতেন, তন্নিমিত্ত ইহার নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে।

অধুনা ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই ভারতবর্ষের অধীশ্বরী। ইহার শাসনবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণার্থ ইংলণ্ডে "ভারতসভা" নামে একটী সভা আছে; মহারাণীর একজন অমাত্য ইহার অধ্যক্ষ, ইহাঁকে "সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্" কহে। ভারতবর্ষের সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল ইহাঁর অধীন।

২। সীমা, বিস্তার ও পরিমাণফল—উত্তরে হিমালয়পর্ব্বত; পশ্চিমে সলিমান ও হল পর্ব্বতদ্বয় এবং আরব সাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর; পূর্ব্বে বঙ্গসাগর এবং ব্রহ্মদেশ। দৈর্ঘ্যে, উত্তর দক্ষিণে ২০০০ মাইল; প্রস্থে পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৫০০ মাইল। পরিমাণফল প্রায় ১৬,০০,০০০ বর্গ মাইল।

৩। প্রাকৃতিক বিভাগ—ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত বিন্ধ্য নামে এক পর্ব্বত আছে; ঐ পর্ব্বতের উত্তর ভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণ ভাগকে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ কহে।

৪। অধিবাসী—অধুনা হিন্দু*ও মুসলমান জাতিই ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসী; হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৬৷৭ গুণ অধিক। তদ্‌ভিন্ন খস, ভিল্ল, পুলিন্দ, সাঁওতাল, রামুসী, গারো প্রভৃতি অসভ্যজাতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করে। ইংরাজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, আমেরিক, গ্রীক ও চীন প্রভৃতি বিদেশীয় জাতি বাণিজ্যার্থ এদেশে বাস করিতেছে। ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়দিগের সহযোগে উৎপন্ন ফিরিঙ্গিদিগকেও এদেশের অধিবাসী বলা যায়। ইউরোপীয় পুরাবিৎদিগের মতে খস, ভিল্ল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা এদেশের আদিম নিবাসী।

৫। ভাষা—আর্য্যাবর্ত্তে পাঞ্জাবী, গুজরাটী, হিন্দি, বাঙ্গালা, আসামী, কাশ্মীরী, উর্দ্দু ও সৈন্ধবী এবং দাক্ষিণাত্যে উড়িয়া, দ্রাবিড়ী (তামিল) তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী ও কর্ণাটী এই

* কেহ কেহ বলেন 'হিন্দু' শব্দ সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

কয়েকটী ভাষা প্রচলিত। ইংরাজীভাষা রাজভাষা বলিয়া সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত হইতেছে।

৬। **প্রাচীনহিন্দুদিগের বিবরণ**—ইউরোপীয়দিগের মতে বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আদিপুরুষেরা আসিয়ার মধ্যস্থ কোন দেশ হইতে আসিয়া ভীল (ভিল্ল), সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক ভারতবর্ষ অধিকার করেন। যাহা হউক, হিন্দুরা যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাস করিতেন না তাহাতে সংশয় নাই। কারণ হিন্দুরা আপনাদিগকে আর্য্য কহিতেন, এজন্য তাঁহাদের প্রথম বাসস্থান বিন্ধ্যাচলের উত্তর ভাগ আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে সরস্বতী ও কাগার নদীর অন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক প্রদেশই হিন্দুদিগের আদিম বাসস্থান। তৎপরে হিন্দুরা গঙ্গা ও যমুনার উত্তরবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে বাস করেন। অনেককাল পরে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের উপনিবেশ হয়।

৭। **জাতিবিভাগ**—আর্য্যদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত চারি প্রকার বর্ণের মধ্যে ধর্ম্মকার্য্য, শাস্ত্রালোচনা, ব্যবস্থা-দান প্রভৃতি প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের হস্তে; রাজ্য শাসন, সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যের ভার ক্ষত্রিয়ের হস্তে এবং কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যের ভার বৈশ্যদিগের হস্তে অর্পিত ছিল। এই বর্ণত্রয় উপবীতধারী এবং দ্বিজনামে অভিহিত। শূদ্রেরা উপবীত ধারণে অনধিকারী; দ্বিজগণের সেবা করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষের

সহযোগে নানাজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন হিন্দুরা ব্যবসায় ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিতে বিভক্ত, এবং এদেশীয় আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে তাহারাই শূদ্র নামে খ্যাত। হিন্দু সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য জাতিরা ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৮। হিন্দুধর্ম্ম — হিন্দুরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহার অংশবোধে নানা প্রকার সাকার দেব দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। বেদ, স্মৃতি, অষ্টাদশপুরাণ, ও তন্ত্র হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র। বেদ, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খ্রীষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বেদের অর্থ গ্রহণ করিয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ঋষিরা সংহিতা, স্মৃতি প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। খ্রীষ্টাব্দের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা প্রণীত হয়। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণভোজন, তীর্থ দর্শন প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম। হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় আছে।

৯। বিদ্যা—হিন্দুরা অতিপ্রাচীন কাল হইতেই যে বিদ্যাবিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের মূলভাষা সংস্কৃত "দেববাণী" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত ভাষায় বেদ এবং বহুসংখ্যক সুমধুর গ্রন্থ লিখিত

আছে। তন্মধ্যে (১) গৌতম-লিখিত ন্যায়দর্শন, (২) কপিল-মুনিপ্রণীত সাঙ্খ্যদর্শন,(৩) পতঞ্জলি-লিখিত পাতঞ্জল, (৪) বেদ-ব্যাস-লিখিত বেদান্ত, (৫) জৈমিনি-লিখিত মীমাংসা, (৬) কণাদ-লিখিত বৈশেষিক, এই ছয়টী ষড়দর্শন নামে বিখ্যাত; পাণিনি, ক্রমদীশ্বর, সর্ব্ববর্ম্মা, দুর্গাসিংহ, কাত্যায়ন, বোপদেব প্রভৃতি মহাত্মারা উক্ত ভাষায় ব্যাকরণ কর্ত্তা; হেমচন্দ্র, হলায়ুধ প্রভৃতি মহাত্মগণ অভিধান প্রণেতা; কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট, জয়দেব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবি-গণ কাব্য ও নাটকের রচয়িতা; ভরত, দণ্ডী, মম্মট প্রভৃতি মহাত্মগণ অলঙ্কার প্রণেতা; এবং আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত,ভাস্করা-চার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ ও গণিত গ্রন্থের রচয়িতা।

১০। **প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়ম**—পুরাকালে আর্য্যেরা কৃষিকার্য্য, গোমেষাদি পালন ও মৃগয়া দ্বারা জীবনধারণ করিতেন, এবং শত্রু ও দস্যুগণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকলেই কিয়ৎ পরিমাণে মল্লযুদ্ধ ও অস্ত্রাদি চালন শিক্ষা করিতেন। প্রাচীন আর্য্যগণ পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন, পিতা পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতেন, মাতা ভোজ্য দ্রব্যের বিভাগ করিতেন, এবং দুহিতা দুগ্ধ দোহন করিতেন। তৎকালে বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং অনুলোম বিবাহ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরু-ষের সহিত নিকৃষ্ট জাতীয়া কন্যার বিবাহ) প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিতেন, অপেক্ষা-কৃত অনবরুদ্ধ থাকিতেন এবং স্বয়ম্বরা হইতেন। প্রতিলোম বিবাহ (অর্থাৎ নিকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের সহিত উৎকৃষ্টজাতীয়া

কন্যার বিবাহ) অতীব নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিলোম বিবাহ ভয়ে অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিলে গৌরী দানের ফল হয় এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। প্রয়োজনীয় শিল্প কার্য্যেও আর্য্যগণের দক্ষতা ছিল; এবং যদিও ইহাঁরা প্রাচীন গ্রীক বা রোমক দিগের ন্যায় সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহাঁরা কারুকর্ম্মে অপটু ছিলেন না।

১১। রাজস্ব আদায়—প্রাচীন হিন্দুদিগের রাজত্ব সময়ে কৃষক, শ্রমজীবী ও বণিক এই তিন শ্রেণী হইতে কর আদায় হইত। কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন রাজকর স্বরূপ দান করিত। যুদ্ধাদি সময়ে রাজকোষে অর্থের অনটন হইলে চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত কর দিতে হইত। তৎকালে কোন কোন সেনাপতি বা রাজকর্ম্মচারীকে বেতনের পরিবর্ত্তে এক বা ততোধিক গ্রাম দান করা হইত, তাহার রাজস্ব উহাঁরাই লইতেন। কৃষিজাত দ্রব্যের কর ব্যতীত তৎকালে বাণিজ্যের উপরও কর স্থাপিত ছিল।

প্রথম খণ্ড।

হিন্দু রাজত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ।

১ কাল বিভাগ। ২ সার্ব্বভৌম, মণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি উপাধি। ৩ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি এবং রাজধানী। ৪ সূর্য্যবংশ। ৫ রামচন্দ্র। ৬ চন্দ্রবংশ। ৭ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ। ৮ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ। ৯ মহাপ্রস্থান। ১০ পুরু ও যদুবংশীয়দের উৎপত্তি। ১১ কৃষ্ণ।

১। কালবিভাগ—পূর্ব্বতন হিন্দুগণ সময়কে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ অর্থাৎ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; হিন্দুশাস্ত্র মতে কলিযুগের পর পুনরায় সত্যাদি যুগ উপস্থিত হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ১১৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের স্বাধীনতা ছিল। ১১৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা এদেশে রাজত্ব করেন। তদনন্তর ১৭৫৭ অব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজেরা এদেশে রাজত্ব করিতেছেন।

২। সার্ব্বভৌম, মণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি উপাধি—হিন্দুদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক স্ব স্ব প্রধান-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যিনি বাহুবলে অন্যান্য রাজাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেন, তিনিই চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম, মণ্ডলেশ্বর, সম্রাট্ এবং সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইতেন।

৩। **সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি এবং রাজধানী**—অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ নামে দুই রাজবংশ ছিল; বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি হয়। ইক্ষ্বাকুর ভগ্নী ইলার সহিত চন্দ্রতনয় বুধের বিবাহ হয়। ইলা ও বুধ হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। সূর্য্যবংশের রাজধানী অযোধ্যা বা কোশল এবং চন্দ্রবংশের আদি রাজধানী প্রয়াগ।

৪। **সূর্য্য বংশ**—ইক্ষ্বাকুর লোকান্তর প্রাপ্তির পর ৫৪ জন রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করিলে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রামের পর ৬০ জন অর্থাৎ ইক্ষ্বাকু হইতে ১১৬ জন রাজা গত হইলে অযোধ্যায় সূর্য্যবংশের বিলোপ হয়। কিন্তু মেওয়ার, উদয়পুর, জয়পুর প্রভৃতি প্রদেশে অদ্যাপি উক্তবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছেন।

৫। **রামচন্দ্র**—সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিমাতার চক্রান্তে পিতৃসত্যপালনার্থ প্রিয়তমা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন। বনবাসকালে লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান; তন্নিমিত্ত রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হন। রামচন্দ্র অতীব ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক, ও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। কথিত আছে, ইনি লোকবিরাগভয়ে প্রিয়তমা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রই দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-প্রভুতার স্থাপনকর্ত্তা। হিন্দুশাস্ত্রমতে ইনি ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৬। চন্দ্রবংশ—চন্দ্রবংশীয় কুরুরাজার বংশে শান্তনুর জন্ম হয়। ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। বিচিত্রবীর্য্য, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। অম্বিকার গর্ভে ধৃতারাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও জন্মান্ধতানিবন্ধন রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন; সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু হস্তিনাপুরের* রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র এবং পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেব নামে পাঁচ পুত্র ছিল। যুধিষ্ঠির যেমন দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন, দুর্য্যোধন তেমনই দুর্ম্মতি ছিলেন। ইনি রাজ্যলোভে পাণ্ডুতনয়দিগকে বারণাবত নগরে ভস্মসাৎ করিবার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কারণ পাণ্ডুতনয়গণ ইহা জানিতে পারিয়া অগ্নি দিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে অর্জ্জুন পাঞ্চালনগরে মৎস্যলক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ ও পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর ধৃতরাষ্ট্র জানিতে পারিলেন যে পাণ্ডবেরা জীবিত আছে; তখন তিনি রাজ্য দুই অংশ করিয়া এক অংশ দুর্য্যোধনকে এবং অপর অংশ যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরেই রহিলেন, এবং যুধিষ্ঠির তাহার ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

---

* চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামা এক ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেন।

যুধিষ্ঠিরের যদিও নানাবিধ সদ্‌গুণ ছিল তথাপি পাশা খেলায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তিনি দুর্য্যোধনের সহিত পাশা খেলায় পরাস্ত হইয়া ক্রীড়ার পণানুসারে দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতাদিগের সহিত ১২ বৎসর বনবাস ও বিরাট-রাজার বাটীতে ১ বৎসর অজ্ঞাত বাস করেন।

৭। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ—যুধিষ্ঠির বনবাস হইতে যমুনাতীরে আসিয়া দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্য চাহিয়া পাঠান। কিন্তু দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দিতে চাহিলেন না; তন্নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

৮। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ—থানেশ্বরের নিকট-বর্ত্তী কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর সংগ্রামের পর দ্বারকাপতি কৃষ্ণের বুদ্ধি কৌশ-লেই পাণ্ডবেরা জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় প্রায় সকল নৃপতিই এক এক পক্ষে সাহায্য করেন। যুদ্ধশেষে দশজন মাত্র জীবিত ছিলেন। ইউরোপীয় পুরাবিৎদিগের মতে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হয়।

৯। মহাপ্রস্থান—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসংখ্য জ্ঞাতি বিনাশ হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণের অনুরোধে রাজ্যগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আর তাঁহার রাজ্যে থাকিতে ইচ্ছা হইল না; এজন্য অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্য প্রদান করিয়া চারিভ্রাতা ও দ্রৌপ-দীর সহিত হিমালয়ের পরপারে প্রস্থান করিলেন। হিমা-

লয়ের যে ভাগ দিয়া তাঁহারা গিয়াছিলেন সেই ভাগের নাম "মহাপ্রস্থান"।

১০। পুরু ও যদুবংশীয়দের উৎপত্তি— বুধের প্রপৌত্র যযাতি রাজার যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক ৫ টী পুত্র হয়। পাণ্ডবেরা ও মগধের রাজা জরাসন্ধ পুরুবংশীয়। যদুবংশীয়দের মধ্যে কৃষ্ণ ও বলরাম প্রধান।

১১। কৃষ্ণ—যুধিষ্ঠিরের পৈতৃষ্বস্রেয় কৃষ্ণ প্রথমে স্বীয় মাতুল কংসের প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক মথুরায় রাজা হন। কিন্তু কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ কর্তৃক তথা হইতে তাড়িত হইয়া গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করেন। যদুবংশীয়গণ প্রভাসতীর্থে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া নিহত হইলে পর কৃষ্ণ শোকে মগ্ন হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার প্রাণসংহার করে। মহামতি কৃষ্ণেরই বুদ্ধিবলে পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

যে সময়ে পরীক্ষিতের বংশধরগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে জরাসন্ধতনয় সহদেবের পুত্রেরাও মগধে রাজত্ব করেন।

বুদ্ধ—পূর্ব্বকালে নেপালের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নামে একটী রাজ্য ছিল। তথায় জরাসন্ধবংশীয় অজাতশত্রুর রাজত্বের সমকালে 'শুদ্ধোদন'নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। শাক্যসিংহ ইহাঁর ঔরসে এবং মায়াদেবীর গর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় শাক্যসিংহ যৌবনাবস্থায় সংসার পরিত্যাগ করেন। ইনি কিছুকাল বৈশালী ও বেহারে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন, পরে "বুদ্ধ" নাম ধারণ পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধ কুশী নগরে অশীতি বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম—বুদ্ধ বলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুগণ আমাদিগের দুঃখের কারণ; সুতরাং ইহাদিগকে দমন করা আমাদের উচিত। জীবহিংসা মহাপাপ; অহিংসা ও সত্যপরায়ণতা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির প্রধান উপায়। বুদ্ধ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না এবং বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রকে অতি অপদার্থ বিবেচনা ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করিতেন; সুতরাং ইনি হিন্দুধর্ম্মের বিষম বিপক্ষ হইয়াছিলেন। হিন্দুরা ইহাঁকে নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ডেরায়স্ ও আলেক্জাণ্ডর।

১। **ডেরায়স.**।—খৃষ্টজন্মের ৫১৮ বৎসর পূর্ব্বে জরাসন্ধবংশীয়দিগের রাজত্বকালে ডেরায়স্, পারস্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং লিবাণ্ট সাগর হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া খৃষ্টের ৫২১ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সিন্ধুনদের সমীপবর্ত্তী দেশগুলি কিছুদিন পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, ডেরায়সের সমস্ত রাজস্বের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কেবল ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইত।

২। **আলেক্জাণ্ডর (সেকেন্দর)**— ডেরায়সের আক্রমণের প্রায় ২০০ বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৩৩ অব্দে গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী মাসিডন প্রদেশের রাজা আলেক্জণ্ডর পারস্যদেশ জয় করিয়া খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পঞ্জাবের অধিপতি পুরু (পোরস্) তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হন এবং সমগ্র পঞ্জাব দেশ আলেক্জাণ্ডরের বশ্যতা স্বীকার করে। আলেক্জাণ্ডর

পুরুরাজের শৌর্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় স্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সিন্ধু ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিপতি তক্ষশীল আলেক্‌জাণ্ডরের আগমন মাত্রেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন; পুরুর সহিত আলেক্‌জণ্ডরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তক্ষশীল পুরুরাজের সাহায্য করেন নাই। পুরুর সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে, সেকেন্দর অনুগঙ্গ প্রদেশে যাইতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার রণক্লান্ত সেনারা তাহাতে অসম্মত হইল; তখন তিনি কিয়দংশ সেনা সমভিব্যাহারে বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন, অবশিষ্ট সেনা-ভাগ নিয়র্কস নামক সেনানীর সহিত সিন্ধুনদের মোহানা হইতে ইউফ্রেটীস নদী পর্য্যন্ত জলপথ আবিষ্কারের জন্য সমুদ্র দিয়া যাত্রা করিল। এই সময়ে পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরে নন্দবংশোদ্ভব রাজা মহানন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি ২০ সহস্র অশ্ব, ২ লক্ষ পদাতি ও বহুসংখ্যক হস্তীর সহিত আলেক্‌জাণ্ডরের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্যোগ করিয়া শুনিলেন যে, তিনি প্রস্থান করিয়াছেন। সেকেন্দর প্রতিগমনকালে ৩২ বৎসর বয়সে বাবিলন নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মগধ সাম্রাজ্য।

১—অজাতশত্রু। ২—নন্দবংশ। ৩—চন্দ্রগুপ্ত। ৪—বিন্দুসার। ৫—অশোক। ৬—বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার। ৭—বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি। ৮—অন্ধ্র রাজবংশ। ৯—জৈনধর্ম্ম।

১। **অজাতশত্রু**—জরাসন্ধ-তনয় সহদেব হইতে ৩৪ জন রাজার পরে অজাতশত্রু মগধের রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন।

২। **নন্দবংশ**—অজাতশত্রুর পর চারি জন রাজা গত হইলে নাগবংশসম্ভূত শূদ্রজাতীয় নন্দ মগধের রাজা হন। নন্দবংশীয় নয় জন রাজা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। এই বংশীয় শেষ রাজার নাম মহানন্দ।

৩। **চন্দ্রগুপ্ত—খৃঃ পূঃ ৩১৫—২৯১।** চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের ঔরসে মুরা নাম্নী এক নাপিতী দাসীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর অপর নাম মৌর্য্য এবং ইহাঁর বংশ মৌর্য্য বংশ নামে খ্যাত। ইনি স্বীয় মন্ত্রী চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে আপনার স্বজন্মা সাত ভ্রাতার বিনাশসাধন পূর্ব্বক মগধের রাজা হন। চন্দ্রগুপ্ত প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। ইনি স্বীয় বাহুবলে সমুদায় রাজাকে পরাস্ত করিয়া "মহারাজ চক্রবর্ত্তী" উপাধি লাভ এবং আলেক্জাণ্ডরের সেনাপতি সেলুউকস্‌কে পরাস্ত করিয়া তাঁহার

কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি ২৪ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ের মধ্যে পঞ্জাব হইতে তমলুক (তাম্রলিপ্ত) পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

৪। বিন্দুসার—খৃঃ পূঃ ২৯১—২৬৩। চন্দ্রগুপ্ত পরলোক গমন করিলে পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার রাজা হন।

৫। অশোক—খৃঃ পূঃ ২৬৩—২২৩। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইহাঁর সময়ে পাটনা হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত, মালব হইতে কটক পর্য্যন্ত এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত মগধরাজ্য বিস্তৃত হয়। ইনি ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কায় স্বহস্তে রাজবংশীয় অনেকের বিনাশ সাধন এবং রাজ্যলাভের কিছুদিন পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই সময়েই ইনি সকলের নিকট প্রিয়দর্শী বলিয়া পরিচিত হন। ইনি রাজপথ সমূহে প্রতি অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে কূপ খনন, এবং স্থানে স্থানে পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবের রক্ষার্থ ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন।

৬। বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার—অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া বাহুল্যরূপে প্রচারিত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হয়। ইনি অনেক স্থানে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। ইহাঁর এক পুত্র প্রচারক হইয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। প্রচারকদিগের যত্নে অল্প কালের মধ্যেই ভারতবর্ষ, তিব্বত, তাতার, চীন, সিংহল, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-

দিগের তিনটী মহতী সভা ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে মতামত-স্থির করিবার জন্য নানা দিগ্‌দেশ হইতে পণ্ডিতগণ ঐ সকল সভায় আগমন করিতেন।

৭। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি—অশোকের মৃত্যুর পর হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়। এই সময়ে হিন্দুরাও বৌদ্ধদিগের ন্যায় স্থানে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইল। শেষোক্ত কারণে হিন্দু-দিগের আরও সুবিধা হইয়াছিল। এতদ্‌ভিন্ন, হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়া সকলেই স্বীয় ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এ সুবিধা ছিল না। এই সকল কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমেই হীনবল এবং হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় প্রাধান্য প্রাপ্ত হইল।

৮। অন্ধ্র রাজবংশ—মৌর্য্যবংশীয়দিগের পরে খৃষ্টের ২০ বৎসর পূর্ব্বে অন্ধ্র নামে এক রাজবংশ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। রোম নগর পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাম খ্যাত হয়। উক্তবংশে ১৯১ খৃঃ অব্দে শূদ্রক নামে এক নরপতি প্রাদুর্ভূত হন; তাঁহার অন্য নাম 'কর্ণদেব' ও 'মহাকর্ণ'; তিনি অতিশয় দাতা ছিলেন। বোধ হয়, 'মৃচ্ছকটিক' নামক সংস্কৃত নাটক তাঁহারই রচিত। উক্তবংশীয় শেষ রাজার নাম 'পুলোমা'; চীনেরা তাঁহার নামানুসারে ভারতবর্ষকে 'পুলো-মন্' কহিয়া থাকে। কালক্রমে অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য তাঁহাদের কর্ম্মসচিবেরা অধিকার করেন।

৯। জৈনধর্ম্ম—বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময়ে ভারতবর্ষে আর একটী নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ঐ ধর্ম্মের নাম জৈন ধর্ম্ম। মহাবীর ও পরেশনাথ ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। গুজরাট, কানাড়া ও রাজপুতানায় জৈন ধর্ম্ম প্রচলিত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

—ঃ—

১—অগ্নিকুল। ২—বিক্রমাদিত্য। ৩—শালিবাহন। ৪—আর্য্যাবর্ত্ত। ৫—দাক্ষিণাত্য।

১। অগ্নিকুল—পুরাণে বর্ণিত আছে যে ঋষিরা বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে পুনরায় ক্ষত্রিয় কুল সৃজন করিবার অনুমতি দেন*। তদনুসারে ঋষিরা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে গঙ্গাজল নিক্ষেপ করিবামাত্র প্রমার, পরিহার, চালুক্য ও চাহুমান বা চৌহান নামে চারিজন ক্ষত্রিয় বীর প্রাদুর্ভূত হন। ইহাঁরাই অগ্নিকুল নামে খ্যাত। এই চারি জন ক্ষত্রিয়ের জন্মবৃত্তান্ত পুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা সত্য হউক বা না হউক, ইহাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য নামক জনৈক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদান্তের মত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন।

---

* ইতিপূর্ব্বে পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছিল।

২। **বিক্রমাদিত্য**—বিক্রমাদিত্য প্রমারবংশসম্ভূত। ইনি খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে উজ্জয়িনী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তদবধি ইহাঁর প্রচলিত সম্বৎ নামক শাকের গণনা আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইহাঁর সভায় "নবরত্ন" নামে কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বরাহমিহির, ধন্বন্তরি, শঙ্কু, বেতালভট্ট, এবং ঘটকর্পর এই নয়জন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। মালবদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নগর বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল।

৩। **শালিবাহন**—বিক্রমাদিত্যের ১৩৪ বৎসর পরে শালিবাহন (শকাদিত্য) মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যস্থিত অনেক স্থান অধিকার করেন। ৭৭ খৃঃ অব্দে ইহাঁর প্রচলিত শাক শকাব্দার গণনা আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত গোদাবরী নদীতীরে 'পটন' নগরী শালিবাহনের রাজধানী ছিল।

৪। **আর্য্যাবর্ত্ত**—মুসলমানদিগের আক্রমণ সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে নিম্ন লিখিত স্থান গুলি প্রসিদ্ধ ছিল।

(১) **কাশ্মীর**—কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী ভিন্ন হিন্দুদিগের আর কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। ১০১৫ অব্দে গজনীর রাজা সুলতান মামুদ কাশ্মীর আক্রমণ করেন।

(২) **লাহোর**— কথিত আছে, লাহোর পূর্ব্বে কাবুলের সামন্ত-উপাধি-ধারী ব্রাহ্মণদিগের অধীন ছিল। পরে দিল্লীর অধীন হয়।

(৩) **দিল্লী**—যুধিষ্ঠির হইতে ২৯ জন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিলে পর এই রাজ্য অন্যান্য নৃপতিগণের অধিকৃত

হয়। ৪৯১ খৃঃ অব্দে পাণ্ডববংশ সম্ভূত তুয়ার বংশীয় রাজারা এই রাজ্য অধিকার করেন। ইহাঁদের সময় হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ, দিল্লী নামে অভিহিত হয়। এই বংশীয় শেষ রাজা নিহত হইলে তাঁহার দৌহিত্র আজমীরের রাজা চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লী রাজ্য লাভ করেন।

(৪) কনোজ (কান্যকুব্জ)—এই নগরে সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাঠোর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। মুসলমান-দিগের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নগর পরাক্রান্ত ছিল।

(৫) কাশী (বারাণসী)—কাশী নামক এক জন নৃপতি কর্ত্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত হয়; কাশী কিছুকাল গৌড়দেশের রাজার অধীন ছিল। পরে পুনরায় স্বাধীন হয়।

(৬) কলিঞ্জর (বুন্দেলখণ্ড)—সূর্য্যবংশীয় রাজারা ইহাতে রাজত্ব করিতেন।

(৭) মিবার (মেওয়ার)—প্রথমে চিতোর পরে উদয়-পুর ইহার রাজধানী হয়। রাণা উপাধি বিশিষ্ট সূর্য্যবংশীয় রাজারা এই স্থানে অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন।

(৮) আজমীর (পুষ্কর)—পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীর রাজ্যের শেষ হিন্দু ভূপতি।

(৯) যশল্মীর—৭৩১ খ্রীঃ অব্দে যদুবংশীয় ভট্টিজাতি যশল্মীর রাজ্য জয় করিয়া এখানে বাস করেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা পঞ্জাবে ও সিন্ধুর পরপারস্থ জাবালিস্থানে রাজত্ব করিতেন।

(১০) জয়পুর (আম্বের বা ঢুণ্ডার)—নিষাধাধিপতি নলরাজার কুলজাত ঢোলারায় নামক এক রাজা ৯৬৭ অব্দে

এই রাজ্য জয় করেন। জয়পুর ইহার রাজধানী।

(১১) গুর্জ্জর (গুজরাট)—যদুবংশ ধ্বংসের পর সূর্য্যবংশীয় রাজারা গুজরাট জয় করিয়া বল্লভীপুর নগরে রাজত্ব করেন। পরে এইস্থান রাজপুত রাজাদিগের অধীন হয়।

(১২) সিন্ধুদেশ—সিন্ধুনদের উভয় তীরস্থ স্থান সিন্ধুদেশ নামে খ্যাত। মহাভারতে এই রাজ্যের নামোল্লেখ আছে।

(১৩) মালব (উজ্জয়িনী)—বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া গণ্য ছিল। খ্রীষ্টের ১০ম শতাব্দীতে ভোজরাজা এখানে প্রাদুর্ভূত হন। ধারাবার নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

(১৪) গৌড় (বঙ্গ বা বাঙ্গালা)—এই দেশ এক সময়ে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত এবং অন্ধ্র বংশীয় রাজাদিগের শাসিত ছিল। তৎপরে ইহা ক্রমান্বয়ে পালবংশীয় ও সেনবংশীয়দিগের শাসনাধীন হয়। সেনবংশীয় আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে (১) শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, (২) সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ, (৩) বাৎসব গোত্রীয় ছান্দড, (৪) কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, এবং (৫) ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সহিত (১) মকরন্দ ঘোষ, (২) কালিদাস মিত্র, (৩) দশরথ গুহ, (৪) দাশরথি বসু (৫) পুরুষোত্তম দত্ত নামে ৫ জন কায়স্থ ভৃত্যরূপে আসিয়াছিলেন। সেনবংশীয় বল্লালসেন স্বজাতীয় বৈদ্যগণের ন্যায় উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তানদিগেরও

কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করেন। ১২০৩ অব্দে যখন মুসলমানেরা ঐ দেশ অধিকার করে, তখন গৌড়নগর ইহার রাজধানী ছিল; কিন্তু তৎকালিক রাজা লক্ষ্মণ সেন (লাক্ষ্মণেয়) প্রায়ই নবদ্বীপে বাস করিতেন।

১৫। দাক্ষিণাত্য—রামচন্দ্র হইতেই দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের বাস আরম্ভ হয়; তিনি যে সকল সৈন্য লইয়া লঙ্কাপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যাহারা বাল্মীকি-রামায়ণে বানরাদি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বোধ হয়, তাহারাই এদেশের আদিম নিবাসী। বহুকালাবধি দাক্ষিণাত্যে উড়িয়া, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী ও মহারাষ্ট্রী এই কয়েকটী ভাষা প্রচলিত আছে, এবং তদনুসারে ঐ ভূভাগ উড়িষ্যা, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট, ও মহারাষ্ট্র এই কয়েকটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের আক্রমণ সময়ে দক্ষিণাপথে নিম্নলিখিত রাজ্য গুলিই প্রসিদ্ধ ছিল।

(১) পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য—এই দুই রাজ্য দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বদক্ষিণ ভাগে দ্রাবিড় দেশে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যদ্বয় কখন একত্রিত কখন বা পৃথক্ হইত। মথুরা ও কাঞ্চীনগরী এই রাজ্যদ্বয়ের রাজধানী ছিল। ১৭৩৬ অব্দে পাণ্ড্যরাজ্য আর্কাড়ুর নবাবের হস্তগত হয় এবং ১৬৭৮ অব্দে চোল রাজ্য শিবজীর পিতা সাহজী গ্রহণ করেন; এক্ষণে ইহা তাঞ্জোর নামে অভিহিত। উল্লিখিত উভয় রাজ্যই আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুদিগের স্থাপিত।

(২) চের রাজ্য—এই রাজ্য পাণ্ড্যের পশ্চিমে, আরব সাগরের উপকূলভাগে অবস্থিত। কৈম্বাটুর, মলবারের

কিয়দংশ ও ত্রিবাঙ্কোড় লইয়া এই রাজ্য সঙ্ঘটিত ছিল। খৃঃ দশম শতাব্দীতে চেররাজ্য উৎসন্ন হয়।

(৩) কেরল—মলবার ও কানাড়া প্রদেশ কেরল রাজ্য বলিয়া কথিত হইত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, যে ক্ষত্রিয়শক্র পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই দেশে বাস করান। পরে একজন ক্ষত্রিয় ইহার রাজা হন। কালক্রমে কেরল রাজ্যের দুইপ্রদেশ দুই স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া উঠে। খৃঃ নবম শতাব্দীতে মালবারের রাজা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে প্রজারা বিদ্রোহী হয়, তজ্জন্য উহা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে; তন্মধ্যে কল্লিকট রাজ্য অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত ছিল। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কানাড়া বিজয় নগরের রাজাদিগের হস্তগত হয়।

(৪) কর্ণাট—পূর্ব্বে কর্ণাট বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পরে বিলালবংশীয় রাজারা প্রবল হইয়া সমস্ত কর্ণাট অধিকার করেন। ১৩১০। ১১ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা বিলালবংশের ধ্বংস করে।

(৫) কলিঙ্গ—তৈলঙ্গের পূর্ব্ব ভাগকে কলিঙ্গ কহিত। চালুক্য বংশীয় রাজপুত্রেরা ইহাতে রাজত্ব করিতেন। খৃঃ ১২ শ ও ১৩ শ শতাব্দীতে ইঁহারা বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিলেন; পরে অন্ধ্র বংশীয় ও কটকের রাজারা কলিঙ্গ উৎসন্ন করেন।

(৬) অন্ধ্র—তৈলঙ্গের কিয়দ্ভাগ অন্ধ্র নামে খ্যাত ছিল। খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে গণপতি বংশীয় রাজগণ এই রাজ্য হস্তগত করেন। তাঁহারা মুসলমানদিগের

উৎপীড়নে ১৩৩২ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যার করপ্রদ হন। অবশেষে গোলকুণ্ডার মুসলমান অধিপতিরা ইহাঁদিগকে উৎসন্ন করেন।

(৭) উড়িষ্যা—উড়িষ্যার ৪৭৩ খৃঃ অব্দ পূর্ব্বের বিবরণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ বৎসরে যযাতি নামে কেশরী বংশীয় একজন রাজা উড়িষ্যার অধিপতি হন। ১১৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কেশরী বংশীয়েরা উড়িষ্যার রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনন্তর গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন; তাঁহাদের রাজত্ব কালে ১১৯৮ খৃঃ অব্দে 'শ্রীক্ষেত্রে' 'জগন্নাথ' দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। তৎপরে রাজপুত বংশীয় রাজারা এই দেশ অধিকার করেন। ঐ বংশীয় শেষ রাজার নাম মুকুন্দ দেব। ইহাঁর সময়ে দিল্লীর পাঠানেরা উড়িষ্যা আক্রমণ করে। পরে ১৫৫০ খৃঃ অব্দে তৈলঙ্গ বংশীয় একজন রাজা উড়িষ্যা জয় করিলে গোলকুণ্ডার মুসলমান অধিপতিরা তাঁহাদিগকে উৎসন্ন করেন।

(৮)। মহারাষ্ট্র।—এই রাজ্য কর্ণাটের উত্তরে ও তৈলঙ্গ দেশের পশ্চিমভাগে স্থিত। পূর্ব্বে শালিবাহন রাজা এই দেশে রাজত্ব করিতেন। খৃঃ ১২ শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যদুবংশোদ্ভব রাজারা এই স্থান অধিকার করেন। ইহাঁদিগের সময়ে দেবগিরি ও কল্যাণ নগর রাজধানী ছিল। খিলিজী বংশীয় আলাউদ্দিন এই রাজ্য উৎসন্ন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুসলমানদের উৎপত্তি এবং দিগ্বিজয়।

১।—মহম্মদ। ২—ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মের মর্ম্ম। ৩—হিজিরা শাক। ৪—মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচার এবং দেশ জয়। ৫—মহম্মদ কাসিম। ৬—সামনি রাজ্য। ৭—আলপ্তগিন। ৮—সবক্তগিন। ৯—মামুদ। ১০—মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ। ১১—আলাউদ্দিন। ১২—গায়েসউদ্দিন। ১৩—মহম্মদ ঘোরী (সবাবউদ্দিন)। ১৪—মহম্মদঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণ। ১৫—বখ্‌থিয়ার খিলিজী। ১৬—যোধপুর রাজ্য স্থাপন। ১৭—পৃথ্বীরাজ। ১৮—হিন্দু রাজত্ব বিনাশের কারণ।

১। মহম্মদ—খ্রীষ্টীয় ৫৬৯ অব্দে আরবদেশে মক্কা নগরে মুসলমান ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা মহম্মদের জন্ম হয়। তৎকালে আরবীয়েরা সাকার দেব দেবীর এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করিত। মহম্মদ সর্ব্বদাই ঈশ্বর তত্ত্ব অনুধাবনে ব্যাপৃত ছিলেন; তিনি হীরা পর্ব্বতের গুহায় উপবেশন পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় রত হইতেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর, তৎকালে তিনি "ইসলাম্‌ ধর্ম্ম" নামে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন।

২। ইসলাম্‌ ধর্ম্মের মর্ম্ম—"অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরই মানবজাতির একমাত্র আরাধ্য। জগদীশ্বর মনুষ্য জাতির ভ্রম উচ্ছেদ করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য মহম্মদকে পৃথিবীতে প্রেরণ ও তাঁহার নিকটে কোরাণ নামে একখানি

গ্রন্থ প্রদান করিয়ছেন।" মহম্মদ স্বীয় শিষ্যগণকে মুসলমান অর্থাৎ ভক্ত এবং তদ্‌ভিন্ন লোক দিগকে কাফের অর্থাৎ অধার্ম্মিক বলিতেন।

৩। হিজিরা শাক—ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারের অল্পকাল পরেই মক্কাবাসিগণ বিদ্বেষ বশতঃ মহম্মদের প্রাণনাশে উদ্যত হয়; তাহাতে তিনি ৬২২ খৃঃ অব্দে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। ঐ বৎসর হইতে হিজিরা শাকের গণনা আরম্ভ হয়।

৪। মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচার ও দেশজয়—

মহম্মদ মদিনায় আগমন করিলে তথাকার অধিবাসীরা তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই তথাকার রাজা করিল। অনন্তর তিনি শিষ্যগণের নিকট প্রচার করিলেন, যে "কাফেরদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যাঁহারা যুদ্ধে নিহত হইবেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন, আর যাঁহারা পলায়ন করিবেন, তাঁহারা নরকে যাইবেন।" আরব দেশীয় লোক স্বভাবতই ভয়শূন্য ও সমরপ্রিয়; তাহাতে আবার বিপক্ষের ধনলুণ্ঠন ও পরকালে স্বর্গলাভের প্রত্যাশা পাইল, সুতরাং তাহারা সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে লাগিল। সমস্ত আরব মহম্মদের অধীন ও মতাবলম্বী হইল। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আসিয়া, ইউরোপ, ও আফ্রিকার অনেক স্থান মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

৫। মহম্মদ কাসিম—মহম্মদের উত্তরাধিকারিদিগকে খলিফা কহে। ৭০৫ হইতে ৭১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত

ওয়ালিদ নামে খলিফা ডামস্কস নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অধিকারকালে সিন্ধু দেশের অন্তর্গত দেওয়াল নামক স্থানে একখানি আরবীয় জাহাজ ধৃত ও লুণ্ঠিত হয়। তাহা প্রত্যর্পণ জন্য সিন্ধুরাজ ডাহিরের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এই কারণে মুসলমানদিগের সহিত সিন্ধুপতি ডাহিরের যুদ্ধ হয়।খলিফাদিগের বস্রার শাসনকর্ত্তা ৬০০০ সৈন্যের সহিত মহম্মদ কাসিমকে সিন্ধুদেশে প্রেরণ করেন, এই সময়ে ২০০০ সৈন্য পারস্যদেশ হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করে। ডাহিরের ৫০,০০০ সৈন্য ছিল। যুদ্ধে ডাহির নিহত ও কাসিম জয়ী হন। হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের এই প্রথম যুদ্ধ হয়। সমস্ত সিন্ধু দেশ যবনকরে পতিত হয় (৭১২ অব্দ)। ডাহিরের দুই কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার বুদ্ধি কৌশলে কাসিম নিহত হন।

৬। সামনি রাজ্য—কাসিম কর্ত্তৃক বিজিত ভারতবর্ষস্থ জনপদগুলি ৩৫ বৎসর মুসলমানদিগের অধীন ছিল। পরে চিতোরের রাজা বাপ্পারাও মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দেন। খলিফারা হীন প্রতাপ হইলে, তাহাদের রাজ্য বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে সামনি নামক জনৈকব্যক্তির স্থাপিত রাজ্য প্রসিদ্ধ এবং ১২০ বৎসর অভগ্ন ছিল। পারস্যের পূর্ব্বভাগ লইয়া সামনি রাজ্য সংঘটিত।

৭। আলপ্তগিন—সামনি রাজ্যের ৬ষ্ঠ রাজার অধীনস্থ খোরাসানের শাসনকর্ত্তা আলপ্তগিন বিদ্রোহী হইয়া বিশ্বাসী অনুচরবর্গের সহিত ৯৬২ খৃঃ অব্দে আফগানিস্থানে

গজনি রাজ্য স্থাপন করেন। গজনি নগর ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা সিন্ধুনদের অতি নিকটবর্ত্তী।

৮। **সবক্তগিন**—আলপ্তগিনের পর তাঁহার জামাতা সবক্তগিন গজনির রাজা হন। সবক্তগিন লাহোরের রাজা জয়পালকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু নদের পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত গজনি রাজ্য বিস্তার করেন। ৯৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৯। **মামুদ**—সবক্তগিনের পুত্র ইস্মেল পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু অবিলম্বেই তদীয় ভ্রাতা মামুদ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া গজনি রাজ্যের অধিপতি হন। মুসলমানদিগের মধ্যে মামুদের দৌরাত্ম্যে সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত হয়। মামুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১২ বার প্রসিদ্ধ। ১০৩০ খৃঃ অব্দে মামুদের মৃত্যু হয়।

১০। মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ—

১ম, (১০০১) মামুদ পেশোয়ারের নিকট পিতৃশত্রু জয়পালকে পরাস্ত ও বন্দী করেন এবং পঞ্জাব পর্য্যটন পূর্ব্বক বটিণ্ডা নগর লুণ্ঠন করিয়া জয়পালের সহিত গজনি অভিমুখে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে জয়পাল নিষ্ক্রয় ও রাজস্ব দানে অঙ্গীকার করিয়া মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত হওয়াতে তিনি আত্মজীবনের প্রতি মমতাশূন্য হন এবং স্বীয় পুত্র অনঙ্গপালকে সিংহাসন প্রদান করিয়া অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন।

২য়, (১০০৪) ভাতিয়া রাজ্যের রাজা কর দিতে অস্বীকার করিলে, মামুদ তাঁহার রাজ্য উৎসন্ন করেন।

৩য়, (১০০৫) ভাতিয়ারাজ বাজীরাওএর সাহায্যকারী একজন পাঠানকে দণ্ড দিবার জন্য মুলতান দেশ অবরোধ এবং পথিমধ্যে পেশোয়ারে অনঙ্গপালকে পরাজিত করেন।

৪র্থ, (১০০৮) উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কলিঞ্জর, কান্য-কুব্জ, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণের সাহায্যে অনঙ্গপাল বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেও মামুদ তাঁহাকে পরা-জিত করেন এবং নগরকূটের মন্দির লুণ্ঠন ও বহুধন সঞ্চয় করিয়া গজনিতে ফিরিয়া যান।

৫ম, (১০১০) মুলতান আক্রমণ ও তাহার অধিপতি আবুল ফতে লোডীকে বন্দী করেন।

৬ষ্ঠ, (১০১১) থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন পূর্ব্বক অনেক দেবমূর্ত্তি চূর্ণ এবং অসংখ্য হিন্দুকে বন্দী করিয়া গজনিতে ফিরিয়া যান।

৭ম, (১০১৫) কাশ্মীর আক্রমণের বিফল প্রয়াস পান।

৮ম, (১০১৮) ১ লক্ষ অশ্ব ও ২০ সহস্র পদাতি সঙ্গে লইয়া মথুরা লুণ্ঠন ও কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন এবং শেষোক্ত স্থানের রাজাকে অধীনতা স্বীকার করান।

৯ম, (১০২২) মামুদের অধীনতা স্বীকার জন্য কান্যকুব্জ রাজের প্রতি কলিঞ্জরের রাজা কুপিত হইয়া অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পালের সহিত যোগ দেন এবং কনোজের রাজাকে নিহত করেন। এই জন্য মামুদ কলিঞ্জর আক্রমণ এবং লাহোরদেশকে গজনিরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করেন। এই অবধি ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়।

১০ ম, (১০২৩) পুনর্ব্বার কাশ্মীর প্রবেশার্থ বিফল চেষ্টা করেন।

১১শ, (১০২৪) গোয়ালিয়র ও কলিঞ্জর রাজ্য বশে আনিয়া বহু সম্পত্তি এবং কলিঞ্জর হইতে অনেক হস্তী লাভ করেন।

১২শ, (১০২৬-২৭) মামুদ রাজপুতানার ৩৫০ মাইল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া প্রথমে আজমীর ও গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী অনহলবারাপত্তন লুঠ করেন। পরিশেষে গুজরাটের অন্তর্গত সোমনাথ দেবের মন্দির আক্রমণ ও ঐ দেশের লোকদিগের এবং নানা স্থান হইতে মন্দির রক্ষার্থ আগত রাজপুতগণের সহিত তিন দিন যুদ্ধ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। কথিত আছে পাণ্ডারা প্রতিমূর্ত্তি রক্ষার্থ বিস্তর ধনদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মামুদ 'প্রতিমাবিক্রেতা' অপেক্ষা 'প্রতিমানাশক' নাম আদরের জ্ঞান করিয়া প্রতিমা ভগ্ন ও তথাকার মণি মুক্তাদি সম্পত্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

১১। আলাউদ্দিন—গজনির রাজারা ১৫০ বৎসর কাল গজনিতে রাজত্ব করিলে পর ১১৫২ খৃঃ অব্দে হিন্দু-কুশ পর্ব্বতের সন্নিহিত ঘোর নামক প্রদেশের অধিপতি আলাউদ্দিন গজনির শেষ রাজা বেহ্রামকে পরাস্ত করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন।

১২। গায়েস উদ্দিন—আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গায়েস উদ্দিন ১১৫৭ খৃঃ অব্দে গজনি রাজ্যের অধিপতি হইয়া, নিজ ভ্রাতা সবাব উদ্দিন বা মহম্মদ ঘোরীকে সহকারী নিযুক্ত করেন।

১৩। মহম্মদ ঘোরী বা সবাব উদ্দিন—ইনি নয়

বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ইনিই প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের স্থাপনকর্ত্তা। ইহাঁর কঠোর শাসনে গোক্ষুরেরা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। গজনি প্রতিগমন কালে সিন্ধুনদতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ২০ জন গোক্ষুর পূর্ব্ববৈরস্মরণপূর্ব্বক ২২টা আঘাতে ইহাঁর প্রাণ সংহার করে (১২০৬)।

১৪। মহম্মদ ঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণ—

১ম, (১১৭৬) সিন্ধুনদের পঞ্চশাখার মিলনস্থলে স্থিত উচ নগর অধিকার করেন।

২য়, (১১৭৮) গুজরাটের রাজা ভীমদেবকে আক্রমণ করেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

৩য়, (১১৭৮) লাহোরপতি খস্রুমালিককে পরাস্ত করিয়া সন্ধি করেন।

৪র্থ, (১১৮৬) লাহোর আক্রমণ করিয়া খস্রু মালিককে সপরিবারে কারারুদ্ধ করেন।

৫ম, (১১৯১) তিরৌরী নগরে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হন। (১)

৬ষ্ঠ, (১১৯৩) থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কাগার নদীতীরে যুদ্ধ করিয়া পৃথ্বীরাজকে বন্দীকৃত ও পরিশেষে নিহত করেন। (১)

৭ম, (১১৯৪) কনোজ ও বারাণসীর রাজা জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করেন।

৮ম, (১১৯৫) বাইয়ানা নগর আক্রমণ ও জয় করিয়া,

(১)—১৭ দেখ।

গোয়ালিয়র অবরোধ করেন এবং কুতবউদ্দিনের উপর গোয়ালিয়র জয় করিবার ভার দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

৯ম, (১২০৬) বিদ্রোহী গোক্ষুরদিগকে দমন করিয়া মুসলমান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

১৫। বখ্‌থিয়ার খিলিজী—যৎকালে মহম্মদ ঘোরী স্বদেশ গমন করেন, তখন তিনি কুতবের উপর সমুদায় ভার দিয়া যান। কুতব গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, গুজরাট ও বিহার প্রদেশ জয় করিয়া স্বীয় সেনানী বখ্‌থিয়ার খিলিজীকে বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার ভার দেন। বখ্‌থিয়ার ১২০৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। তথাকার রাজা লাক্ষ্মণেয় বা লক্ষ্মণসেন মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে নৌকাযোগে পলায়ন করেন; সুতরাং বাঙ্গালা দেশ সহজেই বখ্‌থিয়ার খিলজীর হস্তগত হয়।

১৬। যোধপুর রাজ্য স্থাপন—মহম্মদঘোরী ১১৯৪ খৃঃ অব্দে কনোজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করিলে পর তথাকার রাঠোর নামক রাজপুতেরা মাড়বার বা মরুস্থলীর অন্তর্গত যোধপুরে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন; এইরাজ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

১৭। পৃথ্বীরাজ—পৃথ্বীরাজ চৌহানবংশসম্ভূত, ইনি মাতামহের অনুগ্রহে দিল্লী ও আজমীরের আধিপত্যলাভ করেন, ইহাতে তদীয় মাতৃস্বস্রেয় কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্র ঈর্ষ্যান্বিত হন এবং আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া পৃথ্বীরাজের একটী সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া স্বীয় দ্বারদেশে স্থাপন করান। এই সময়ে জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা

স্বয়ম্বরা হন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণকরিয়া আনেন, তাহাতে জয়চন্দ্রের সহিত ইহাঁর এক যুদ্ধ হয়। মিবারের রাজা সমরসিংহের সহায়তায় পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করেন। এই সকল অপমানে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কান্য-কুব্জরাজ জয়চন্দ্র মহম্মদঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিতে বলেন। মহম্মদও গৃহ বিবাদ প্রবল দেখিয়া নিজ অভিপ্রায় সাধনে তৎপর হইয়া ১১৯১ অব্দে দিল্লীপতির প্রতিকূলে আগমন করেন; অনন্তর স্বরস্বতী নদীতীরে তিরৌরী নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া কিছুকালের জন্য স্বদেশে প্রতিগমন করেন। দুই বৎসর পরে মহম্মদঘোরী পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া থানেশ্বরের নিকটে মহা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে হিন্দু সেনানায়ক সমরসিংহ ও তৎপুত্র কল্যাণসিংহ নিহত এবং পৃথ্বীরাজ প্রথমে বন্দীকৃত ও তৎপরে হত হন (১১৯৩)। অবশেষে দিল্লী ও আজ-মীর রাজ্য মহম্মদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধেই ভারতবর্ষে হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল (১)।

১৮। হিন্দুরাজত্ব বিনাশের কারণ—নিম্ন লিখিত কতিপয় কারণ নিবন্ধন হিন্দুরাজগণ মুসলমানদিগের অপেক্ষা সমধিক শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন ও বহুসংখ্যক সৈন্যসম-ন্বিত হইয়াও স্বাধীনতা রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন নাই।

১মতঃ, বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় রীতি অনুসারে সৈন্যগণ সুশি-ক্ষিত ও অধিক সংখ্যক হইলে, যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির বিনাশেও যেমন পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই; হিন্দু রাজত্বকালে

(১)—১অ, ১ দেখ।

সেরূপ কোন রীতি ছিল না। প্রত্যুত, রাজা বা প্রধান সেনাপতি বিনষ্ট বা অদৃশ্য হইলেই হিন্দু সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিত, সুতরাং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত।

২য়তঃ, মামুদের ৪র্থ বার (১) আক্রমণ বিবরণ স্মরণ করিলে হিন্দুরাজগণের যে কিঞ্চিন্মাত্রও একতা ছিল না, একথা বলা যাইতে পারেনা বটে, কিন্তু ঐ আর্য্যস্বভাব আর্য্যদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে একতা বন্ধনচ্ছেদী কতিপয় অনার্য্য নৃপতি প্রাদুর্ভূত হইয়া হিন্দু স্বাধীনতা বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তক্ষশীল (২) ও কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রই এ বিষয়ের (৩) উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহারা রাজনীতির কূট ভাব সকল কিছু-মাত্র বুঝিতে পারিতেন না, প্রত্যুত ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতার জন্য পরস্পর গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বহিঃশত্রুকে আহ্বান পূর্ব্বক অমূল্য অতুল্য স্বাধীনতারত্ন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

৩য়ঃ, হিন্দুরাজগণ শৌর্য্য বীর্য্যাদির ন্যায় ধর্ম্ম ভূষণেও বিভূষিত ছিলেন, একারণ আপনাদিগের ন্যায় শত্রুপক্ষীয়-দিগকেও সত্যপালক ও প্রতিজ্ঞারক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, তাঁহারা যে ম্লেচ্ছদিগের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই, তাহাদিগকেও সত্যপালনে পরাঙ্মুখ বিবেচনা করিতেন না। এইরূপ অতিধার্ম্মিকতা বা অনুচিত সরলতাই তাঁহাদিগের স্বাধীনতাবিনাশের একটী প্রধান কারণ।

---

(১)—২৯ পৃষ্ঠা দেখ। (২)—১৪ পৃষ্ঠা দেখ।
(৩)—৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

৪ র্থতঃ, হিন্দুরাজত্বকালে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক রাজার অধীন ছিল। এক রাজ্যের পতনে অপর রাজ্যের রাজা বা প্রজাগণ কোনরূপ লাভ ক্ষতি মনে করিতেন না।

৫ মতঃ, হিন্দুশাসনকালে প্রজাদিগের রাজভক্তি বলবতী ছিল বটে, কিন্তু, রাজপরিবর্ত্তনে তাহাদিগের কোন প্রকার লাভ লোকসান বোধ ছিলনা। কারণ সকল রাজাই প্রায় একবিধ নিয়মে রাজ্যশাসন করিতেন। এই কারণবশতঃ, হিন্দুরাজগণ মুসলমানদিগের নিকটে পরাজিত হইলেও প্রজাগণ অভিনব ভূপতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয় নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মুসলমান রাজত্ব।

পাঠান (১২০৬-১৫২৬...৩২০ বৎসর) ও মোগলদিগের (১৫২৬-১৫৪০...১৪ বৎসর এবং ১৫৫৫-১৭৫৯...২০৪ বৎসর) অধিকার কাল।

প্রথম অধ্যায়।

দাসরাজ শ্রেণী—১২০৬—১২৮৮...৮২ বৎসর।

১—কুতবউদ্দিন। ২—আরাম। ৩—আল্‌তমাস। ৪—রকনউদ্দিন। ৫—রিজিয়া। ৬—বেহ্রাম। ৭—মসায়ুদ। ৮—নাজির-উদ্দিন। ৯—বুলবন। ১০—কৈকোবাদ।

১। কুতবউদ্দিন—১২০৬—১২১০৪...বৎসর।

ইনি এক জন সামান্য লোকের পুত্র। তুর্কিস্থান ইঁহার

জন্মস্থান। খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরের এক জন ভদ্র লোক ইহাকে বাল্যাবস্থায় ক্রয় করিয়া আরবী ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে কুতব মহম্মদঘোরীর নিকট পরিচিত হন। কালক্রমে মহম্মদ তাঁহার শৌর্য্য ও গুণবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ করেন এবং দিল্লী রাজ্য জয়ের পর তাঁহাকেই অধিকৃত স্থান সমূহের শাসন কর্তৃত্বের ভার দেন। ১২০৬ খৃঃ অব্দে মহম্মদঘোরীর মৃত্যু হইলে, কুতব গজনির অধীনতা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত দিল্লী নগরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কুতব ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট্। তিনি দাসত্ব বদ্ধ ছিলেন বলিয়া তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা অর্থাৎ কুতব হইতে কৈকোবাদ পর্য্যন্ত রাজারা দাস রাজা নামে খ্যাত। ১২১০ খৃঃ অব্দে কুতবের মৃত্যু হয়। ইনি সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন।

২। আরাম—১২১০—১২১১...১বৎসর।

কুতবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আরাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু, রাজকার্য্যে অকর্ম্মণ্য হওয়াতে কুতবের জামাতা আলতমাস তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

৩। আলতমাস—১২১১—১২৩৬...২৫ বৎসর।

ইনি প্রথমে কুতবের ন্যায় ক্রীতদাস ছিলেন। পরে কুতবের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এবং কুতবের মৃত্যুকালে বিহারের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মালিক খিলিজী স্বনামে মুদ্রা

প্রচলিত করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিলে আলতমাস বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন ও তদ্দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ইনি অল্পকালের মধ্যে মুলতান, কচ্ছ, সিন্ধু, কান্যকুব্জ, বেহার, মালব, গোয়ালিয়র প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থান অধিকার করেন এবং খৃঃ ১২৩৬ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

আলতমাসের রাজত্বকালে তাতার দেশীয় মোগলরাজ জঙ্গিসখাঁ ১৩১৭ অব্দে ভারতবর্ষ ভিন্ন সমুদায় আসিয়া খণ্ডে অতিশয় অত্যাচার করেন। খারিজিম প্রদেশের অধিপতি জঙ্গিসখাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সিন্ধুপতির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। তাহাতে আলতমাস রুষ্ট হইয়া সিন্ধুপতিকে পরাস্ত ও তাঁহার রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করেন। ইহাতেই জঙ্গিসের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা পায়।

৪। রকনউদ্দিন—১২৩৬—১২৩৬...৭মাস। আলতমাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রকনউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ব্যাসনাসক্ত ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

৫। রিজিয়া—১২৩৬—১২৩৯...৩॥০ বৎসর। রকনউদ্দিনের পর মন্ত্রিগণ আলতমাসের কন্যা রিজিয়াকে দিল্লীর অধিশ্বরী করেন। রিজিয়া ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোক মুসলমান্ রাজাসনে উপবেশন করেন নাই। রিজিয়া সমুদায় রাজগুণবিশিষ্টা ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি একজন আবিসিনীয় ক্রীতদাসকে উন্নত পদ (আমীর উল-ওমরা) প্রদান করাতে ওমরাগণ সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া

বিদ্রোহী হন। রিজিয়া বিদ্রোহ নিবারণে যত্নবান্ হইলেন ; কিন্তু ওমরারা তাঁহাকে সংহার করিলেন।

৬। বেহ্রাম—১২৩৯—১২৪১...২ বৎসর। রিজিয়ার পর তাঁহার ভ্রাতা বেহ্রাম খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই এক দল মোগল সৈন্য লাহোর আক্রমণ করিয়াছিল। তজ্জন্য সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল, এদিকে যথেচ্ছাচারী বেহ্রাম নিহত হইলেন।

৭। মসায়ুদ—১২৪১—১২৪৬...৫ বৎসর। বেহ্রামের মৃত্যু হইলে রকনুর পুত্র মসায়ুদ সিংহাসন অধিকার করেন ; ইহাঁর রাজত্বকালে এক দল মোগলসেনা তিব্বত দিয়া বাঙ্গালায় অবরোহণ করে। ইনি অতিশয় মূর্খ ছিলেন।

৮। নাজিরউদ্দিন—১২৪৬—১২৬৬...২০বৎসর। মসায়ুদের পর আলতমাসের পৌত্র নাজিরউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাজির সামান্য বস্ত্র ভোজন ও সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন। তাঁহার এক মাত্র স্ত্রী ছিল। সেই স্ত্রী যাবতীয় গৃহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সময়ে হিন্দুরাজগণ চক্রান্ত ও মোগল সেনারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় মন্ত্রী বুলবনের শৌর্য্যে সমুদায় দুর্ঘটনা নিরাকৃত হইয়াছিল। নাজির, দয়ালু, ধর্ম্মভীরু, ও শান্ত প্রকৃতি ছিলেন।

৯। বুলবন—১২৬৬—১২৮৬...২০ বৎসর। বুলবন প্রথমে মোগলদিগের কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়া বোগ-

দাদে নীত হন, পরে বসরা নগরের এক জন ব্যবসায়ী ইহাঁকে ক্রয় করিয়া আলতমাসের হস্তে অর্পণ করেন। বুলবন বুদ্ধিকৌশলে প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন এবং আলতমাসের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। নিঃসন্তান নাজির পরলোক গমন করিলে পর তদীয় মন্ত্রী বুলবন সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইহাঁর রাজত্বকালে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে হিন্দু দস্যুরা রাজদ্রোহ ও উপদ্রব আরম্ভ করে। ইনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব টোগ্রল বিদ্রোহী হইয়া দুই বার ইহাঁর সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলে, ইনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে পরাস্ত এবং নিজ পুত্র বখর খাঁকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। বুলবন ৮০ বর্ষ বয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাঁর সময়ে মালবদেশ স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জঙ্গিস কর্ত্তৃক পরাজিত ভূপতিগণ বুলবনের সভায় অবস্থান করিতেন। জঙ্গিসের মৃত্যুর পর মোগলেরা ভারতবর্ষে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মোগলসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করেন, কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ স্বয়ং নিহত হন। বুলবন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র শোকে অধীর ও উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন তিনি কনিষ্ঠ পুত্র বখর খাঁকে বাঙ্গালা হইতে আনাইয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে বলেন। এবং বখর খাঁ সম্রাট্ হইতে অসম্মত হইলে মহম্মদের পুত্র কৈখস্রুকে রাজা করিয়া ১২৮৬ অব্দে পরলোকে গমন করেন। রাজ্যের ওমরারা বিদ্রোহ আশঙ্কা করিয়া কৈখস্রুকে

পঞ্জাব প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব অর্পণ পূর্ব্বক বখরের পুত্র কৈকোবাদকে সম্রাট্ করিলেন।

১০। কৈকোবাদ—১২৮৬—১২৮৮...২ বৎসর। কৈকোবাদ ব্যসনানুরক্ত হওয়াতে রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহাতে বখর খাঁ বাঙ্গালা হইতে সুশাসনের নিমিত্ত অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন ও পরিশেষে স্বয়ং দিল্লীতে আগমন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কৈকোবাদ মন্ত্রিগণের কুপরামর্শে বখরের আগমনের দুরভিসন্ধি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পুত্রবৎসল বখর যুদ্ধ না করিয়া হীনতা স্বীকার পূর্ব্বক কৈকোবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। তথাপি কৈকোবাদের বিলাসপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমিল না; ইতিমধ্যে তিনি মন্ত্রিগণের হস্তে নিহত হইলেন। মন্ত্রিদিগের মধ্যে খিলিজীরা পরাক্রান্ত ছিলেন, একারণ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জলাল-উদ্দিন খিলিজী সম্রাটের আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খিলিজী রাজবংশ—১২৮৮—১৩২১...৩৩ বৎসর।

১। জলালউদ্দিন। ২—আলাউদ্দিন। ৩—মোবারিক।

১। জলালউদ্দিন—১২৮৮—১২৯৫...৭ বৎসর। যখন জলাল রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর। ইনি সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কোন বিগর্হিত কার্য্য করেন নাই। ইনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। ইহাঁর সময়ে গুরুতর অপরাধীরা সমুচিত দণ্ড পাইত না এবং দস্যুরা নির্ভয়ে দস্যুবৃত্তি করিত, কিন্তু জলাল অক্ষম লোক ছিলেন না। এক দল মোগল সেনা পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিলে তিনি অত্যন্ত শৌর্য্যের সহিত তাহাদিগকে দমন করেন। জলালের রাজত্ব কালে মালব ও উজ্জয়িনী দিল্লী সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। জলাল নিজ ভ্রাতৃপুত্র আলাউদ্দিনকে করার শাসন কর্ত্তৃত্বে ও বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের বিদ্রোহ নিবারণে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে মুসলমানেরা প্রথমে ১২৯৪ খৃঃ অব্দে দক্ষিণাপথ আক্রমণ করে; আলাউদ্দিন পিতৃব্যের বিনা অনুমতিতে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন রাজধানী

দেবগিরি নগর (দৌলতাবাদ) অধিকার করেন। জলাল এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত করায় গমন করেন, এবং আলার ষড়যন্ত্রে নিহত হন (১২৯৫ খৃঃ অব্দ)।

আলাউদ্দিন—১২৯৫—১৩১৬...২১ বৎসর।—আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ইব্রাহিম ও অর্কালি খাঁ নামে পিতৃব্যপুত্রদ্বয় এবং তাঁহাদিগের মাতার প্রাণসংহার করেন। আলা ১২৯৭ খৃঃ অব্দে গুজরাট দেশ জয় ও তথাকার রাণী কমলাদেবীকে হরণ করেন। আলার সময়ে মোগলেরা বারম্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু আলা প্রত্যেক বারেই তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। একবার মাত্র মোগলেরা দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; কিন্তু আলার সেনানী জাফরখাঁ তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। জাফর মোগলদিগের পশ্চাদ্গমন করিলে, সম্রাট্ তদীয় সাহায্যার্থ অধিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন না; সুতরাং মোগলেরা তাঁহাকে বিনাশকরিল (১২৯৮ অব্দ)। ১২৯৯ অব্দে একদিন আলাউদ্দিন মৃগয়া করিতে গমনকরিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র সলিমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মৃতবোধে পরিত্যক্ত হন কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবন নাশ হয় নাই। তিনি সত্বর নিজরাজ্যে আগমন করিয়া বিদ্রোহী সলিমানের প্রাণদণ্ড করেন। ঐ বৎসর তদীয় বাহুবলে রিন্তাম্বোর দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। অনন্তর তিনি ১৩০৩ খৃঃ অব্দে চিতোর নগর অধিকার করেন এবং তথাকার রাজা ভীম সেনের পত্নী পদ্মিনীকে হরণ করিবার প্রয়াস পান; কিন্তু চিতোর অধি-

ক্ষুত হইবার পূর্ব্বেই পদ্মিনী অনলে প্রাণত্যাগ করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। আলার সেনাপতি কাফুর ১৩০৬খৃঃ অব্দে তৈলঙ্গ, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, ও করমণ্ডল উপকূলস্থ রাজ্যগুলি জয় করিলে আলাউদ্দিন এত অহঙ্কারী হইয়া উঠেন যে, আপনাকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডর নামে ঘোষণা করিয়া দেন এবং একটী নূতন ধর্ম্ম স্মষ্টি করণে প্রবৃত্ত হন। আলাউদ্দিন পরাক্রান্ত নিষ্ঠুর, স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক ও কামুক ছিলেন।

২। **কাফুর**।—কাফুর প্রথমাবস্থায় আলাউদ্দিনের একজন দাস ছিলেন। আলাউদ্দিন তাঁহার শৌর্য্যে ও সাহসিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেনাপতির পদে ও দেবগিরির রাজা রামদেবের দমনে নিযুক্ত করেন। রামদেব কাফুরের নিকটে পরাজিত হইয়া দিল্লীতে আনীত হন। ১৩০৯ অব্দে কাফুর তৈলঙ্গের রাজাকে করদানে স্বীকৃত করিয়া তাঁহার রাজধানী বরঙ্গুল গ্রহণ করেন। কাফুরের পরামর্শে রাজমহিষী, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রকে কারাবদ্ধ এবং সহোদর আলফখাঁকে সংহার করেন। কাফুরের ষড়যন্ত্রে প্রধান সেনাপতি আল-প্খাঁ ও নিধন প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ১৩১৬ অব্দে আলার মৃত্যু হয়; কাফুর সম্রাট হইবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি রাজসৈনিককর্ত্তৃক নিহত হইলে, আলার তৃতীয় পুত্র মোবারিক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৩। মোবারিক—১৩১৬—১৩২১...৫বৎসর।

মোবারিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার চক্ষুরুৎপাটন ও কতিপয় অমাত্যের প্রাণদণ্ড বিধান পূর্ব্বক পিতার নিষ্ঠুর দণ্ডে বন্দীকৃত ১৭,০০০ ব্যক্তির কারা মোচন,

বাজেয়াপ্ত জমীর খালাস ও বাণিজ্যের শুল্ক রহিত করণ প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অনন্তর ব্যসনাসক্ত হইয়া ১৩২১ খৃঃ অব্দে নিহত হন।

খশ্রু।—এই ব্যক্তি প্রথমে হিন্দুধর্ম্মালম্বী ছিলেন; পরে মুসলধর্ম্মগ্রহণ করিয়া দিল্লীতে আগমন করেন এবং মোবারিকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ইনি ১৩১৯ অব্দে মলবার জয় করিয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর মোবারিকের প্রাণসংহার করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হন; খশ্রু সম্রাট হইয়া দেবলা দেবীকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনয়ন করেন। এই সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গাজি তোগলক্ খাঁ খশ্রুর বিরুদ্ধে আসিয়া তাঁহাকে সংহার ও গিয়াসুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হন।

তৃতীয় অধ্যায়।

তোগলক্ রাজবংশ—১৩২১—১৪১৪...৯৩ বৎসর।

১—গিয়াসউদ্দিন। ২—জুনা খাঁ বা মহম্মদ। ৩—ফেরোজ। ৪—দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন। ৫—আবুবিকার। ৬—নাজিরউদ্দিন। ৭—হুমায়ুন। ৮—মামুদ। ৯—দৌলত খাঁ।

১। গিয়াসউদ্দিন—১৩২১—১৩২৫...৪ বৎসর।

গিয়াসউদ্দিন সম্রাট বুলবনের এক জন দাসের পুত্র। ইনি

বিলক্ষণ প্রতাপ ও অত্যন্ত সদ্বিচারের সহিত ৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসন সময়ের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে অতি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। গিয়াস তন্নিবারোণোদ্দেশে নিজপুত্র জুনাখাঁকে বরঙ্গুলে প্রেরণ করেন। জুনা প্রথম বৎসর কিছুই করিতে পারেন নাই, পর বৎসর বিদর্ভ ও বরঙ্গুল অধিকার করেন। এই সময়ে সম্রাট্ বাঙ্গালায় যাত্রা করিয়া তত্রত্য বৃদ্ধ নবাব বখরখাঁর অধিকার দৃঢ়ীভূত করিয়া দেন এবং প্রত্যাগমন কালে ত্রিহুত দেশ জয় করিয়া আসেন। এদিকে জুনা খাঁ দিল্লীতে একটা কাষ্ঠময় প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; গিয়াস্ দিল্লীতে আগমন করিলে জুনা পিতাকে তন্মধ্যে অভিনন্দন করেন, কিন্তু জুনা সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র উহা পতিত হইয়া সম্রাটের প্রাণসংহার করে (১৩২৫ খৃঃঅব্দ)।

২। জুনা খাঁ বা মহম্মদ—১৩২৫—১৩৫১...২৬ বৎসর। পিতার মৃত্যু হইলে জুনা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহম্মদ সা উপাধি ধারণ করিলেন। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিয়াই আত্মীয়লোক ও দরিদ্রগণকে ধন প্রদান, বিদ্যাবান্ লোকদিগকে বৃত্তিদান, স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় ও দানশালা সংস্থাপন করেন। মহম্মদ তৎকালবর্ত্তি-রাজাদিগের মধ্যে বিদ্বান্, বাগ্মী, নানাবিধ ভাষাবিদ্, কাব্য, গণিত, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবীর, বদান্য ও নীতিপর ছিলেন; কিন্তু এই সমস্ত অতি প্রশংসনীয় গুণ থাকিলেও বুদ্ধিদোষে তিনি উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন; রাজত্বের প্রথম অংশেই দক্ষিণাপথ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়।

অনন্তর তিনি পারস্যদেশ জয় করিবার জন্য বিস্তর সেনাসংগ্রহ ও তাহাদের বেতন প্রদানে রাজকোষ নিঃশেষ করিলেন। তখন শূন্যকোষ পরিপূরণের জন্য চীনদেশ লুণ্ঠন করিতে এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন; সেনারা চীনের সীমায় যাইয়া, আপনাদিগের অপেক্ষা চীনসেনা অধিক দেখিয়া, প্রতিগমন করিতে লাগিল। কিন্তু অনুগামী চীনসেনা ও নিকটস্থ পর্ব্বতবাসীদিগের আক্রমণে, বর্ষার আধিক্যে, জলপ্লাবনে, পথের ও আহারের কষ্টে সকলেই নিহত হইল (১৩৩৭)। এইরূপে মহম্মদ চীনলুণ্ঠনে অকৃত-কার্য্য হইয়া, আপনার রাজ্যে এক এক তাম্রখণ্ডের নোট প্রচলন করিলেন। কিন্তু রাজকোষে প্রচুর ধন না থাকায়, কেহই উহা গ্রহণ করিল না। লাভের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ ও রাজস্বের বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ তাম্রখণ্ড সংগৃহীত হইল। তখন সম্রাট্ ভূমির উপর অসঙ্গত করবৃদ্ধি করিলেন। তাহাতে কৃষকগণ ভয়ে অরণ্যে পলায়ন করিল। সম্রাট্ অরণ্যে গমন করিয়া তাহাদিগের প্রাণনাশ করিলেন। কৃষক-গণের মৃত্যুতে রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। মহম্মদ দেবগিরি নগরের দৌলতাবাদ নাম রাখিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিতে সংকল্প করিলেন। দুর্ভিক্ষ সময়ে দিল্লীর লোকেরা সপরিবারে দুইবার দেবগিরিতে যাইতে ও দুইবার তথা হইতে দিল্লীতে আসিতে আদিষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছিল। তাঁহার এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্বুদ্ধি-তায় চারি দিকে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। পঞ্জাবের বিদ্রোহ সহজেই নিবারিত হইয়াছিল এবং মালবে তদীয়

জনৈক ভ্রাতৃপুত্র বিদ্রোহী হইলে তিনি তাহাকে ধৃত করিয়া নিহত করেন; কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্য স্বাধীন হইল। ১৩৪০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার নবাব সুবর্ণ-গ্রামস্থ ফকিরুদ্দিন সম্রাট্‌কে নিতান্ত হীনবল দেখিয়াস্বাধীন হন। তৈলঙ্গ, তথাকার পূর্ব্বকালীন হিন্দুরাজবংশীয় এক জনের হস্তগত ও গোলকুণ্ডা নগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হয় (১৩৪৪)। এই সময়ে কর্ণাটের রাজা বুকরায় বিজয়-নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া এক হিন্দু রাজ্যের সূত্রপাত করেন। পরবর্ত্তী ২০০ বৎসর কাল এই রাজ্য স্বতন্ত্র ছিল। তুঙ্গভদ্রা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাব-তীয় ভূভাগ বিজয় নগর রাজ্যের মধ্যগত ছিল। ইহার উত্তর ও নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ অবশিষ্ট ভাগে বামনি নামে এক নূতন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৩৪৭)। ঐ রাজ্যের প্রথম রাজার নাম হাসন। তিনি কোন ব্রাহ্মণের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, আপনার নামের শেষে তাঁহার নাম ও জাতি অর্থাৎ গঙ্গুবামনি যোগ করেন। এই হাসন বিদ্রোহী হইয়া দেবগিরিতে আশ্রয় লন; মহম্মদ উক্ত নগর অবরোধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে প্রায় পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত সময়ে গুজরাটে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও অল্পদিন মধ্যে ১৩৫১ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইকা-রণ ঐ রাজ্য দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল।

৩। ফেরোজ—১৩৫১—১৩৮৮...৩৭ বৎসর।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফেরোজ সম্রাট্ হন। ফেরোজ বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যকে দিল্লীর অনধীন

বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি সেতু, পান্থাবাস, মস্‌জিদ, চিকিৎসালয় প্রভৃতি অনেক সাধারণ হিতজনক কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যমুনা হইতে ঘর্ঘরা (গাগর) নদী পর্য্যন্ত খালটী সর্ব্বাপেক্ষা উপকারক; উহা দ্বারা অদ্যাপিও কৃষিকার্য্যের অনেক উপকার হইয়াছে ১৩৮৮ অব্দে ফেরোজ লোকান্তর গমন করেন।

৪। দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দিন—১৩৮৮—১৩৮৯...প্রায় ১ বৎসর।

ইনি আত্মীয়গণের সহিত বিবাদ করিয়া নিহত হন।

৫। আবুবিকার—১৩৮৯—১৩৯০...১ বৎসর।

নাজির, ইহাঁকে ১৩৯০অব্দে পরাজিত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৬। নাজির উদ্দিন—১৩৯০—১৩৯৪...৪ বৎসর।

ইহাঁর সময়ে উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা নাই।

৭। হুমায়ুন—১৩৯৪—১৩৯৪...৪৫ দিন।

ইনি নাজির উদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৮। মামুদ।—১৩৯৪—১৪১২...১৮ বৎসর।

মামুদের সময়ে গুজরাট, মালব, খান্দেশ ও জৌনপুর এই চারিটী প্রদেশ স্বাধীন হয়, এবং ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে তাতার দেশীয় তৈমুরলঙ্গ (তিমুর) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

তৈমুরলঙ্গ তাতার দেশে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত এক তুরষ্ক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সমরকণ্ড রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পারস্য, তাতার ও সাইবিরিয়া লুণ্ঠন করেন এবং আফ্‌গানিস্থান দিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইনি,

সিন্ধু নদ পার হইয়া মুলতান অতিক্রম পূর্ব্বক দিল্লীর দিকে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে প্রাপ্ত তাবৎ নগর লুণ্ঠন ও তন্নিবাসীদিগকে বিনাশ করেন। দিল্লীতে সমুপস্থিত হইলে, মামুদের সহিত তাঁহার এক সামান্য সংগ্রাম হয়; তাহাতে মামুদ পরাস্ত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করেন। তৈমুর পাঁচদিন দিল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার সেনারা দিল্লী নগর লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে বিনাশ করিলে তিনি পরমেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া দিল্লী হইতে মিরাটে গমন ও তথাকার লোকদিগকে সংহার পূর্ব্বক গঙ্গানদী পার হইয়া, হরিদ্বার দিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন (১৩৯৮)।

তৈমুর ও জঙ্গিসের চরিত্রের তুলনা।—তৈমুর ও জঙ্গিস উভয়েই মানবগণের মহান্ শত্রু; তন্মধ্যে তৈমুর কপটস্বভাব ও বিশ্বাসঘাতক এবং জঙ্গিস দুর্দ্দান্ত ও ভীষণ-প্রকৃতি ছিলেন।

তৈমুর প্রস্থান করিলে মামুদ গুজরাট হইতে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ১৪১২ খৃঃ অব্দে মামুদের মৃত্যু হয়। ইহাঁর সময়ে নসরৎসা ফিরোজাবাদে কিছু দিনের জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১৩৯৫)।

দৌলৎ খাঁ।—১৪১২—১৪১৪...১৫ মাস।

মামুদের মৃত্যুর পর দৌলৎখাঁ লোদি নামক এক জন সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৫ মাস রাজত্ব করিলে মুল-তানাধিপতি সৈয়দ খিজির খাঁ ৬,০০০ সৈন্যের সহিত আসিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আসীন হন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সৈয়দ* রাজবংশ।—১৪১৪—১৪৫০.. ৩৬বৎসর।

১—খিজির খাঁ। ২—মোবারিক। ৩—মহম্মদ। ৪—আলাউদ্দিন।

১। খিজির খাঁ।—১৪১৪—১৪২১...৭ বৎসর।

খিজির খাঁ পূর্ব্বে টাইমুরকে এদেশের প্রকৃত সম্রাট্ ও আপনাকে তদধীন শাসনকর্ত্তা বলিতেন। ইনি অতি দক্ষতা ও পরাক্রমের সহিত ৭ বৎসর রাজ্যশাসন করেন।

২। মোবারিক।—১৪২১—১৪৩৫...১৪ বৎসর।

খিজিরখাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মোবারিক দিল্লীর সম্রাট্ হন। ইনি শান্তস্বভাব ও শৌর্য্যবিহীন ছিলেন। ইহাঁর সময়ে পঞ্জাবে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাঁর শাসনকালে সাম্রাজ্য কিঞ্চিন্মাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই। ইনি ১৪৩৫ খৃঃ অব্দে স্বীয় অমাত্য কর্ত্তৃক নিহত হন।

৩। মহম্মদ।—১৪৩৫—১৪৪৪...৯ বৎসর।

মোবারিক নিহত হইলে খিজিরের পৌত্র মহম্মদ দিল্লীর সম্রাট্ হন। ইহাঁর সময়ে মালবের রাজা দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বিলোল লোদির সাহায্যে নিষ্কৃতি পান।

৪। আলাউদ্দিন।—১৪৪৪—১৪৫০...৬ বৎসর।

আলাউদ্দিন মহম্মদের পর সম্রাট্ হন। ইনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা, বিলোল খাঁ লোদির হস্তে সাম্রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বদায়ুন নগরে যাইয়া বসতি করেন—

---

* মহম্মদের বংশজাত ব্যক্তিরা সৈয়দ নামে প্রসিদ্ধ।

(১৪৫০)। সৈয়দ বংশজাত রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে দিল্লীর সাম্রাজ্য যার পর নাই সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

লোদিবংশ।—১৪৫০—১৫২৬...৭৬ বৎসর।

১—বিলোল লোদি। ২—সেকেন্দার লোদি। ৩—ইব্রাহিমলোদি। ৪—প্রথম পানিপথ যুদ্ধ।

১। বিলোল লোদি।—১৪৫০—১৪৮৮...৩৮ **বৎসর**। বিলোল হইতেই লোদি বংশের আরম্ভ। আফ্গান বিলোল পাঠান জাতীয় লোদি-বংশসম্ভূত। ইহাঁর পিতামহ এক ধনবান্ বণিক্ ছিলেন, সেই বণিক্ সম্রাট্ ফিরোজের সময় মুলতানের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। বিলোল বিলক্ষণ শৌর্য্যসম্পন্ন, নম্রপ্রকৃতি, ন্যায়পর ও বদান্য নৃপতি ছিলেন। ইনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কেবল দিল্লীর সন্নিহিত প্রদেশ এবং নিজ রাজত্ব পঞ্জাব দেশ সম্রাটের অধিকারে ছিল; কিন্তু ইহাঁর ক্ষমতায় আরও অনেক স্থান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৪৭৮ অব্দে জৌনপুরের রাজা দিল্লী আক্রমণ করিলে বিলোলের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা একাদিক্রমে ২৬ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে জৌনপুরের রাজা পরাস্ত হন এবং উক্ত রাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাঁর সময়ে দিল্লী রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে যমুনা, পূর্ব্বে বারাণসী,

ও পশ্চিমে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৪৮৮ অব্দে বিলোল লোকান্তর গমন করেন।

২। সেকেন্দার লোদি।—১৪৮৮—১৫১৬...২৮ বৎসর। বিলোল লোদির মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র সেকেন্দার সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি বদান্য, ও ন্যায়পর সম্রাট ছিলেন; কিন্তু ইহাঁর সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অত্যাচার হইয়াছিল—ইনি গঙ্গাস্নান ও তীর্থ পর্য্যটন নিষেধ করিয়া দেন ও অনেক দেবালয় চূর্ণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্বে অন্য কোন মুসলমান নরপতি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করেন নাই। সেকেন্দার ১৪৯১ খৃঃ অব্দে জৌন-পুরের শেষ রাজা হোসেনখাঁকে পরাজিত করিয়া বেহার প্রদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যে সংযোজিত করেন। ১৫০৩ খৃঃ অব্দে ইনি দিল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগরায় গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই আগরা মুসলমান রাজগণের রাজধানী রূপে পরিণত হইল। সাজাহানের রাজত্ব পর্য্যন্ত আগরা নগর সম্রাট্‌দিগের প্রধান বাসস্থান ছিল। ইহাঁর সময়ে অনেক স্থান অধিকৃত ও দিল্লী সাম্রাজ্য বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৫০৬ খৃঃ অব্দে সেকে-ন্দার কালগ্রাসে পতিত হন। সেকেন্দার লোদির সময়ে পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসেন।

৩। ইব্রাহিম লোদি।—১৫১৬—১৫২৬...১০ বৎসর। সেকেন্দারের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ইব্রাহিম লোদি দিল্লীসাম্রাজ্যের অধিপতি হন। ইনি অতিশয় দাম্ভিক এবং নিষ্ঠুর ছিলেন, অমাত্যগণ ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান

করিতেন; এই রূপ উগ্র ব্যবহারে রাজ্য মধ্যে বারম্বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদি ইব্রাহিমের শাসনে বিরক্ত হইয়া কাবুলের রাজা তৈমুর বংশীয় বাবরকে আহ্বান করেন। বাবর সেই আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া ১৫২৬ খৃঃঅব্দে পাণিপথ ক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন।

৪। **প্রথম পাণিপথ যুদ্ধ।**—বাবর পূর্ব্ব হইতেই তৈমুরের অধিকৃত বলিয়া ভারতবর্ষের উপর দাওয়া করিতেছিলেন; এমন সময়ে দৌলত খাঁ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; (এই কারণে পাণিপথের ১ম যুদ্ধ উপস্থিত হয়।) সেই আহ্বানে বাবর ১৫২৬ খৃঃ অব্দে ১২,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণিপথ নগরে উপস্থিত হইলেন। ইব্রাহিমের এক লক্ষ সৈন্য ও এক সহস্র হস্তী ছিল, তথাপি তিনি বাবরের নিকট পরাজিত ও নিহত হন; এই যুদ্ধে ভারতবর্ষে পাঠান রাজ্যের বিলোপ ও মোগল রাজ্যের আরম্ভ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাঠান রাজত্বকালে ভারতবর্ষের অবস্থা।

পাঠান জাতীয় দাস, খিলিজী, তোগলক, সৈয়দ ও লোদি এই ৫ বংশীয় নৃপতিগণ ১২০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩২০ বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। পাঠানরাজগণ, উদ্ধতস্বভাব ও নৃশংস ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী জানিতেন না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে

অর্থ-লিপ্সাবৃত্তি বলবতী ছিল; যেরূপে হউক, অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না, দেশলুণ্ঠনেই তৎপর ছিলেন; অনেকে রণকার্য্যে একবারে মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন; মন্ত্রীর পরামর্শেই রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। সময় পাইলে মন্ত্রী রাজাকে (সম্রাট্‌কে) সংহার করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হইতেন; এতদ্দর্শনে সম্রাটের অধীনস্থ অন্যান্য শাসনকর্ত্তারা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া পরস্পর বিবাদারম্ভ করিতেন। এই সকল গোলযোগে দস্যুরাও সুবিধা পাইত, এবং সময়ে সময়ে প্রজাগণের সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিত; সুতরাং প্রজাদিগের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। রাজ্যমধ্যে সুশাসনের বন্দোবস্ত ছিল না। রাজকর্ম্মচারিগণও উৎকোচ গ্রহণে ক্ষান্ত থাকিতেন না। হিন্দুগণ রাজস্ব সংগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দুজমীদারগণ রাজস্ব আদায়পূর্ব্বক প্রতিবৎসর সম্রাট্‌কে নিয়মিত কর দিতেন। সম্রাটও কর পাইলে আর নিম্নদৃষ্টি করিতেন না; সুতরাং জমীদারগণ সম্রাটের অধীনে স্ব স্ব বিভাগে কর্তৃত্ব ও বন্দোবস্ত করিতেন। কৃষকগণ এই সকল জমীদারকেই আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া জানিত। সম্রাট্ বা মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক পুরাতন জমীদারের পদে কোন নূতন জমীদার নিয়োজিত হইলে, উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। বিবাদে যিনি জয়ী হইতেন, প্রজাগণ তাঁহাকেই আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া কর দিত। সময়ে সময়ে জমীদারেরা রাজবিপক্ষে বিদ্রোহ উত্থাপন করিতেন। রাজাকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে

হইত, কিন্তু অর্থ কিম্বা উপহার পাইলে অধিরাজ তাঁহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকেই তত্তৎপদে অধিষ্ঠিত রাখিতেন। অধিকাংশ পাঠান নৃপতি অত্যন্ত কুপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুকামিনীদিগের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন; এমন কি, তাঁহাদিগকে লাভ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। ফেরোজ তোগ্লক পাঠানজাতিসুলভ দোষশূন্য ছিলেন। ইনিই এদেশস্থ প্রজাগণের শাসনের নিমিত্ত সুপ্রণালী সংস্থাপন করেন। ফেরোজ তোগ্লকের জন্যই ঘৃণিত পাঠানকুলের দুর্ণামকলঙ্ক কিঞ্চিৎ পরিমাণে অপনীত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, পাঠানদিগের রাজত্বকালে অনেকগুলি মহাত্মা জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যাদেবীর সুকোমল-চরণ-কমল বক্ষদেশে ধারণ করিয়া আপনাদিগের মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াগিয়াছেন; তাঁহাদিগের নাম এখনও মধ্যাহ্নতপনের ন্যায় কিরণ বিস্তার করিতেছে। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য, কাব্যটীকাকার মল্লিনাথ, ন্যায়ের টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ও মন্বর্থ মুক্তাবলী প্রণেতা কুল্লুকভট্ট বিশেষ প্রসিদ্ধ। সায়নাচার্য্য বিজয় নগরের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। ইনি এবং বঙ্গদেশজ কুল্লুকভট্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা বিখ্যাত রঘুনন্দন বঙ্গদেশীয় একজন মহাত্মব্যক্তি। ইনি ও রঘুনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে* জন্ম পরিগ্রহ করেন। দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী কোলাচল মল্লিনাথের জন্মস্থান। পাঠানশাসন সময়ে মিথিলার লক্ষ্মীদেবী

* এই নগর গঙ্গা ও জলঙ্গীনদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

একখানি স্মৃতিগ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

সেকেন্দর লোদির শাসন সময়ে ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্য অতিশয় সৎস্বভাব ছিলেন। ইহাঁর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিখজাতির গুরু নানক এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একেশ্বরবাদী কবীর প্রাদুর্ভূত হন। কবীরের শিষ্যগণ কবীরপন্থী এবং নানকের শিষ্যগণ নানকপন্থী (শিখ) নামে খ্যাত। শিখ, বৈষ্ণব এবং কবীরপন্থীরা সকল জাতীয় লোকদিগকে আপনাদিগের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যে রামানুজের ও বারাণসীর সমীপস্থ ভূভাগে রামানন্দের শিষ্যগণ আপনাদিগের মতসংবদ্ধ গাথাসকল এবং বাঙ্গালায় কৃষ্ণভক্ত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধীয় গীত সমূহ বিরচন করেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জয়দেব গোস্বামিকর্ত্তৃক গীতগোবিন্দনামক কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধীয় একখানি গীতিকাব্য বিরচিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

মোগল রাজত্ব।

১—তৈমুরের বংশাবলী। ২—বাবর। ৩—বাবরের চরিত্র। ৪—সঙ্গরাণা। ৫—মেদিনী রায়।

১। তৈমুরের বংশাবলী।

(১), (২) ইত্যাদি চিহ্নিত ব্যক্তিগুলি সম্রাট্।

তৈমুর (তৈমুরলঙ্গ)।

সুলতান্ মহম্মদ-মির্জা।

সুলতান, আবু সায়দ মির্জা।

উমার সেখ্ মির্জা

বাবর (১)।

হুমায়ুন (২)। কামরণ, হিন্দাল, মির্জ্জাআস্করি।

আকবর (৩)। হাকিম।

জাহাঙ্গীর (যুবরাজ সেলিম) (৪)। মুরাদ, দানিয়াল।

খসরু, সাজাহান (খরম) (৫)। পার্বিজ, সেহেরিয়র।

দারা, আরঙ্গজেব (১ম আলমগীর) (৬)। সুজা, মুরাদ।

বাহাদুর সাহ (মোয়াজিম বা ১ম সাহ আলম) (৭)। আজিম, কামবক্স, আকবর।

জেহান্দার সাহ (৮)। আজিমওসান, রাফ্ওসান, মহম্মদ আকৃতর

ফেরোক্সের (৯)।

রাফিউদ্দৌলা (১১)। রাফিউদ্দারজাত (১০)।

মহম্মদ সাহ (রসন আক্তর) (১২)।

২য় আলমগীর (১৪) আমেদ সাহ (১৩)

২য় সাহ আলম (আলিগোহর) (১৫)

২। বাবর—১৫২৬—১৫৩০ ... ৪ বৎসর। তুরুস্ক-জাতীয় সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ওমারসেখ মির্জ্জা মোগল জাতীয় জঙ্গিসের বংশজাতা কোন এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই বিবাহে বাবরের জন্ম হয়। ইনি ১২ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া পৈতৃক রাজ্য ফর্গনা (কোকন) ও পূর্ব্বপুরুষ তৈমুরের রাজ্য সমরকন্দ লইয়া জ্ঞাতিবর্গ ও উজবেক্‌দিগের সহিত বার বার যুদ্ধ করেন। মধ্যে মধ্যে জয়লাভও হইয়াছিল। কিন্তু যখন ৫ বৎসর বহু কষ্টভোগ করিয়াও উক্ত দুই রাজ্য হস্তগত করিতে পারিলেন না, তখন স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুলে গমন ও ১৫০৪ খৃঃ অব্দে কৌশল পূর্ব্বক তথাকার আধিপত্যলাভ করিলেন। অনন্তর তিনি ৪৬ বৎসর বয়সে ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথ ক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধের পর দিল্লী ও আগ্রা বাবরের অধিকৃত হইল। পরে গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ ভারতবর্ষে বাস করিতে অনিচ্ছুক সেনাগণকে নানাবিধ প্রবোধ দিয়া এবং যুবরাজ হুমায়ুনের সহায়তা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট মুসলমান রাজাদিগকে বশে আনেন। তদনন্তর ১৫২৭ অব্দে মেওয়ারের রাজপুত রাজা সঙ্গরাণাকে পরাজিত করিয়া ৬ মাস কাল মধ্যে সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সংশোধন পূর্ব্বক অযোধ্যা জয়ের জন্য সেনা প্রেরণ করিলেন এবং নিজে ১৪২৮ অব্দে মেদিনী রায়কে পরাজিত করেন। ১৫২৯ অব্দে অযোধ্যা বাবরের হস্তগত হয়। লোদি বংশীয় মহম্মদ বিহার আক্রমণ করিতে

আসিলে বাবর তাঁহাকে দূরীভূত করেন। অনন্তর বাঙ্গালার নবাব নসরৎসা বিহারের কিয়দংশ আপনার অধিকারে রাখিতে প্রয়াস পান, কিন্তু বাবরের নিকটে পরাস্ত হন ও সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন (১৫২৯)। অনন্তর কতিপয় আফ্‌গান, লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিলে বাবর তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন। এই সময়ে বাবর ও হুমায়ুন উভয়েরই এক কালে সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু হুমায়ুন সুস্থ হন এবং বাবর ১৫৩০ খৃঃ অব্দে ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন।

৩। বাবরের চরিত্র।—বাবর প্রচুর শৌর্য্যসম্পন্ন, দক্ষ, বদান্য, মনস্বী, কষ্টসহ, সুকবি, প্রফুল্লচিত্ত ও আসঙ্গলিপ্সু ছিলেন। তিনি পদব্রজে বহু দূর পর্য্যটন করিতে ও সন্তরণ দ্বার নদী পার হইতে ভাল বাসিতেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষ তৈমুর ও জঙ্গিসের ন্যায় পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন না। দোষের মধ্যে তাঁহার সুরাসক্তি প্রবল ছিল।

৪। সঙ্গরাণা (সংগ্রামসিংহ)—সঙ্গরাণা মেওয়ারের অধিপতি। ইনি নিজ পরাক্রমে মালব দেশের পূর্ব্বভাগের করগ্রাহী এবং জয়পুর, মাড়োয়ার প্রভৃতি দেশের রাজপুত রাজগণের প্রভু স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ইব্রাহিমকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বাবরের শুভাকাঙ্ক্ষী হন। কিন্তু এক্ষণে বাবরকে সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত দেখিয়া তাঁহার শত্রু হইলেন। সঙ্গরাণা অন্যান্য রাজপুত রাজাদিগের নিকট হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ও

লোদি বংশীয় মামুদ নামা একজন রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া আগ্রার ৯ ক্রোশ দক্ষিণে শিক্রী নামক স্থানে বাবরের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে সেই পরাস্ত সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে রাজপুতদিগের সম্যক্ জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু উদ্ধত সঙ্গ তাহা করিলেন না। এদিকে বাবরও সময় পাইলেন, তিনি নিজ সেনাগণকে নানাবিধ প্রবোধ দিয়া দ্বিতীয় বার রাজপুতদিগের সম্মুখীন হইলেন, এবং জয়দর্পিত সঙ্গকে পরাস্ত করিয়া দিলেন (১৫২৭ খৃঃ ১৬ই মার্চ্চ)। অনন্তর সঙ্গ পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিলেন। ১৫২৮ অব্দে অযোধ্যার বিদ্রোহকালে ইনি রিন্তাম্বোর দুর্গ জয় করিয়াছিলেন।

৫। মেদিনী রায়—বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চন্দেরী দুর্গের অধিপতি রাজপুত বংশীয় মেদিনী রায় মেওয়ারের রাজপুত রাজা সঙ্গরাণার নিকট কোন সময়ে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত উক্ত দুইরাজার মধ্যে বন্ধুত্ব সঙ্ঘটিত হয়। বাবরের সহিত যুদ্ধকালে মেদিনীরায় সঙ্গ রাণার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এক্ষণে বাবর মেদিনী রায়কে দমন করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মেদিনীরায় বাবর অপেক্ষা আপনাকে দুর্ব্বল দেখিয়াও পলায়ন করিলেন না। সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া পরাস্ত ও নিহত হইলেন। চন্দেরী বাবরের হস্তগত হইল (১৫২৮)।

অষ্টম অধ্যায়।

হুমায়ুন।

প্রথম রাজত্ব। ১৫৩০—১৫৪০...১০ বৎসর।

দ্বিতীয় রাজত্ব। ১৫৫৫—১৫৫৬...৬ মাস।

মোট রাজত্বকাল সার্দ্ধদশ বৎসর।

১—হুমায়ুনের সিংহাসনে অধিরোহণ। ২—বাহাদুরসাহ ও গুজরাট যুদ্ধ। ৩—সের খাঁর সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ।

১। হুমায়ুনের সিংহাসনে অধিরোহণ।—বাবরের চারি পুত্র ছিল—হুমায়ুন, কামরণ, হিণ্ডাল ও মির্জাআস্করি। পিতার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কামরণ পূর্ব্বাবধি কাবুলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; বিদ্রোহ আশঙ্কায় হুমায়ুন তাঁহাকে কাবুল ও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃত্ব দিলেন এবং হিণ্ডাল ও মির্জাআস্করিকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত এক এক প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

সিংহাসনে বসিবার পরেই হুমায়ুনকে নানা স্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। জৌনপুর ও বিহারে কতকগুলি পাঠান বিদ্রোহী হইলে হুমায়ুন তাঁহাদিগকে অনায়াসেই বশীভূত করিয়াছিলেন। গুর্জ্জর বা গুজরাটের অধিপতি পাঠানবংশীয় বাহাদুর সাহ (১) ইচ্ছাপূর্ব্বক হুমায়ুনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহাকে পরাজিত করেন।

---

(১) ২ দেখ।

ইহার পরেই হুমায়ুনকে বিখ্যাত সেরখাঁর (১) সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। হুমায়ুন নানা স্থানে সেরখাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভ্রাতা কামরণের অধিকৃত পঞ্জাবে প্রস্থান করিলেন। কামরণ ইতিপূর্ব্বেই সেরখাকে উক্ত দেশ সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া কাবুলে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং হুমায়ুন প্রথমে সিন্ধু দেশে কিছু কাল বৃথা নষ্ট করিয়া তৎপরে মাড়ওয়ারের অধিপতি মল্ল-দেবের আশ্রয়গ্রহণ মানস করিলেন, যোধপুর পর্য্যন্ত যাইয়া শুনিলেন, মল্লদেব তাঁহার প্রতি সদয় নহেন; তখন হুমা-য়ুন অমরকোটের অধিপতি রাণা প্রসাদের নিকটে গমন করিলেন। মধ্যবর্ত্তী এক দুর্গম মরুভূমি পার হইবার সময়ে জলাভাবে সঙ্গিগণের সহিত তাঁহাকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাণাপ্রসাদ হুমায়ুনের যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন। এই অমরকোট নগরে ১৫৪২ খৃঃ অব্দে হুমায়ুনের পুত্র (হামিদাবানু বেগমের গর্ব্ভজাত) সুবিখ্যাত আকবর ভূমিষ্ঠ হন। রাণাপ্রসাদ ও অপরাপর হিন্দু রাজ-গণ সিন্ধু জয়ের জন্য হুমায়ুনের সাহায্য করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন হুমায়ুন কাবুল রাজ্যের অন্তর্গত কান্দাহার নগরে যাত্রা করিলেন; তথায় ভ্রাতা কামরণের অধীনে অপর ভ্রাতা মির্জা আস্করি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন আস্করির নিকটে আকবরকে রাখিয়া স্বয়ং মক্কায় গমন করিবেন এইরূপ প্রচার করিয়া দিলেন। কিন্তু শুনিলেন, আস্করি সসৈন্য তাঁহাকে বন্দী করিতে আসিতেছেন,

(১) ৩ দেখ।

অতএব বালক আকবরকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত পারস্যে পলায়ন করিয়া পারস্যপতি সাহ তমাস্পের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (১৫৪৩)। আস্করি ভ্রাতা হুমায়ুনকে দেখিতে না পাইয়া ভ্রাতৃপুত্র আকবরকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি নামে দুই ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। মুসলমান-ধর্ম্ম-সংস্থাপক মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত সম্পর্কবিহীন তিন ব্যক্তি খলিফা অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী হন। তৎপরে তাঁহার জামাতা আলি ঐ পদ প্রাপ্ত হন। সুন্নিরা প্রথমোক্ত তিন জনকে প্রতারক বলেন; কিন্তু সিয়ারা চারি জনকেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন। সিয়ারা কেবল কোরাণের অন্তর্গত নিষেধ ও বিধির পালন করেন এবং সুন্নিরা তদ্ভিন্ন সময়ে২ মহম্মদ যে সমস্ত বাচনিক উপদেশ দিতেন, তাহাও মান্য করেন। হুমায়ুন সুন্নি ও পারস্যপতি সাহ তমাস্প সিয়া-মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি হুমায়ুনকে সিয়া মত গ্রহণ করিতে কহিলেন। হুমায়ুন অসম্মত হইয়া অতিশয় অপমানিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং সিয়া মত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং ইহাও অঙ্গীকার করিলেন যে, পারস্যপতির সাহায্যে কান্দাহার অধিকৃত হইলে উক্ত নগর তাঁহাকেই প্রদান করিবেন। সাহ তমাস্পের পুত্র মোরাদমির্জা ১৪,০০০ অশ্বারোহীর সহিত হুমায়ুনের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে কান্দাহার, তৎপরে কাবুল অধিকৃত হইল। কিন্তু হুমায়ুন অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন না। ইহার

পরে কামরণ বিদ্রোহী হইয়া দুইবার হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন কামরণকে চক্ষু-রুৎপাটনরূপ নিষ্ঠুরদণ্ড প্রদান করিয়া কাবুলের সিংহাসনে দৃঢ় হইয়া বসিলেন। পরে ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব অধিকার-পূর্ব্বক সর্‌হিন্দনগরে সেকেন্দার সুরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগরা পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার এই সৌভাগ্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। দিল্লী-জয়ের ৬ মাস পরেই তিনি অধিরোহিণীতে স্খলিতপদ হইয়া পতিত ও মূর্চ্ছিত হন। এই পতনেই তাঁহার প্রাণ নাশ হয়।

হুমায়ুন সাহসী, দাতা, সদাশয় ও দীর্ঘসূত্রী ছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা দোষ সময়ে সময়ে তাঁহার চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছিল।

২। **বাহাদুর সাহ ও গুজারাটের যুদ্ধ।**—বাহাদুর-সাহ পাঠান বংশোদ্ভব। তিনি নিজ বাহুবলে মালব দেশ হস্তগত করিয়া দাক্ষিণাত্যের নিকটবর্ত্তী রাজগণের উপরেও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বাহাদুরের অনেকগুলি কামান ও গোলাগুলি এবং কতকগুলি পর্ত্তুগীজ সৈন্য ছিল। রুমিখাঁনামক কনষ্টাণ্টিনোপল নিবাসী এক ব্যক্তি তাহাদের অধ্যক্ষ স্বরূপ ছিলেন। বাবরের মৃত্যু হইলে বাহাদুর সা ইচ্ছাপূর্ব্বক হুমায়ুনের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন এই কারণে বাহাদুর সার সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ হয়। হুমায়ুন গুজরাটের অন্তর্গত মান্দীসর নগরস্থ শত্রুশিবির অবোরোধ করিলে, বাহাদুর সা দুর্ভিক্ষ ভয়ে স্বীয় কামানগুলি বিনষ্ট করিয়া পলায়ন করিলেন। তাহাতে প্রথমে তত্রত্য সমতল ভাগ

ও পরে বহুকষ্টে চম্পানির গিরি দুর্গ হুমায়ুনের অধিকৃত হইল (১৫৩৫)। তিনি এই সময়ে সেরখাঁর-বিদ্রোহ বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া তাঁহার- দমনার্থে রাজধানী আগরা অভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিলেন। এদিকে বাহাদুর আসিয়া নিজ রাজ্য উদ্ধার করিয়া লইলেন।

৩। সের খাঁর সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ।—সের খাঁ(১) নানা উপায়ে বিহারে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। বাহাদুরের সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ কালে তিনি বঙ্গদেশ অধিকার মানসে তত্রত্য রাজধানী গৌড় নগর অবরোধ করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হুমায়ুনকে তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করিতে হইল। চতুর সের খাঁ বারাণসীর নিকটস্থ (চুনার) চণ্ডাল গড়ের দুর্গে কতকগুলি সৈন্য রাখিয়াছিলেন। সেই দুর্গ জয়করিতে হুমায়ুনের অনেক সময় নষ্ট হয়। এই সময়ে সের বাঙ্গালা জয় করিয়া লইলেন। এবং প্রতারণাপূর্ব্বক রোটাস-দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় পরিবার ও সম্পত্তি সকল রাখিয়া বাঙ্গালা হইতে বহির্গত হইলেন। হুমায়ুন চণ্ডালগড়-দুর্গ জয়ের পর বাঙ্গালায় আসিয়া গৌড় অধিকার করিলেন। বর্ষাধিক্যহেতু দেশ জলে প্লাবিত হইল, সুতরং তাঁহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। সের ও সুবিধা বুঝিয়া বিহার হইতে কনোজ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান অধিকার এবং রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৫৩৮)।

---

(১) (৯ অ, ১ দেখ)।

হুমায়ুন বর্ষা শেষে আগ্রাগমন মানসে বক্সারে উপস্থিত হইলে, সেরখাঁও তথায় আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। হুমায়ুনের কর্ম্মচারীরা পরিশ্রান্ত সেরখাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে হুমায়ুনের মত হয় নাই। দুই মাস পর্য্যন্ত উভয়ে তথায় সসৈন্যে অবস্থান করিলে একদা রজনীযোগে সের খাঁ সহসা আক্রমণ করিলেন, তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া অতিকষ্টে গঙ্গাপার হইলেন এবং আগ্রা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সমুদয় সৈন্য নিহত হইল এবং রাজ মহিষী সেরের হস্তে পতিত হইলেন; কিন্তু সের তাঁহার কোন রূপ অসম্মান করেন নাই (১৫৩৯)। ইহার পর হুমায়ুন কামরণের সাহায্যে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কনোজের নিকটে সের খাঁর সহিত আর একবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি পরাজিত হন এবং কামরণের অধিকৃত পঞ্জাবে প্রস্থান করেন।

নবম অধ্যায়।

সুর বংশ।

১—সেরসাহ সুর। ২—সেলিমসাহ সুর। ৩—মহম্মদ আদিলসাহ সুর।

১—সের সাহ সুর—১৫৪০—১৫৪৫...৫ বৎসর।—সেরখাঁ (পূর্ব্ব নাম ফরিদ) পাঠান জাতীয় এক জন আমীরের পুত্র। বিহার দেশ তাঁহার জন্মস্থান।

বিহারের অন্তর্গত সাসিরাম তাঁহার পৈতৃক জায়গীর ছিল। সের প্রথমে আপনাকে বাবরের প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে বিহারের আধিপত্য লাভ করেন। হুমায়ুন যখন বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে সের বাঙ্গালা জয় করিয়া লন। তিনি প্রথমে বক্সার, পরে ১৫৪০ অব্দে কনোজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজয় করিয়া “সাহ” উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সম্রাট্ হন এবং পঞ্জাব অধিকার ও বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমন করিয়া হিন্দুরাজ্য অধিকারে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি মালব অধিকার ও তৎপরে প্রতারণা দ্বারা রাইসীন দুর্গ জয় করিয়া মাড়োয়ার অধিকারের বিফল প্রয়াস হন। অবশেষে কালিঞ্জরের দুর্গ অবরোধ করেন। একদা তথায় যুদ্ধোপকরণ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রু-নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত গোলা বারুদ খানায় পতিত হওয়ায় বারুদরাশি প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাতে সের দগ্ধ হইয়াও দুর্গ অধিকারের উপায় বলিয়া দেন। দুর্গ অধিকৃত হইল, তিনিও পঞ্চত্ব পাইলেন। (১৫৪৫)।

সের সাহ পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেক যশস্কর কার্য্য করিয়া যান। তন্মধ্যে বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ। সের পথিকদের সুবিধার নিমিত্ত তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে কূপ খনন এবং স্থানে স্থানে রাজব্যয়ে আহার সামগ্রী পরিপূর্ণ পান্থাবাস স্থাপন করেন। ইহাঁর সময়েই ভারতবর্ষে

প্রথমে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হয়। ইনি দস্যুগণকে সম্পূর্ণ রূপে শাসন, রাজ্যশাসনের সুনিয়ম স্থাপন এবং স্থানে স্থানে মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করেন। বস্তুতঃ ইহাঁর ন্যায় দক্ষ, বিচক্ষণ মতিমান্, চতুর বীরপুরুষ অতি অল্প দেখা যায়, কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকতা ও প্রতারণা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করাই তাঁহার এক মাত্র দোষ ছিল। সের সাহের মৃতদেহ সাসিরামান্তর্গত সরোবর মধ্যস্থ সুদৃশ্য সমাধি মন্দিরে সমাহিত হইয়াছে।

২। সেলিম সাহ সুর—১৫৪৫—১৫৫৩...৮ বৎসর। সের সাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ২য় পুত্র জেলাল খাঁ "সেলিম সাহ" এই নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সংবাদ শুনিয়া জেলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর আদিল খাঁ রাজ্য প্রাপ্তির আশায় যুদ্ধ করেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন পুর্ব্বক বিহারে উপস্থিত হন। সেলিম সাহ ৮ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে দেহ পরিত্যাগ করেন।

৩। মহম্মদ আদিল সাহ সুর—১৫৫৩—১৫৫৫ ...২ বৎসর। সেলিম সাহের পর মহম্মদ আদিল সাহ-নামে সেরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র, সেলিমের দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নিহত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। মহম্মদ মূর্খ ও কুৎসিত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি বিশ্বস্ত সচিব হিমুর হস্তে রাজকার্য্যের ভার দিয়া স্বয়ং ব্যসনে মগ্ন হন ও অল্প দিনের মধ্যে অতি ব্যয়ে রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া অমাত্য-গণের ভূসম্পত্তি হরণের চেষ্টা পান। তজ্জন্য রাজদ্রোহ উপস্থিত হয়, সর্ব্বাগ্রে ১৫৫৫ অব্দে মহম্মদের আত্মপরি-

বারস্থ ইব্রাহিম স্থর নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার করিলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই সেকেন্দর স্থর নামে সের সাহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্জাবে স্বাধীন হইয়া দিল্লীতে আগমন পূর্ব্বক ইব্রাহিমকে তাড়াইয়া দিলেন ও উক্ত প্রদেশদ্বয় অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হিমু তাঁহার দমনার্থ সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালায় গমন করিলেন, এদিকে রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন কাবুল হইতে আসিয়া সরহিন্দ নগরে সেকেন্দর স্থরকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগরা পুনরায় জয় করিয়া লইলেন (১৫৫৫ খ্রঃ অব্দ)।

দশম অধ্যায়।

আকবর। ১৫৫৬—১৬০৫...৪৯বৎসর।

১—হিমু ও পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। ২—বেহ্রাম খাঁ। ৩—রাজবিদ্রোহ। ৪—দিগ্বিজয়;—আর্য্যাবর্ত্ত। ৫—রাজপুতকন্যাবিবাহ। ৬—বামনি রাজ্য। ৭—দিগ্বিজয়;—দক্ষিণাপথ। ৮—আকবরের মৃত্যু ও চরিত্র। ৯—রাজস্ববিভাগ। ১০—প্রদেশ বিভাগ। ১১—সেনা বিভাগ।

হুমায়ুন পরলোক গমন করিলে ১৩ বৎসর বয়স্ক কুমার আকবর সিংহাসনে আসীন হইয়া অভিভাবক বেহ্রাম খাঁর সহিত লাহোরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১। হিমু ও পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।—স্থরবংশীয় মহম্মদ আদিল সাহের মন্ত্রী হিমু আপন প্রভুকে পুনরায় সম্রাট্ করিবার অভিপ্রায়ে মোগল সেনাপতিদিগকে পরাস্ত

করিয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার এবং আকবরকে দূরীকৃত করিবার মানসে সসৈন্যে লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আকবর বেহ্রামখাঁর পরামর্শে যুদ্ধ করিলেন। ১৫৫৬ অব্দে পাণিপথে হিমু বন্দীকৃত ও নিহত হইলেন। ইহার পরে তদীয় প্রভু মহম্মদ খাঁ কিয়ৎ কাল মধ্যেই বাঙ্গালায় নিহত হইলেন।

২। বেহ্রাম।—বেহ্রাম খাঁ তুরুস্কবংশসম্ভূত। ইনি হুমায়ুনের বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন, তজ্জন্য হুমায়ুন, মৃত্যুকালে ইহাঁকে অল্পবয়স্ক আকবরের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বেহ্রাম খাঁ "খাঁ বাবা" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক আকবরের নামে স্বয়ং রাজ্য শাসন করেন, ইনি কার্য্যদক্ষ, প্রভুভক্ত ও রণনিপুণ ছিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুরতা ও মাৎসর্য্য দোষে বাবরের প্রধান কর্ম্মচারী টার্ডি বেগের প্রাণনাশ, এবং আকবরের অধ্যাপক পীর মহম্মদের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি কারণে আকবর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার মানস করিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থ বেহ্রামের সহিত বহুদূরে গমন করিয়া 'জননী সঙ্কট পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন' এই সংবাদ প্রাপ্তিচ্ছলে বেহ্রামকে পশ্চাতে রাখিয়া শীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন ও প্রচার করিলেন যে, "অদ্যাবধি আমি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম, অতঃপর প্রজাগণকে অন্য কাহারও আজ্ঞা মান্য করিতে হইবে না" (১৫৬০)। বেহ্রাম এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আকবরকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে নানাপ্রকার বিফল চেষ্টা করিলেন। অবশেষে মক্কা গমন

মানসে গুজরাটের অন্তর্গত নগর নামক স্থানে গিয়া শুনিলেন যে, আকবর তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধির চিহ্ন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র মক্কায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। ইহাতে বেহ্রাম ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া আকবরের হস্তে পড়িলেন। আকবর বেহ্রামকে নিয়মিত বৃত্তি লইয়া মক্কা যাইতে অথবা রাজ সংসারের কোন উচ্চ পদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। বেহ্রাম মক্কা বাস ইচ্ছা করিয়া গুজরাটে উপস্থিত হইলে, একজন পাঠান পূর্ব্ব শত্রুতা হেতু তাঁহার প্রাণ সংহার করিল।

৩। রাজবিদ্রোহ।—আকবর ১৮ বৎসর বয়সে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে নানা স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মহম্মদ সুরের পুত্র কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জৌনপুর আক্রমণ করিয়াছিল, আদমখাঁ নামক আকবরের একজন সেনানী মালবে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আজফ খাঁ প্রভৃতি কতিপয় অমাত্য এবং স্বীয় সেনাদলভুক্ত উজ্‌বেক্ জাতিরা বিদ্রোহী হইল, কাবুলের শাসনকর্ত্তা তদীয় ভ্রাতা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন, কিন্তু আকবর ৭ বৎসর কালমধ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে সমুদায় বিদ্রোহ নিবারণ পূর্ব্বক ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যমধ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিলেন।

৪। দিগ্বিজয়—আর্য্যাবর্ত্ত।—আকবর ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়া চিতোর আক্রমণ করিলে সঙ্গরাণার পুত্র কাপুরুষ রাজা উদয়সিংহ, জয়মল্লনামক

সেনাপতির হস্তে দুর্গ রক্ষার ভার দিয়া পলায়ন করিলেন। আকবর অগণ্য রাজপুতের সহিত উক্ত সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া ঐ নগর অধিকার করিয়া লইলেন। অনন্তর উদয়-সিংহ, আর্ব্বলী পাহাড়ের নিকট উদয়পুর নামে একটী নগর স্থাপন করিলেন; তদবধি উদয়পুর মিবারের রাজধানী হইয়াছে। ১৫৭২ খৃঃ অব্দে উদয় সিংহের মৃত্যু হয়। ১৫৬৯ খৃঃ-অব্দে আকবর রিন্তাম্বোর ও কলিঞ্জরের দুর্গ জয় করেন।

গুজরাটের রাজা নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আক-বরকে আহ্বান করিলেন, সেই সুযোগে তিনি ১৫৭২ খৃঃ অব্দে গুজরাট অধিকার করিয়া সুরাট নগরও অধিকার করেন। এই অধিকার বিস্তার করিতে গিয়া আকবরকে মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি জয়পুরের রাজা ভগ-বান্ সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র মানসিংহের সাহায্যে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ বিদ্রোহী হইলে আকবর তন্নিবারণার্থে নিজ পুত্র সেলিম্, মহারাজ মান-সিংহ এবং মহবত খাঁ কে প্রেরণ করেন। হলদী ঘাটগিরি সঙ্কটে এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজপুত ভূপতি পরাজিত হন (১৫৭৬)। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা ও বিহার আকবরের অধি-কৃত হয়। মহম্মদ আদিল সুরের সময় হইতে উক্ত দুই প্রদেশ ক্রমে পাঠান জাতীয় চারিজন নবাবের অধীন ছিল। তম্মধ্যে সলিমান নামক নবাব উড়িষ্যা জয় করিয়া বাঙ্গালা রাজ্যভুক্ত করেন। উড়িষ্যা ইতিপূর্ব্বে হিন্দুদিগের হস্তে ছিল। সলিমান আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর দাউদ খাঁ বাঙ্গালার নবাব হন। তিনি আকবরের সহিত

যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত ও অবশেষে হত হন। ইহাতে বাঙ্গালা, বিহার, দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হয় বটে, কিন্তু উক্ত দুই স্থানের মোগল জায়গীরদারগণ রাজস্বের বন্দোবস্ত লইয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছিল। প্রথমে রাজা তোড়মল্ল রাজপুত সেনা লইয়া কিয়ৎ পরিমাণে উক্ত জায়গীরদারগণকে দুর্ব্বল করিয়াছিলেন, পরে আজিমখাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া অনেকাংশে উহাদিগকে বশীভূত করেন। কিন্তু উড়িষ্যার পাঠানেরা বাঙ্গালার দক্ষিণভাগ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। রাজা মানসিংহ ১৫৯২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার পাঠানদিগকে বশীভূত করিয়া উক্ত তিন ভূভাগে সম্রাটের সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেন। যখন আকবরের সেনাপতিরা বাঙ্গালাদেশে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা হাকিম পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক আকবর কর্ত্তৃক পরাস্ত ও বশীভূত হইয়া পুনরায় কাবুলের শাসনকর্ত্তা হন।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হাকিমের মৃত্যু হইলে, আকবর স্বয়ং গমন করিয়া কাবুল দেশ স্বাধিকারভুক্ত করেন। অনন্তর কাশ্মীরে প্রভুত্ব স্থাপন মানসে আটক নগর হইতে তথায় এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কাশ্মীর বহুকাল হইতে হিন্দুদিগের অধিকারে ছিল, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা ঐ দেশ অধিকার করে। সেই অবধি ঐ দেশ একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এক্ষণে আকবরের সেনারা তথায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিল। তত্রত্য রাজা সম্রাটের এক জন অমাত্য হইলেন (১৫৮৭)। কাশ্মীর অধিকৃত হইলে,

আকবর তথায় গমন করিলেন; পরে তিনি আরও দুই বার তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা প্রায়ই গ্রীষ্ম কালে তথায় বাস করিতেন। কাশ্মীর পরাজিত হইলে, পেসোয়ারের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতনিবাসী ইউসেফজি ও রৌসিনীয় জাতির সহিত আকবরের একটী যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়সেনানী বাক্‌চতুর রাজা বীরবলের মৃত্যু হয়। তাহাতে সম্রাট্ অত্যন্ত দুঃখিত হন। এই সংগ্রামে রাজা মানসিংহ ও তোড়লমল অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া উহাদিগকে পরাস্ত করেন। ইহার পর ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সিন্ধু দেশে এবং ১৫৯৪ অব্দে কান্দাহারে আকবরের আধিপত্য স্থাপিত হয়। কান্দাহার আকবরের রাজত্বের প্রথমেই পারস্যরাজ সাহতমাস্প কর্ত্তৃক অধিকৃতহইয়াছিল। এক্ষণে আকবর পুনরায় ঐ প্রদেশ অধিকার করিলেন।

৫। রাজপুতকন্যা বিবাহ।—আকবর রাজপুত বংশীয় রাজাদিগের সহিত বৈবাহিকসূত্রে সম্বন্ধ হইবার নিমিত্ত জয়পুররাজ বিহারী মল্লের কন্যার ও যোধপুর রাজকন্যা যোধাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করেন, এবং যোধাবাইয়ের গর্ভজাত স্বীয়পুত্র সলিমের সহিত রাজা ভগবান্ সিংহের কন্যার বিবাহ দেন। বিহারী মল্লের পুত্র রাজা ভগবান্ সিংহ এবং ভগবান্ সিংহের পুত্র মানসিংহ সম্রাট্ সরকারে উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে উদয়পুরের রাণা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজারা যবনদিগকে কন্যাদানে কোন আপত্তি করেন নাই।

৬। বামনিরাজ্য—মহম্মদ টোগলকের রাজত্বকালে

এই রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করে। ইহাতে অন্যূন ১৮ জন রাজা রাজত্ব করিলে পর ইহার ভগ্নদশা আরম্ভ হয় এবং তাহা হইতে পাঁচটী নূতন স্বাধীন মুসলমান রাজ্য উৎপন্ন হয়, যথা— (১) ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে বিজয়পুর রাজ্য, আদিলসাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়; (২) ১৪৯০খৃঃ অব্দে আমেদনগর রাজ্য, আমেদসাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত, এবং ১৬৩৭ অব্দে সম্রাট্ সাজাহান কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; (৩) ১৫১২ অব্দে গোলকুণ্ডা রাজ্য, কুতবসাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত ও ১৬৮৮ অব্দে সম্রাট্ আরঞ্জিব কর্ত্তৃক বিজিত হয়; (৪) ১৪৮৪ অব্দে ইমাদ সাহ কর্ত্তৃক বিরার রাজ্য, এবং ১৪৯৮ অব্দে বারিদসাহ কর্ত্তৃক বিদর রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সমুদায় রাজ্য ব্যতীত তৈলঙ্গ ও বিজয় নগর নামে দক্ষিণাপথে আরও দুইটী হিন্দু রাজ্য ছিল; ইহারাও মহম্মদ টোগলকের শাসনকালে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দুই স্থানের রাজারা হিন্দু ছিলেন বলিয়া বামনিরাজ্যোৎপন্ন পাঁচটী মুসলমান রাজার সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। তৈলঙ্গ শীঘ্রই বিজিত হইয়াছিল। বিজয় নগরের রাজা অনেক কাল স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে বামনি রাজ্যোৎপন্ন পাঁচজন রাজা একত্রিত হইয়া ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণানদীতীরে তিল্লিকোট নামক স্থানে বিজয়নগরপতি রামরাজাকে পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দু প্রভুতার লোপ করেন। ইহার পর রামরাজার ভ্রাতা ঘাটগিরির নিকটস্থ অল্প পরিমাণ ভূভাগে আধিপত্য সংস্থাপন করেন; চন্দ্রগিরি উহার রাজধানী হয়। ১৬৪০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা এই চন্দ্রগিরির অধিপতির নিকট হইতে সমুদ্রতীরে একটু স্থান ক্রয় করিয়া

তথায় কুঠী ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানই বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগর।

৭। দিগ্বিজয় দক্ষিণাপথ।—অতঃপর আকবর দাক্ষিণাত্যবিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে আমেদ নগর, গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর এই তিনটী রাজ্য প্রধান ছিল। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে আমেদ নগরের রাজসিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে, আকবর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদকে সসৈন্যে তথায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বে চাঁদবিবী নাম্নী বুদ্ধিমতী রাজপুত্রী অল্পবয়স্ক নিজ ভ্রাতৃপুত্রকে তথাকার রাজা করিয়াছিলেন। মুরাদ তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ নগর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু চাঁদবিবীর অমিত সাহসিকতায় ও রণচাতুর্য্যে কুমার মুরাদ কিছুই করিতে পারেন নাই। অবশেষে চাঁদবিবী সম্রাট্‌কে বিরার প্রদেশ অর্পণ করিয়া সন্ধি করেন (১৫৯৬); কিন্তু অল্পকাল পরেই আমেদ নগরের প্রতিদ্বন্দ্বীরা চাঁদ বিবীর প্রতিকূলে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে আকবর স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন পূর্ব্বক দৌলতাবাদ গ্রহণ ও কুমার মুরাদের সাহায্যার্থ আর এক দল সেনা প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে আমেদ নগরের প্রতিদ্বন্দ্বীরা চাঁদবিবীর প্রতিকূলে চক্রান্ত করিয়া মোগল সেনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল, এদিকে চাঁদবিবী নগরবাসীদের দ্বারা নিহত হইলেন। সুতরাং আমেদ নগর সম্রাটের অধিকৃত হইল।

ইহার পর সম্রাট্‌ খান্দেশ জয় ও কনিষ্ঠ কুমার দানিয়া-

লকে তথাকার শাসনকর্তৃত্ব দান করিয়া সেলিমের বিদ্রোহিতা জন্য ১৬০১ খৃঃ অব্দে তদানীন্তন রাজধানী আগ্রায় আগমন করিলেন। আকবর সেলিমকে একখানি উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়া বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেলিম আকবরের প্রিয় মন্ত্রী "আইন আকবরী" পুস্তক রচয়িতা সুবিখ্যাত আবুলফাজলকে শত্রু বিবেচনা করিয়া কৌশল পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণনাশ করেন। নিজ পুত্র খসরু আকবরের পরম প্রিয় পাত্র হওয়াতে সেলিম, পুত্রের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ইহাতে খসরুর মাতা (রাজা মানসিংহের ভগিনী) স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে ২য় কুমার মুরাদ ও ১৫০৪ অব্দে পানদোষে ৩য় কুমার দানিয়াল গতাসু হন। এই সকল কারণে সম্রাটের স্বাস্থ্যের হানি হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি সেলিমকে রাজ্যাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ৬২ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

৮। আকবরের চরিত্র—আকবর ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্রাট দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি সাহসী বলবান্, সুশ্রী, পরিশ্রমী, উদার প্রকৃতি, ন্যায় পরায়ণ সম্রাট্ ছিলেন এবং সকল শাস্ত্রেরই আলোচনাতে উৎসাহ দান করিতেন। আদৌ আকবর মুসলমান ধর্ম্মে ভক্ত ছিলেন; পরে "একমাত্র পরমেশ্বরই মানবজাতির উপাসনার যোগ্য" তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি সমুদায় দ্রব্যই ভক্ষণ করিতেন এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত

অবৈধ কার্য্যকলাপ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি বাল্যবিবাহ, অগ্নিপরীক্ষা, সহমরণ প্রথা, হিন্দু তীর্থযাত্রীদের শুল্ক দান রহিত এবং বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ অনুমোদন করেন ও জিজিয়া শুল্ক উঠাইয়া দেন।

৯। রাজস্ব বিভাগ।—আকবর নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড দ্বারা অধিকৃত প্রদেশ সমূহের ভূমি জরিপ করাইয়া এই নিয়ম প্রচার করেন যে, "উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশের গড়মূল্য নিরূপণ করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে"; যথা—

গমের	ভূমি	প্রথম	শ্রেণী	হইলে	১ বিঘায়	১৮ মণ গম হয়
,,	,,	দ্বিতীয়	,,	,,	,,	১২ মণ ,, ,,
,,	,,	তৃতীয়	,,	,,	,,	৮ মণ ৩৫সের ,,

সমষ্টি করিলে ৩ বিঘায় ৩৮ মণ ৩৫ সের গম হয় সুতরাং প্রত্যেক বিঘায় গড় ফসল ১২ মণ ৩৮$\frac{১}{৩}$ সের হয়। আকবর ইহার তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪ মণ ।২৬$\frac{৪}{৯}$ গমের মূল্য রাজস্ব স্বরূপ লইতেন। হিন্দু রাজাদিগের সময়ে ১২ মণ ৩৮$\frac{১}{৩}$ সেরের ষষ্ঠাংশের মূল্য এবং সেরখাঁর সময়ে চতুর্থাংশের মূল্য রাজস্বের স্বরূপ লওয়া হইত। আকবরের দেওয়ান রাজা তোড়লমলের সাহায্যে রাজস্বের সমুদায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

১০। প্রদেশ বিভাগ।—আকবর সমুদায় সাম্রাজ্য, পঞ্চদশ সুবা অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করেন; যথা—সিন্ধু নদের পরপারে—(১) কাবুল; আর্য্যাবর্ত্তে,—(২) লাহোর,—(৩) দিল্লী,—(৪) মুলতান,—(৫) আগ্রা,—(৬) অযোধ্যা,—(৭) এলাহাবাদ,—(৮) আজমীর,—(৯) গুজরাট,—(১০) মালব

—(১১) বিহার,—(১২) বাঙ্গলা; দাক্ষিণাত্যে,—(১৩) খান্দেশ —(১৪) বিরার,—(১৫) আমেদ নগর এই পঞ্চদশ সুবায় সৈনিকাদি যাবতীয় ক্ষমতা বিশিষ্ট এক এক জন সুবাদার ও তাঁহার অধীনে আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধারক এক এক জন দেওয়ান থাকিতেন।

১১। সৈন্যগণের বেতন দান।—আকবরের পূর্ব্ব. পূর্ব্ব সময়ে সেনারা রাজকোষ হইতে বেতন পাইত না। সৈন্যাধ্যক্ষেরা জায়গীর পাইয়া তাহার উপস্বত্ব হইতে আপনার অধীন সেনাদিগকে বেতন দান করিতেন। কোন কোন সময়ে রাজার প্রাপ্য করের উপর সৈন্যগণকে বেতনের বরাত দেওয়া হইত, এই দুই প্রথাই দূষ্য ছিল; যেহেতু জায়গীরদারেরা উচিত মত সৈন্য রাখিত না এবং সেনারা প্রজাদের উপর বরাত পাইলে প্রাপ্য টাকার অধিক আদায় করিয়া লইত। আকবর ইহার পরিবর্ত্তে রাজকোষ হইতে বেতন দানের নিয়ম করিয়া দেন।

একাদশ অধ্যায়।

জাহাঙ্গীর—১৬০৫—১৬২৭...২২ বৎসর।

১—খস্রু। ২—নুরজাহান। ৩—মালিক অম্বর। ৪—মহবৎ খাঁ। ৫—সরটমাস্ রো।

১৬০৫ অব্দে ৩৮ বৎসর বয়সে সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর অর্থাৎ ভুবনবিজয়ী এই উপাধি গ্রহণ

করিলেন। তিনি প্রথমে কতিপয় বিরক্তিকর শুল্কের রদ, গৃহস্থদিগের বাটীতে রাজপুরুষদিগের বলপূর্ব্বক বাসা করা রহিত, নাসাকর্ণচ্ছেদন দণ্ডের নিবারণ, সুরাপান নিষেধ এবং ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা রাজসাক্ষাৎকার লাভের উপায় করিয়া দিলেন।

১। খস্রু—জাহাঙ্গীরের পুত্র খস্রু বিদ্রোহী হইয়া দশসহস্র সৈন্যের সহিত দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে পঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। জাহাঙ্গীর সসৈন্যে অনুসরণপূর্ব্বক খস্রুকে পরাস্ত, ধৃত ও নিগড়বদ্ধ এবং তাঁহার সাতশত অনুচরের প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। খস্রুর কারাবাস নির্দ্দিষ্ট হইল।

২। নুরজাহান—১৬১১ অব্দে জাহাঙ্গীর বিখ্যাত নুরজাহানের পাণিগ্রহণ করেন। গিয়াসুদ্দিন নামে এক জন পারসীক, দরিদ্রভাবাপন্ন হইয়া পারস্যের অন্তর্গত তিহারাণ নগর হইতে দুই পুত্র ও গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন, কান্দাহারের সমীপে পথিমধ্যে তাঁহার এক কন্যা হয়। অর্থাভাব হেতু গিয়াস কন্যাটীকে পথে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। একদল সার্থবাহ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল। তন্মধ্যে এক জন বণিক্ কন্যাটীর সৌন্দর্য্যে প্রীত হইয়া প্রতিপালনের ভার লইলেন এবং গিয়াসপত্নীকে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই বণিক্ গিয়াসুদ্দিনের উপস্থিত ক্লেশ মোচন করিয়া আকবর সম্রাটের নিকট গিয়াস ও তৎপুত্র দ্বয়ের কর্ম্ম করিয়া দিলেন। কালক্রমে সেই পথিনিক্ষিপ্তা মহরুন্নেসা নাম্নী বালা ভুবনমোহিনী যুবতী হইয়া উঠিলেন। ঐ যুবতীকে বিবাহ করিতে সেলিমের ইচ্ছা বলবতী দেখিয়া গিয়াসুদ্দিন আক-

বরের পরামর্শে সের আফগান্ খাঁ নামা এক পারসীক যুবাকে নিজ কন্যা দান করিলেন। সম্রাট্ আকবর সের আফগান্‌কে বর্দ্ধমানে একখানি জায়গীর দিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইয়া মহরল্‌নেসাকে দিল্লীতে আনয়ন জন্য কুতবউদ্দিনকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। কুতব বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া লজ্জাকর বিষয়ের প্রস্তাবমাত্র সেরের হস্তে নিহত হইলেন। কিন্তু পরে কুতবের অনুচরগণ সেরের প্রাণ সংহার করিল; তখন সেরের সমস্ত সম্পত্তি ও স্ত্রী দিল্লীতে প্রেরিত হইল (১৬০৭)। মহরল্‌নেসা ৪ বৎসর পরে, ১৬১১ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিয়া নুরজাহান অর্থাৎ ভুবনজ্যোতিঃ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। টাকাতে জাহাঙ্গীরের নামের সহিত নুরজাহানের নাম অঙ্কিত হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা উজির এবং ভ্রাতারা প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন। নুরজাহান জাহাঙ্গীরের চরিত্র ঘটিত অনেক দোষের অপনয়ন এবং রাজসভার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও ব্যয়ের লাঘব করেন। পরিণয়ের সময় হইতে জাহাঙ্গীরের সমস্ত রাজকার্য্য নুরজাহানের মতেই নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। প্রবাদ আছে, নুরজাহানই গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন।

৩। **মালিক অম্বর**—১৬১২ খৃঃ অব্দে আমেদ নগর রাজ্য আক্রমণার্থে সম্রাটের ২য় পুত্র পার্ব্বিজ প্রেরিত হন, কিন্তু মালিক অম্বরের রণকৌশলে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। ইতি পূর্ব্বে সম্রাটের ৩য় পুত্র খরম উদয়পুরের রাণা অমরসিংহকে বশীভূত করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

খরম নুরজাহানের ভ্রাতা আজফখাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এজন্য নুরজাহান খরমের পক্ষ ছিলেন, জাহাঙ্গীর খরমকে সাজাহান অর্থাৎ ভুবনাধিপতি উপাধি প্রদান করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। সাজাহান দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া মালিক অম্বরকে দমন করিলেন। আমেদ নগর ও অন্যান্য স্থান দিল্লীশ্বরের অধিকৃত হইল। ইহার পর মালিক অম্বর আরঙ্গবাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৬২০ অব্দে ইনি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বুরহানপুর নগরে মোগল-দিগকে পরাস্ত করেন, কিন্তু সাজাহান পুনরায় দাক্ষিণাত্যে গমন পূর্ব্বক মালিক অম্বরকে পরাজয় করিলেন। খস্রু সাজাহানের সঙ্গে ছিলেন, ১৬২১ অব্দে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

৪। মহবৎ খাঁ—সের আফগানের ঔরসজাত নুরজাহানের এক কন্যা ছিল, জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র সেহরিয়ারের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। নুরজাহান এক্ষণে ভ্রাতৃজামাতা সাজাহানের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া নিজ জামাতার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সাজাহানকে সম্রাটের সন্নিধান হইতে অন্তরে রাখিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে পারস্যের রাজা, কান্দাহার জয় করিয়াছেন এই সংবাদ আসিল। সাজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইলেন, কিন্তু বিমাতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, মান্দু নগর পর্য্যন্ত যাইয়া গমন স্থগিত রাখিলেন এবং প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইলেন। নুরজাহান পূর্ব্বেই এই বিদ্রোহ আশঙ্কায় রণচতুর মহবৎখাঁকে কাবুল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। মহবৎ

রাজপুতবংশজ; পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু তাহাতেও রাজপুতগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। সে যাহা হউক, মহবৎখাঁ ও কুমার পার্ব্বিজ সাজাহানের দমনার্থ প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। সাজাহান পরাজিত হইয়া প্রথমে দাক্ষিণাত্যে, পরে বাঙ্গালায় প্রবেশ পূর্ব্বক শেষোক্ত স্থানের সুবাদারকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়া লইলেন (১৬২৪ খৃঃ অব্দ)। অনন্তর বিহার দেশ জয় করিয়া এলাহাবাদ জয় জন্য গমন করিলেন; কিন্তু মহবৎখাঁ ও পার্ব্বিজের নিকট পরাস্ত হইয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। সাজাহান দক্ষিণাপথে মালিক অম্বরের সহিত মিলিত হইয়া বুরানপুর আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন; এমন সময়ে পার্ব্বিজ ও মহবৎখাঁ আসিয়া তথায় উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিতে লাগিল, তখন সাহাজান নিরুপায় হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ইহার পর মহবৎ, পার্ব্বিজের পক্ষ অবলম্বন করিলে, নুরজাহান নিজ স্বামী দ্বারা তাঁহাকে এই বলিয়া তলব করিলেন যে, তিনি বঙ্গদেশে অবস্থান কালে তহবিল ভঙ্গ করিয়াছেন। মহবৎ খাঁ ৫০০০ বিশ্বস্ত রাজপুত সেনার সহিত ১৬২৫ খৃঃ অব্দে কাবুলাভিমুখে গমনকারী সম্রাটের বিপাশা নদীর বামতীরস্থ শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। ইহাতে মহবৎ অপমান বোধ করিয়া আত্ম রক্ষার্থ সযত্ন হইলেন। সম্রাটের সেনাগণ বিপাশার পরপারে উপস্থিত হইলে,

মহবৎ ৩০০০ রাজপুত সৈন্যকে সেতু অধিকারের ভার দিয়া, স্বয়ং ২০০০ রাজপুত সেনার সহিত সম্রাটের শরীর-রক্ষী সেনাদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক সম্রাটকে বন্দী করিলেন (১৬২৬ খৃঃ অব্দ)। নুরজাহান সমুদয় সৈন্য ও সেনাপতি-দিগকে সঙ্গে লইয়া এক করিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মহবৎ-খাঁর সহিত যুদ্ধ করণার্থ বিপাশা পার হইলেন। নদী জলে যুদ্ধোপকরণ সকল সিক্ত হইয়াছিল, সুতরাং মহবতেরই জয় হইল। নুরজাহান যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মহবতের হস্তে পতিত এবং বন্দীভাবাপন্ন স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন।

মহবৎ প্রায় ১ বৎসর কাল সম্রাট্‌কে আয়ত্ত রাখিয়া নিজের মতানুসারে সমুদয় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে নুরজাহানের বুদ্ধি কৌশলে মহবৎখাঁর হস্ত হইতে সম্রাট্ স্বাধীনতা লাভ করেন। মহবৎ দাক্ষিণাত্যে উপ-স্থিত হইয়া সাজাহানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ১৬২৬ অব্দে হঠাৎ পার্ব্বিজের মৃত্যু হয়। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহা-ঙ্গীর কাশ্মীর হইতে লাহোরে আসিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্বাসরোগে প্রাণত্যাগ করেন।

৫। সর্‌টমাস্ রো।—জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের রাজদূত সর্‌টমাস্ রো বাণি-জ্যের সুবিধার জন্য ১৬১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬১৮ অব্দ পর্য্যন্ত ৩ বৎসর দিল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইংরাজদের পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। জাহা-ঙ্গীরের সময় তাঁহারাই আমেরিকা হইতে প্রথমে ভারতবর্ষে তামাক আনয়ন করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সাজাহান। ১৬২৭—১৬৫৮...৩১ বৎসর।

১—খাঁজাহান। ২—দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ। ৩—পর্ত্তুগীজগণ। ৪—কান্দাহার ও বাহ্লিকে যুদ্ধ। ৫—মীরজুম্লা। ৬—সাজাহানের রাজ্যচ্যুতি।

গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আজফ্‌খাঁ উজীর হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নুরজাহান স্বীয় জামাতা সেহেরিয়রকে সম্রাট্ করিবার চেষ্টা করাতে, আজফ্‌খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে নিজ জামাতা সাজাহানকে আগ্রায় আনয়ন পূর্ব্বক সম্রাট্ করিলেন। সেহেরিয়র হত হইলেন। সাজাহান নুরজাহানকে কারামুক্ত করিয়া ২৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। নুরজাহান রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া ১৬৪৬ খ্রঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। সাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আজফ্‌খাঁ ও মহবৎখাঁর প্রচুর সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। অন্যান্য সুহৃদবর্গও পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। সাজাহানের সময়ে রাজসভার মহা আড়ম্বর হয়। তিনি, যে দিবসে সিংহাসনে আরোহণ করেন, পর বৎসর সেই দিবসে তুলা (অর্থাৎ তুলাদণ্ডে আরোহণ করিয়া মণি, মুক্তা, সুবর্ণ

প্রভৃতির সহিত তুলিত হওন) উপলক্ষে দেড় কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

১। খাঁজাহান।—সাজাহান প্রথমেই দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধারম্ভ করেন। খাঁজাহান নামে একজন লোদি বংশীয় পাঠান দিল্লীশ্বরের অধীনে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীন হইবার মানসে আমেদ নগরের রাজার সহিত গোপনে মিলিত হন ; কিন্তু সমুদয় আয়োজন সম্পন্ন না হওয়াতে নূতন সম্রাট্ সাজাহানের অধীনতা স্বীকার করেন। অনন্তর, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগ্রায় গিয়া শুনিলেন যে, সাজাহান তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টায় আছেন, তখন তিনি ১,০০০ পাঠানের সহিত দাক্ষিণাত্যে পলায়ন পূর্ব্বক আমেদনগরাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া সম্রাটের সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু পরাস্ত হইয়া বুন্দেলখণ্ডে নিহত হইলেন।

২। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ।—খাঁজাহানের মৃত্যুর পরও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ শেষ হয় নাই। আমেদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডারাজের সহিত মোগলেরা অনেক যুদ্ধ করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। এই সময়ে শিবজীর পিতা সাহজীও আমেদনগরের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান জয় করিয়া লইয়াছিলেন, সাজাহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া যুদ্ধ করাতে সাহজী পরাজিত এবং গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের রাজা বশীভূত হইলেন। আমেদনগর রাজ্যও নির্ম্মূল হইল (১৬৩৭)।

৩। পর্ত্তুগীজগণ।—পর্ত্তুগীজেরা বহুকাল হইতে

গোলিন্ (হুগলী) নগরে বাণিজ্য করিতেছিলেন ; চট্টগ্রামেও তাঁহাদের এক কুঠি ছিল। তাঁহারা রণতরির সাহায্যে পূর্ব্ব-উপকূলে অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন, এ কারণ বাঙ্গালার নবাব তাঁহাদের দমনার্থ ঢাকা নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন ও সম্রাটের নিকট আবেদন করেন। ইতিপূর্ব্বে সাজাহান পিতৃবিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন, তদবধি তাঁহাদিগের উপর তাঁহার কোপ ছিল। এক্ষণে সাজাহান বাঙ্গালার নবাবকে পর্ত্তুগীজদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ; তদনুসারে বাঙ্গালার সুবাদার বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুগলী হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিলেন (১৬৩১)।

৪। কান্দাহার ও বাহ্লিকে যুদ্ধ।—১৬৩৭ খৃঃ অব্দে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা আলীমর্দ্দন খাঁ স্বপ্রভু পারস্যরাজের অত্যাচার হেতু সাজাহানকে কান্দাহার সমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। অতঃপর ইনি অনেক সম্ভ্রান্ত পদ লাভ ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীর সমীপবর্ত্তী আলীমর্দ্দনকৃত খাল দ্বারা অদ্যাপি তথাকার লোকদিগের অনেক উপকার হইতেছে।

উজ্বেক্দিগের হস্ত হইতে বাহ্লিকরাজ্য (বাল্খ) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাজাহান প্রথমে আলীমর্দ্দনকে, পরে রাজা জগৎসিংহকে, তৎপরে পুনরায় আলীমর্দ্দন ও কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে এবং পরিশেষে তৃতীয় পুত্র আরঞ্জিবকে প্রেরণ করেন, কিন্তু কেহই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

অনন্তর, একজন অনুগত উজ্‌বেক্ রাজাকে ঐ রাজ্য সমর্পণ করেন। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে পারসীকেরা পুনরায় কান্দাহার অধিকার করিলে, সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আরঞ্জিব উক্ত রাজ্য রক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়া বিফল হইয়া আসেন, পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ১৬৫২ অব্দে অনেক যুদ্ধ করিয়াও পারসীকদিগকে দূরীভূত করিতে পারিলেন না (১৬৫৩)। তদবধি ভারত-বর্ষীয় সম্রাট্‌গণ আর কখনও কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই।

ইহার পর দুই বৎসরকাল রাজ্য শান্তি-সম্পন্ন ছিল। আকবরের সময়ে তোড়ল্‌মল আর্য্যাবর্ত্তে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই প্রণালীতে ২০ বৎসর দাক্ষিণাত্যের জরিফ হইয়া সাজাহানের আয় বৃদ্ধি হইল। এই সময়ে সম্রা-টের উজীর দক্ষ, ধর্ম্মভীরু সায়দুল্লাখাঁর মৃত্যু হয়।

৫। মীরজুম্লা।—গোলকুণ্ডারাজ মীরজুম্লা (ইনি পূর্ব্বে রত্নবণিক ছিলেন।) নামা স্বীয় মন্ত্রীর পুত্রকে কোন কারণে কারাগারে নিক্ষেপ করেন; মীরজুম্লা পুত্রের কারাবাস মোচ-নার্থ বিফল চেষ্টা করিয়া আরঞ্জিবের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। ১৬৫২ খৃঃ অব্দে আরঞ্জিব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হন। আরঞ্জিব, মীরজুম্লার পুত্রের মুক্তির জন্য সাজাহানের দ্বারা গোলকুণ্ডার রাজাকে অনুরোধ করান, কিন্তু গোল-কুণ্ডারাজ সম্রাটের আজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। এই হেতু আর-ঞ্জিব, "বাঙ্গালার নবাব ভ্রাতা সুজার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে যাইতেছি" এই ছল করিয়া, গোলকুণ্ডারাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা হঠাৎ আক্রমণে পরাস্ত হইয়া রাজস্ব

প্রদান ও আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদকে কন্যাদান দ্বারা সন্ধি করেন। এই সময় হইতেই মীরজুম্লা আরঙ্গজেবের প্রিয় সেনাপতি হইলেন। পরে আরঙ্গজেব সম্রাট্ হইলে মিরজুম্লা ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে আসামদেশ জয় করিতে গমন করেন ও উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া চীন আক্রমণার্থ প্রয়াস পান, কিন্তু খাদ্য সামগ্রীর অভাব ও মহামারী হেতু বাঙ্গালায় আগমন করিতে আরম্ভ করেন; ঢাকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোলকুণ্ডারাজের সহিত সন্ধি হইলে পর, আরঙ্গজেব মিথ্যা ছল করিয়া বিজয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু সাজাহানের গুরুতর পীড়া শ্রবণ করিয়া বিজয়পুর আক্রমণ পরিত্যাগ করিলেন (১৬৫৬)।

৬। **সাজাহানের রাজ্যচ্যুতি।**—সাজাহানের চারি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ১ম দারা, ২য় সুজা, ৩য় আরঙ্গজেব, ৪র্থ মুরাদ। সাজাহান দারাকে উত্তরাধিকারী করিবার মানসে নিকটে রাখিয়া রাজকার্য্যের কতক ভার দিয়াছিলেন। ১৬৫৭ অব্দে সাজাহানের পীড়া হইলে দারা তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সুবাদার সুজা ও গুজরাটের সুবাদার মুরাদ রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া আগ্রার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব মীরজুম্লার সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক, রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন না, এবং রাজোপাধিধারী মুরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আমি সম্প্রতি মক্কায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু তাহা সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে তোমার সাহায্যার্থ

নাস্তিক দারা ও তৎসেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দমন করিব।” ইহা শুনিয়া নির্ব্বোধ মুরাদ সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই সময়ে সাজাহান সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু পুত্রগণের বিবাদ নিবৃত্ত হইল না। সুজা বারাণসীর নিকটে দারার পুত্র সলিমান ও জয়পুরাধিপ জয়সিংহ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালায় প্রতিগমন করিলেন। এদিকে যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ আরঞ্জিব ও মুরাদের দমনার্থ গমন পূর্ব্বক উজ্জয়িনীর নিকট পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন। পরে দারা, আরঞ্জিব ও মুরাদের সহিত যুদ্ধে আগ্রার নিকটে পরাস্ত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিলেন (১৬৫৮)। আরঞ্জিব জয়লাভ করিয়া, আগ্রায় গমন পূর্ব্বক পিতাকে তদীয় আবাসদুর্গে বন্দী ও মুরাদকে নিগড়-নিবদ্ধ করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। পরে দিল্লীতে আগমন করিয়া আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। অতঃপর সাজাহান ৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই কাল মধ্যে আরঞ্জিব পিতার উপর অন্য কোন অমর্য্যাদা প্রকাশ করেন নাই।

সাজাহান প্রজাপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে বিচারালয়ে পক্ষপাতশূন্য বিচার হইত; রাজকর্ম্মচারিগণ প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থগ্রহণ করিত না এবং দস্যুগণ শাসিত ছিল। তিনি আকবরের ন্যায় প্রতাপশালী ও মতিমান্ না হইলেও রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহার তুল্য ছিলেন। সাজাহান হিন্দুগণকে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া নানাবিধ

মণিমাণিক্যে বিভূষিত ময়ূরসিংহাসন নামে এক সিংহাসন প্রস্তুত করেন। তাঁহারই ব্যয়ে শোভাশালিনী নূতন দিল্লী নগরী নির্ম্মিত হয়। তিনি জুমা মস্‌জিদ্ প্রভৃতি অনেক রমণীয় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, তন্মধ্যে আগ্রা নগরে মম তাজমহল নাম্নী নিজ মহিষীর সমাধির উপর নির্ম্মিত তাজমহল নামক প্রাসাদের তুল্য মনোহর অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোন স্থানে নাই। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময়ে রাজ-কোষে নানাবিধ মণিমাণিক্য ভিন্ন ২৪ কোটী টাকা মজুত ছিল। কেহ কেহ ৬ কোটী টাকা বলিয়া থাকেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

১। আরঙ্গিব—১৬৫৮—১৭০৭...৪৯বৎসর।

১—দারা। ২—কাজোয়া যুদ্ধ। ৩—নানা বিদ্রোহ। ৪—হিন্দু-দিগের প্রতি অত্যাচার ও রাজপুত বিদ্রোহ ইত্যাদি। ৫—আরঙ্গি-বের চরিত্র।

আরঙ্গিব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলমগীর অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬৫৮)।

১। দারা।—দারা দিল্লী হইতে লাহোরে যাইয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আরঙ্গিবের আগমনে ক্রমান্বয়ে মুলতান, টাটা ও গুজরাটে গমন পূর্ব্বক শেষোক্ত

স্থানের সুবাদার সান্‌ওয়াজ্‌কে স্বপক্ষ করিয়া রাজপুতানায় উপস্থিত হইলেন। কাজোয়া যুদ্ধের পর (২ দেখ), যশোবন্ত দারার সহিত মিলিত হইতে গমন করেন ইহা শুনিয়া, আরঞ্জিব তাঁহাকে সমাদরের সহিত এক পত্র লিখিয়া স্বপক্ষ করিলেন। অনন্তর আজমীরের নিকটে দারার সহিত সম্রাটের এক যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে সান্‌ওয়াজ নিহত হইলে, দারা পলায়ন করিয়া প্রথমে আমেদনগরে, পরে কচ্ছে ও তৎপরে পারস্যে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে জুন প্রদেশের সামন্ত তাঁহাকে ধৃত করিয়া আরঞ্জিবের হস্তে অর্পণ করিলেন। আরঞ্জিব মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগচ্ছলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার প্রাণসংহার করিলেন। দারার পুত্র সলিমান, কিছুদিন গোয়ালিয়রের দুর্গে রুদ্ধ থাকিয়া পরে নিহত হন।

২। কাজোয়া যুদ্ধ।—যোধপুরের রাজা যশোবন্ত আরঞ্জিবের নিকট পরাজয় হেতু স্বীয় পত্নী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া আরঞ্জিবের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তিনি সম্রাট্ হইয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন; কিন্তু আরঞ্জিব তাঁহার পদোচিত সম্মান করিলেন না। এজন্য তিনি কাজোয়া যুদ্ধের সময়ে সুজার মঙ্গলের জন্য আরঞ্জিবের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুজা সেই আক্রমণ কালে আরঞ্জিবের সৈন্য আক্রমণ না করাতে যশোবন্ত কেবল অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কাজোয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা বাঙ্গালায় পলায়ন

করেন। এই সময়ে আরঞ্জিব স্বীয় পুত্র কুমার মহম্মদ ও সেনাপতি মিরজুম্লাকে সুজার অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ পিতৃসৈন্য পরিত্যাগ করিয়া সুজার সহিত মিলিত হন ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে আবার পিতৃ সৈন্য মধ্যে আসিলে গোয়ালিয়রের দুর্গে কারারুদ্ধ হন। সুজা মীরজুম্লা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রথমে ঢাকা, পরে আরাকানে গমন করিলে তথাকার রাজা কর্ত্তৃক সবংশে নিহত হন। এক মিথ্যা অপরাধে মুরাদেরও প্রাণদণ্ড হয় (১৬৬১ অব্দ)।

১৬৬৩ খৃঃ অব্দে আরঞ্জিব পীড়িত হইলে, রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু আরঞ্জিব সুস্থ হন এবং শরীর শোধনার্থ কাশ্মীরে গমন করেন।

৩। নানা বিদ্রোহ।—ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত আরঞ্জিবের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহাতে সম্রাট্ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপরে আফ্গানিস্থানের ঈশান কোণ নিবাসিদিগের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে দিল্লীর নিকটে এক রাজদ্রোহ উপস্থিত হয়। তথায় সত্নরামী নামে এক সাধু হিন্দু সম্প্রদায় বাস করিত; সামান্য কারণে তাহাদিগের এক জনের সহিত সম্রাটের এক পদাতির বিবাদ হয়। ক্রমে উভয় পক্ষের অনেক লোক উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করে, তাহাতে কয়েক বার সম্রাটের সৈন্য পরাজিত হয়। ঐ যুদ্ধে আগ্রা ও আজমীর প্রদেশের জমীদারগণ সত্নরামীদের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে

সম্রাটের পক্ষীয় বহু সৈন্য আসিলে সন্নামীরা পরাজিত হয় (১৬৭৬)।

৪। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও রাজপুত বিদ্রোহ ইত্যাদি।—এই বিদ্রোহের পর আরঞ্জিব হিন্দু-দিগের প্রতি সবিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন। সুবিধার জন্য আকবর যে সকল হিন্দুপ্রথা অবলম্বন করেন, ইনি তৎসমুদায় উঠাইয়া দেন। জিজিয়া শুল্কের পুনঃস্থাপন করেন এবং প্রচার করিয়া দেন যে হিন্দুরা, আর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না (১৬৭৭)। এই সময়ে আরঞ্জিব আর এক অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ সম্রাটেরই কার্য্যে কাবুলে থাকিয়া গতাসু হন। দুর্গা-দাস নামক সেনাপতি তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে দেশে আনিতেছিলেন। আটক নগরের নিকট সম্রাটের লোকেরা তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করে; কিন্তু দুর্গাদাস কৌশল পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেশে পাঠান এবং সম্রাটের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। জিজিয়া শুল্ক প্রচলনে ও যশোবন্তের পরি-বারের প্রতি অসদ্ব্যবহারে রাজপুত প্রভৃতি সকল হিন্দুই আর-ঞ্জিবের শত্রু হন। অবিলম্বেই রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। উদয়পুরের রাণা রাজসিংহের সহিত দুইবার যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু ২ বারই রাণা পরাস্ত হইয়াছিলেন। রাজপুত সেনাপতি দুর্গাদাস আরঞ্জিবের কনিষ্ঠ পুত্র আক-বরকে সম্রাট্ করিবেন বলিয়া স্বপক্ষ করেন। আক বরের অধীনে ৭০,০০০ সৈন্য ছিল। আকবর সসৈন্যে আজমীরস্থ সম্রাটের বিরুদ্ধে গমন করেন; কিন্তু সম্রাট্

তাঁহার সৈন্যগণকে হস্তগত করাতে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাপন্ন হন (১৬৮১)। ইহার পরেও সম্রাটের সহিত রাজপুতদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে আরঙ্গিব রাজপুত দিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তত দিনই মধ্যে মধ্যে রাজপুতেরা যুদ্ধ করিয়াছিল।

আরঙ্গিব রাজপুতগণের সহিত সন্ধি করিয়া ১৬৮৩ অব্দে দাক্ষিণাত্যে গমন পূর্ব্বক ১৬৮৬ অব্দে বিজয়পুর ও ৮৭ অব্দে গোলকুণ্ডা অধিকার, এবং তৎপরে উহাদের অধীন অন্যান্য দেশ জয় করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। অন্য কোন মুসলমান সম্রাট্ এতাদৃশ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। পরে আরঙ্গিব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। উহাদিগের সহিত ২০ বৎসর যুদ্ধ করাতে তাঁহার পূর্ণ রাজকোষ শূন্য হইল, তখন তিনি অধিক সৈন্য রাখিতে পারিলেন না। এই সময়ে রাজপুতেরা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল এবং আগরার নিকটস্থ জাঠদিগেরও সহিত বিদ্রোহ হইয়াছিল। এই সকল কারণে সম্রাট্ মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তাহারাও তাঁহার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া অসঙ্গত পণ চাহিল। ইহাতে সম্রাট্ সন্ধি না করিয়াই আমেদনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। আরঙ্গিব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ৮৯ বর্ষ বয়সে উক্ত নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

৫। আরঙ্গিবের চরিত্র।—আরঙ্গিব সাহসী, অধ্যবসায়ী, দক্ষ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিশ্বাস ঘাতক ও প্রবঞ্চক ছিলেন।

তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না এবং তাঁহাকেও কেহ বিশ্বাস করিত না। জিজিয়া প্রচলনে ও হিন্দুদিগকে রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত করণে সমুদায় হিন্দুই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১—বাহাদুর সাহ। ২—জাহান্দার সাহ। ৩—ফেরোক্সের। ৪—রফিউদ্দৌলা ও রফিউদ্দারজাত। ৫—মহম্মদ সাহ। ৬—নাদির সাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ। ৭—আমেদ সাহ আবদালীর ভারতবর্ষ আক্রমণ (১ম)। ৮—আমেদ সাহ। ৯—২য় আলমগীর। ১০—আমেদ সাহ আবদালীর ভারতবর্ষ আক্রমণ (২য়)। ১১—সাহ আলম ও মোগল রাজত্বের উচ্ছেদ। ১২—মোগল রাজত্ব উচ্ছেদের কারণ।

১। বহোদুর সাহ—১৭০৭—১৭১২...৫ বৎসর।

মোয়াজিম আজিম ও কাম্বকস্ নামে আরঞ্জিবের ৩ পুত্র ছিল। তিনি মৃত্যুকালে ৩ পুত্রকে রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলেই সম্রাট হইবার আশায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোয়াজিম, যুদ্ধে আজিম ও কাম্বক্সকে নিহত করিয়া "বাহাদুর সাহ" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। আজিম দাক্ষিণাত্য হইতে বাহাদুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবার সময় সাহুকে মুক্ত করিয়া দেন। সাহুর সহিত, বাহাদুর এক সন্ধি করিয়াছিলেন (১১ শ অ ৪—সাহু দেখ।) তিনি

রাজপুত দিগের সহিতও তাঁহাদের অনুকূল পণে সন্ধি করিয়াছিলেন। বাহাদুর সাহ শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই এই সকল সন্ধি করেন। বন্ধু নামক শিখগুরু মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং পীড়িত হইয়া লাহোরে গতাসু হন (১৭১২)।

২। জাহান্দার সাহ (১৭১২—১৭১৩.. ১বৎসর)। বাহাদুর সাহের ৪ পুত্রের মধ্যে ২য় পুত্র আজিমওসান উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু পরাক্রান্ত অমাত্য জলফকিরের সাহায্যে ১ম পুত্র, সকল ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রকে বিনাশ করিয়া "জাহান্দার সাহ" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাট্ হইলেন। কেবল আজিমওসানের পুত্র ফেরোক্‌সের, বঙ্গদেশে অবস্থান হেতু তাঁহার হস্তগত হন নাই। জাহান্দার সিংহাসনের অযোগ্য ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। এক নর্ত্তকীর আত্মীয় গণকে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করাতে, অমাত্যগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল। এদিকে ফেরোক্‌সের এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আবদুল্লা এবং বিহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হোসেন আলি এই দুই ভ্রাতার সাহায্যে আগ্রার সমীপে জাহান্দার ও জলফকিরকে ৭০,০০০ সৈন্যের সহিত পরাস্ত ও নিহত করিয়া সম্রাট্ হইলেন। (১৭১৩)।

৩। ফেরোক্‌সের—(১৭১৩—১৭১৯...৬বৎসর)। ফেরোক্‌সের সম্রাট্ হইলে, জ্যেষ্ঠ সৈয়দ আবদুল্লা উজীর ও কনিষ্ঠ সৈয়দ হোসেন আমির উল-ওম্‌রা অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হইলেন। সৈয়দেরা সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে দেখিয়া ফেরোক্‌সের তাঁহাদের অনিষ্ট কামনা করিতে লাগি-

লেন। বঙ্গদেশে অবস্থান কালে ঢাকার কাজীর সহিত ফেরোকের বন্ধুত্ব হয়; ফেরোক্ সম্রাট্ হইয়া তাঁহাকে 'মীরজুম্লা' উপাধি দিয়া নিকটে রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ফেরোক্ মীরজুম্লার পরামর্শে হোসেনকে যোধপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। যোধপুরের রাজা অজিত-সিংহ সম্রাট্‌কে কন্যাদান করিবেন স্বীকার করাতে হোসেন তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। মোগল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এই শেষ বিবাহ। এই সময়ে ১৭১৬ খৃঃ অব্দে হামিল্টন নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসক, ফেরোক্‌সেরের পীড়া শান্তি করিয়া, ইংরাজ কোম্পানীর অনুকূলে সম্রাটের নিকট হইতে কতকগুলি সুবিধা ও উন্নতিজনক অনুমতি প্রাপ্ত হন। (৩য় খণ্ড ১অ ১১ দেখ।) এদিকে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল যে, ফেরোক্ সৈয়দদিগের প্রাণসংহারের চেষ্টা করিতেছেন; এজন্য হোসেন, স্বপক্ষীয় সেনা সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া ফেরোক্ সৈয়দদিগের বশীভূত হইলেন ও মৌখিক মিল করিলেন। এই সময়ে শিখেরাও উপদ্রব করিয়াছিল (১৫ অ দেখ।) দাক্ষিণাত্যের সুবাদার দাউদ খাঁর পর চিনক্লিচ খাঁ (নিজাম উল্‌মুল্‌ক বা আসফ জা) এবং তৎপরে সৈয়দ হোসেন আলি উক্ত প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া মার্হাট্টা-দিগের সহিত যুদ্ধ করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত এক সন্ধি করেন (১৬ অ ৪—সাহু দেখ।) এই সময়ে ফেরোক্‌সের সৈয়দদিগের বিনা-শের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু সৈয়দেরাই তাঁহার প্রাণ সংহার করিল (১৭১৯ খৃঃ অব্দ)।

৪। রফিউদ্দৌলা ও রফিউদ্দারজাত—ফোরোক্‌সেরের মৃত্যুর পর সৈয়দেরা ক্রমে রফিউদ্দারজাত ও রফিউদ্দৌলা নামক জাহান্দার সাহের দুই ভ্রাতৃপুত্রকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু ইহাঁরা ৮ মাস কাল রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তখন সৈয়দেরা আর এক ব্যক্তিকে "মহম্মদ সাহ" উপাধি প্রদান করিয়া সম্রাট্ করিলেন।

৫। মহম্মদ সাহ—(১৭১৯—১৭৪৮...২৯ বৎসর)। মহম্মদ সাহ জিজিয়াকর আদায় উঠাইয়া দিয়া আকবরের রাজনীতি অনুসারে হিন্দুদিগকে পুনরায় সুবা সকলের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন।

সৈয়দদিগের কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া অমাত্যগণ সকলেই কুপিত হইলেন। হোসেন, আসফ্‌জার হস্তে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী প্রদান করেন; কিন্তু আসফজা বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন পূর্ব্বক তথায় আপন প্রভুতা স্থাপন করেন (১৭২০)। হোসেনের প্রেরিত সেনারা তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। পরে হোসেন সম্রাট্‌কে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব শিক্ষিত এক ব্যক্তি আবেদন পত্র প্রদানচ্ছলে যাইয়া হোসেনের প্রাণসংহার করিল। তৎপরে মহম্মদ সাহ জ্যেষ্ঠ সৈয়দ আবদুল্লাকে যুদ্ধে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করিলেন (১৭২০) এবং উজিরী পদ প্রদান করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আসফজাকে দিল্লীতে আনয়ন করিলেন (১৭২২)। কিন্তু সম্রাট্‌কে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া আসফজা উজিরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক

দাক্ষিণাত্যে যাইয়া হায়দরাবাদ নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন (১৭২৩)। আসফের বংশীয়েরা নিজাম উপাধি ধারণ পূর্ব্বক অদ্যাপি তথায় রাজত্ব করিতেছেন।

১৭৩৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ সাহ পেশবা বাজীর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও তৎকথিত সন্ধিতে সম্মতি প্রদানে অসম্মত হন; প্রায় এই সময়ে আসফজা (সম্রাটের সেনাপতি হইয়া) বাজীর সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া এক সন্ধি করেন (১৭৩৮) (১৭শ অ—৩—বাজীরাও দেখ)। এই সন্ধি প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বেই নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। মহম্মদ সাহ তাঁহার নিকট পরাস্ত হন।

৬। **নাদির সাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ।**—১৭২২ খৃঃ অব্দে কান্দাহারের সমীপবর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসী খিলিজী বংশীয় পাঠানেরা পারস্য অধিকার করিয়া তত্রত্য রাজা হোসেনকে সবংশে নিহত করেন। কেবল তমাস্প নামক রাজকুমার পলায়ন করিয়া কাস্পীয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী এক পশু-পালক দলের আশ্রয় লন। তাহাদের মধ্যে নাদির সাহ সর্ব্বাপেক্ষা রণ-পণ্ডিত ও দক্ষ ছিলেন। তিনি পাঠানদিগকে পারস্য হইতে দূরীভূত করিয়া সাহতমাস্পকে তথাকার রাজা করিলেন (১৭২৯) এবং ১৭৩৮ অব্দে তমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করেন। পরে নাদির কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিলেন। পূর্ব্বে কতিপয় পাঠান সম্রাট্ মহম্মদ সাহের অধিকারে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে পাঠাইবার জন্য নাদির সম্রাট্‌কে প্রথমে পত্র লেখেন; তৎপরে এক দূত পাঠান, ঐ দূত জেলালাবাদে নিহত হওয়ায় নাদীর কুপিত হইয়া ভারত-

বর্ষে প্রবিষ্ট এবং দ্রুতবেগে দিল্লীর ৪৫ ক্রোশ দূরে কর্ণাল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন (১৭৩৮)। কর্ণাল যুদ্ধে মহম্মদ সাহ, আসফজা ও সাদত খাঁর সহিত উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বা পরাস্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া সকলেই নাদিরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সুতরাং নাদির জয়লাভ করিয়া, মহম্মদসাহ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন (১৭৩৯) তিনি প্রথমে কোন উপদ্রব করেন নাই। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে এক মিথ্যা জনরব উঠিল যে, নাদিরের মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে দিল্লীবাসীরা ৭০০ পারসীকের প্রাণসংহার করে। পরদিন প্রভাতে নাদির কুপিত হইয়া নিজ সৈন্যদিগকে নগর লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগের বিনাশ সাধন করিতে বলিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ভয়ানক কার্য্য হইয়াছিল। পরে নাদির, মণি, মাণিক্য ও ময়ূরাসন প্রভৃতি বহুমূল্য সম্পত্তি এবং নগদ ৩০ কোটি টাকা লইয়া প্রস্থান করেন (১৭৩৯)। গমন কালে তিনি মহম্মদ সাহকে দিল্লীর সিংহাসন পুনঃ প্রদান করিলেন। কিন্তু সিন্ধুনদের পশ্চিম তাবৎ ভূভাগ পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লইলেন। তদবধি আফগানি স্থানে টাইমুর বংশের প্রভুতা বিলুপ্ত হয়।

৭। আমেদ সাহ আবদালীর ভারতবর্ষ আক্রমণ (১ম)—১৭৪৮ খৃঃ অব্দে পারস্যরাজ নাদির সাহের মৃত্যুর পরে আবদালীবংশীয় আমেদ খাঁ নামক নাদিরের একজন সেনানী আফগানিস্থানের স্বাধীন রাজা হইয়া, মহম্মদ সাহকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আসিতে

ছিলেন (১৭৪৭)। সর্‌হিন্দ নগরে উপস্থিত হইলে মহম্মদ সাহের পুত্র আমেদ সাহ তাঁহাকে পরাজিত করায়, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন (১৭৪৮)। এই বৎসর মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র আমেদ সাহ সম্রাট্ হন।

৮। আমেদ সাহ ১৭৪৮—১৭৫৪...৬বৎসর— আমেদ সাহ সাদত খাঁর পুত্র সফদারজঙ্গকে উজ্জীর করেন। পূর্ব্ব হইতে রোহিলা নামে পাঠানেরা দিল্লীর অধীনে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে আলি মহম্মদ নামে একজন সর্দ্দার রোহিলাখণ্ড ভূভাগের অধিপতি হন। ১৭৪৫ অব্দে মহম্মদ সাহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক সর্‌হিন্দ প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করেন। পরে রোহিলারা প্রবল হইয়া পুনরায় রোহিলখণ্ড অধিকার করে। সফদার-জঙ্গ কর্ত্তৃক প্রেরিত ফরাক্কাবাদের শাসনকর্ত্তা রোহিলা যুদ্ধে হত হইলে, ইনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ফরাক্কাবাদ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পান। ফরাক্কাবাদবাসীরা রোহিলাদের শরণ লয়। রোহিলারা সফদারজঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করে। তখন তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনানী সেন্ধিয়া ও হুলকারের সাহায্যে রোহিলাদিগকে দমন করেন (১৭৫১)। এই সময়ে আমেদ আবদালী আবার পঞ্জাব আক্রমণ করিলে সম্রাট্ ঐ প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। ইহাই আমেদ আবদালীর ২য় আক্রমণ। সফদারজঙ্গ এই সন্ধিতে অসম্মত হইয়া উজ্জীরত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অযোধ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন (১৭৫৩)। সফদারজঙ্গের পর আসফ্-জার পৌত্র গাজিউদ্দিন উজ্জীর হন। ইনি ১৭৫৪ অব্দে আমেদ

সাহকে অন্ধ ও কারারুদ্ধ করিয়া রাজবংশীয় অন্য এক কুমারকে '২য় আলমগীর' উপাধি দিয়া সম্রাট্ করেন।

৯। ২য়, আলমগীর—১৭৫৪—১৭৫৯...৫ বৎসর। ইহাঁর সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট, অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, পঞ্জাব, হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও ভরতপুর স্বাধীন হইয়াছিল।

১০। আমেদ আবদালীর ভারতবর্ষ আক্রমণ (৩য়)—গাজিউদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পঞ্জাব অধিকার করিলে আমেদ খাঁ কুপিত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক নাদিরের ন্যায় দিল্লীবাসীর ধনপ্রাণ হরণ করেন (১৭৫৭)। পরে কোন এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ ও আলমগীরের প্রার্থনামতে গাজি উদ্দিনকে দমন করিবার জন্য নজিব উদ্দৌলা নামক একজন রোহিলাকে সেনাপতি করিয়া প্রস্থান করেন (১৭৫৭)।

আমেদের প্রস্থানের পরে গাজিউদ্দিন মহারাষ্ট্রীয় সেনানী রাঘবের সাহায্যে, নিযুক্ত সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্বমত কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। গাজিউদ্দিন দ্বিতীয় আলমগীরকে নিহত করিয়া সাজাহান নামে অন্য এক ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করেন; কিন্তু এই ব্যক্তিকে সম্রাট্ বলিয়া কেহই স্বীকার করেন নাই। সকলেই আলমগীরের পুত্র সাহআলমকে সম্রাট্ বলিয়া গণ্য করিলেন।—

১১। ২য় সাহআলম, মোগল সম্রাজ্যের উচ্ছেদ—পাণিপথ ক্ষেত্রে যখন আমেদ সাহ আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল (১৭ অ. ৬ দেখ),

তখন সাহআলম, বিহারে ইংরাজদিগের সহিত রথাযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। শেষে তিনি তাঁহাদিগের বৃত্তিভোগী হইতে স্বীকার করিয়া কিছুকাল এলাহাবাদ নগরে বাস করেন। ইহার পর তিনি ১৭৭১খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হন এবং উজীর নজিবউদ্দৌলার পুত্র জাবিতাখাঁকে দিল্লী হইতে দূর করিয়া দেন। এই সময় হইতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরাই দিল্লীতে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। ইহার মধ্যে কেবল কিছুকালের জন্য মুসলমানেরা পুনরায় আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং জাবিতা খাঁর পুত্র আফগান দলপতি গোলাম খাদির সম্রাটের চক্ষুরুৎপাটন এবং তাঁহার পুত্রগণকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সংবাদ শ্রবণে সম্রাট্‌কে ঐ দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি সেন্ধিয়ার হস্তগত ছিলেন। ঐ বৎসরে (দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের পর) ইনি ইংরাজদিগের অনুগ্রহে সেন্ধিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং ইংরাজ কোম্পানির বৃত্তিভোগী হন। সম্রাটের এক পৌত্র মহম্মদ সাহ, সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া পরাজিত ও বন্দীকৃত হন এবং রেঙ্গুনে প্রেরিত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁ হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইল।

১। মোগল রাজত্ব বিনাশের কারণ—জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র রাজা হইবার নিয়ম না থাকায় সকল রাজপুত্রই সিংহাসন পাইবার চেষ্টা করিতেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইত, তন্মধ্যে যিনি প্রবল হইতেন তিনিই

জয়লাভ করিয়া অপর ভ্রাতাদিগের বিনাশ সাধন ও স্বয়ং সিংহাসন আরোহণ করিতেন। সাহাজানের পুত্র পৌত্রেরাই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

(২) সম্রাটেরা রাজকার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেন না, প্রত্যুত, নৃত্য গীতাদি ও আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন।

(৩) মার্হাট্টাদিগের সহিত আরঞ্জিবের বহুকালব্যাপী যুদ্ধই ইহার ৩য় কারণ। এই যুদ্ধে তাঁহার পূর্ণ রাজকোষ শূন্য হয়; সৈন্যসংখ্যা কমিয়া যায় এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন।

(৪) আরঞ্জিব জিজিয়া প্রচলন ও যশোবন্ত সিংহের পরিবারের প্রতি অত্যাচার করাতে সমুদায় রাজপুত সম্রাটের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। রাজকর্ম্ম প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সমুদায় হিন্দুই সম্রাটের মৃত্যুদণ্ড স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(৫) নিজামআলী, সাদত খাঁ এবং আলীবর্দ্দী খাঁ প্রভৃতি উচ্চাভিলাষী শাসনকর্ত্তাগণ আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত দক্ষিণাপথ, অযোধ্যা বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৬) দুর্ব্বল সম্রাট্‌গণ বলদর্পিত শিখ, মার্হাট্টা ও রোহিলাদিগের প্রভাব খর্ব্ব ও দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারিতেন না।

(৭) পারস্যপতি নাদির সাহ, আমেদ সাহ আবদালী, ফরাসি সেনাপতি লালী, ইংরাজ সৈন্যনায়ক যুদ্ধবীর ক্লাইব প্রভৃতি বিদেশীয়দিগের আক্রমণে সম্রাট্‌গণ একেবারে হীনপ্রতাপ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শিখদিগের আদিম বিবরণ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাবরের রাজত্ব সময়ে নানক নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান দিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী করাইবার জন্য, এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। নানকের মত এই যে, "অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরই মনুষ্যের আরাধ্য"। ইনি, গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু হিন্দু-দিগের ন্যায় জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। সে যাহা হউক, হিন্দু ও মুসলমান অনেকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে শিষ্য অর্থাৎ শিখ এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে গুরু কহে। শিখেরা পূর্ব্বে নিরীহ ছিল। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে মুসল-মানদিগের হস্তে তদানীন্তন শিখগুরুর শিরশ্ছেদ হওয়াতে নিহত গুরুর পুত্র হরগোবিন্দের পরামর্শে তাহারা সৈনিক ব্রত অবলম্বন করে। ১০ম গুরু গোবিন্দ সকল জাতীয় শিখদিগকে "সিংহ" উপাধি প্রদান করেন, জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দেন (১) পরস্পরের কন্যা ও অন্নগ্রহণের

(১) ইতঃ পূর্ব্বে শিখদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিলনা বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক সম্মান করিবার রীতি ছিল।

আজ্ঞা দেন, নীলবস্ত্র পরিধান, শ্মশ্রুধারণ ও শরীরে লৌহাস্ত্র বা অন্য প্রকারের লৌহ ধারণ করিতে বলেন এবং শিখদিগকে রণপণ্ডিত করিয়া তুলেন। কিন্তু তখনও তাহারা মোগলদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বাহাদুর সাহের রাজত্বকালে বন্ধু নামক শিখগুরু মোগল রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। যৎকালে ফেরোক সেরের সহিত সৈয়দদিগের গোলযোগ চলিতেছিল, তখন শিখেরা পঞ্জাব লুঠ করাতে একজন মোগল সেনাপতি তথায় গমন পূর্ব্বক বহু সংখ্যক শিখকে দিল্লীতে রুদ্ধ করিয়া আনয়ন করেন। অনন্তর ৭০০ শিখের শিরশ্ছেদ ও নিদারুণ যন্ত্রণার সহিত বন্ধুর প্রাণসংহার সম্পন্ন হয় (১৭১৯)। কিন্তু ইহাতেও শিখ সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইল না; প্রত্যুত বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা বলবতী হওয়াতে দিন দিন বর্দ্ধিত বল হইতে লাগিল। অবশেষে এই জাতি এতাদৃশ রণনৈপুণ্য সম্পন্ন হইয়াছিল যে, মোগল রাজত্ব বিনষ্ট ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব নাম মাত্রাবশিষ্ট হইলেও, ইংরাজ জাতি ইহাদিগের নিকট, পঞ্জাব যুদ্ধে কম্পিত শরীর ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

১—মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়। ২—শিবজী। ৩—শম্ভুজী। ৪—সাহু। ৫—রাজারাম। ৬—২য় শিবজী। ৭—শিবজীর বংশাবলী।

১। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়—মহারাষ্ট্রীয়রা সামান্যতঃ মার্হাট্টা নামে খ্যাত; মার্হাট্টারা খর্ব্ব, দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, কষ্টসহ, অধ্যাবসায়ী ও ধূর্ত্ত। ইহাদিগের আদিম বিবরণ দুর্জ্ঞেয়। ইহাঁরা আমেদ নগর ও বিজয় পুরের রাজ-সংসারে লিখন, পঠন ও সৈনিক কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয় পুরের রাজা, আপন রাজ্য মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত লিখন পঠনে পরস্য ভাষার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলিত করেন। অশ্বারোহীর কার্য্যে নিপুণ দেখিয়া, দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য যবন রাজগণ ইহাঁদিগকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। যাহাহউক, আমেদ নগ-রের অধ্যক্ষ মালিক অম্বরের সময় হইতেই এই জাতির উন্নতি আরম্ভ হয়।

২। শিবজী—মালিক অম্বরের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যদুরায় ও মল্লজীভুঁস্‌লানামে দুই সৎকুলোদ্ভব মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। যদুরায়ের কন্যা জিজিবায়ের সহিত মল্লজীর পুত্র সাহজীর বিবাহ হয়। ১৬২৭ অব্দে সাহজীর দ্বিতীয় পুত্র জগদ্বিখ্যাত শিবজী ভূমিষ্ঠ হন। সাহজী পুনা নগরে শিব-

জীর বাসস্থান স্থির করিয়া দাদাজীপান্থনামক ব্রাহ্মণের হস্তে পুনার জায়গীরের অধ্যক্ষতা ও শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করেন। দাদাজী, শিবজীকে শস্ত্রে বিদ্যায় নিপুণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। তিনি শিবজীকে সর্ব্বদা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে বীররস পূর্ণ গীত শ্রবণ করাইতেন। তন্নিমিত্ত বীরত্ব প্রকাশে শিবজীর অতিশয় যত্ন হইয়াছিল। শিবজী মৃগয়ায় গমন করিয়া গিরি দুর্গ ও পথ ঘাট উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। শিবজী ১৬৬২ খৃঃ অব্দে বিজয়পুর পতির গিরিদুর্গ ও কঙ্কন দেশের উত্তর খণ্ড অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাতে বিজয়পুরপতি কুপিত হইয়া শিবজীর পিতা সাহজীকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু শিবজী সম্রাট্ সাজাহানের শরণাপন্ন হইয়া পিতার কারামোচন সম্পন্ন করিলেন। ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে শিবজী সাজাহানের অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ লুঠ করেন। তখন কুমার আরঞ্জিব গোলকুণ্ডাপতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। আরঞ্জিব ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, শিবজী স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আরঞ্জিব শিবজীকে ক্ষমা করিয়া রাজ্য প্রাপ্তির আশায় দিল্লী যাত্রা করিলেন। পরে শিবজী বিজয়পুরপতিকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে, বিজয়পুরপতি অনুকূল পণে সন্ধি করিলেন। শিবজী এই সন্ধিদ্বারা পুনার সন্নিকৃষ্ট কঙ্কন দেশে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের স্বাধীন রাজা হইলেন (১৬৬২)। এই সময়ে তাঁহার ৭,০০০

অশ্বারোহী ও ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল।

১৬৬২ অব্দে শিবজী দিল্লীপতি আরঙ্গিবের অধিকার লুণ্ঠন করেন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার সায়স্তা খাঁ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া, পুনা অধিকার পূর্ব্বক শিবজী বাল্যকালে যে গৃহে বাস করিতেন, সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শিবজী সিংহগড়ের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। একদা রজনীতে তিনি, তথা হইতে ২৫ জন সহচরের সহিত বরযাত্রী দলে মিলিয়া, সায়স্তাখাঁকে আক্রমণ করিলেন। সায়স্তাখাঁ পলায়ন করিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অনুচরগণ শিবজীর হস্তে নিহত হইল। পরে তিনি ৪,০০০ অশ্বারোহীর সহিত সুরাট বন্দর লুণ্ঠন এবং স্বীয় রণতরি দ্বারা অর্ণব পথে মক্কাযাত্রী মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া বহুসম্পত্তি লাভ করিলেন। শিবজী এই অত্যাচার, এবং পিতৃবিয়োগের পর রাজোপাধিগ্রহণ ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কন করায় আরঙ্গিব, রাজা জয়সিংহ ও দিলিরখাঁকে সেনাপতি করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের অনুগ্রহে শিবজীর সহিত সম্রাটের সন্ধি হইল। শিবজী সম্রাট্ সৈন্যের সহিত বিজয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং সম্রাটের আহ্বানে দিল্লীর রাজসভায় গমন করিলেন। কিন্তু আরাঙ্গিব তাঁহার সমুচিত সম্মান না করায় শিবজী বিনা অনুমতিতে সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর আরঙ্গিব তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখিলেও তিনি ছদ্মবেশে দিল্লী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশে ৯ মাস ভ্রমণ করিয়া, নিজ রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন (১৬৬৬)। শিবজী পাছে বিজয়পুরপতির সহিত মিলিত হন, এই ভয়ে

এবং বঞ্চনাদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় দিল্লীতে আনিবার আশায়, আরঞ্জিব তাঁহার সমুদায় অপরাধ ক্ষমা ও রাজোপাধি দৃঢ় করিলেন এবং তাঁহাকে এক নূতন জায়গীর দিলেন। কিন্তু শিবজী দ্বিতীয় বার দিল্লীতে গমন করেন নাই। তিনি যুদ্ধ করিয়া বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১৬৬৮ ও ৬৯ অব্দে শিবজী রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করেন। চাতুরী দ্বারা তাঁহাকে হস্তগত করিবার আশা বৃথা হইলে, সম্রাট্ প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, ২ বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল। শিবজী সম্রাটের কয়েকটা দুর্গ অধিকার ও পুনরায় স্থরাট লুণ্ঠন-পূর্ব্বক ১৬৭০ অব্দে খান্দেশ হইতে চৌথ অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ গ্রহণের সূত্রপাত এবং ১৬৭২ খৃঃ অব্দে সম্রাটের সৈন্যগণকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করিলেন।

যৎকালে আরঞ্জিব আর্য্যাবর্ত্তে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে শিবজী সুযোগ পাইয়া সমগ্র কঙ্কন ও সহ্যাদ্রির পশ্চিমেও অনেক স্থান অধিকার করিয়া ১৬৭৪ অব্দে পুনরায় মহাড়ম্বরে রাজমুকুট ধারণ এবং পারস্যভাষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দে স্বীয় কর্ম্মচারিগণের উপাধি প্রদান করিলেন। ইহার পরে তিনি ১৬৭৫ অব্দে গুজরাট লুণ্ঠন ও ১৬৭৬ অব্দে মহীশুরের পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিলেন, এবং ১৬৭৯ অব্দে দিলিরখাঁ বিজয়পুর আক্রমণ করিলে, তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া বিজয়-পুরপতির নিকট হইতে অনেক ভূভাগ প্রাপ্ত হইলেন। অন-ন্তর ১৬৮০ অব্দে ৫৩ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শিবজী পৌরুষশালী, অনলস, বুদ্ধিমান্, পরমহিন্দু ও মুসলমান

ধর্ম্মের দ্বেষ্টা ছিলেন। তিনি বিজয়পুরের সেনাপতি আফজল খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করিয়া আপনার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

৩। শম্ভুজী—শিবজীর মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী চরিত্রদোষে পিতার আদেশে কারারুদ্ধ ছিলেন। অমাত্যগণ শিবজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারামকে রাজা করেন, কিন্তু শম্ভুজী দুর্গস্থিত সেনাগণকে বশীভূত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ এবং রাজারামকে কারারুদ্ধ করিয়া, তাঁহার মাতা ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বিপক্ষ অমাত্যগণের প্রাণসংহার করিলেন। তিনি অল্প দিবস মধ্যেই ব্যসনে মগ্ন হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ভূমির কর বৃদ্ধি দ্বারা প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। আরঞ্জিব মহারাষ্ট্রদেশ আক্রমণ করিলে, তিনিও সম্রাটের অধিকৃত অনেক স্থান লুঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু আরঞ্জিব তাঁহাকে কঙ্কন দেশ হইতে ধৃত করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, শম্ভুজী অস্বীকার করাতে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইল (১৬৮৯)।

৪। সাহু—শম্ভুজীর মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্র সাহু রাজা হইলেন এবং শম্ভুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মোগলেরা রায়গড় অধিকার করিয়া সাহুকে বন্দী করিল। আজিম দাক্ষিণাত্য হইতে বাহাদুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবার সময় সাহুকে মুক্ত করিয়া দেন। সাহু রাজ্য প্রার্থী হইলে তারাবাই তাঁহাকে প্রতারক বলিলেন; কিন্তু অনেক মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার পক্ষ হওয়াতে, তিনি ১৭০৮ খৃঃ অব্দে সেতারা অধিকার পূর্ব্বক

রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন; এই সূত্রে মহারাষ্ট্রীয়েরা দুই দলে বিভক্ত হইল। এই সময়ে দাউদ খাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। তিনি সম্রাট্ বাহাদুর, ও উজীর জুলফিকারের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহুর সহিত এই সন্ধি করিলেন যে, "দক্ষিণাপথের চৌথ তাঁহাকেই প্রদত্ত হইবে, কিন্তু মোগলেরা তাহা আদায় করিয়া দিবে।" দাউদখাঁ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে আসফজা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হন। তিনি দাউদখাঁ কৃত সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া সেতারা ও কোলাপুর এই উভয় রাজবাটীর বিবাদ বর্দ্ধিত করিয়া দেন। পরে হোসেন আসফজার হস্ত হইতে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী পদ গ্রহণ করিয়া (১৭১৫) মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া এবং নিজভ্রাতা আবদুল্লাকে ফেরোক্সেরের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দিল্লী যাইবার মানসে, সাহুর সহিত এই সন্ধি করিলেন যে "সাহু দাক্ষিণাত্যের চৌথ ও সর্দশমুখি (চৌথ বাদে রাজস্বের দশমাংশ) আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু সম্রাট্‌কে বার্ষিক দশলক্ষ টাকা কর ও আবশ্যক মতে ১৫,০০০ অশ্বসেনা প্রদান করিবেন।" ফেরোক্সের এই সন্ধিতে সম্মত হইলেন না। ফেরোক্সেরের মৃত্যুর পরে রাজা সাহুর পেশবা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বলজী বিশ্বনাথ কৌশল পূর্ব্বক সম্রাট্ মহম্মদসাহকে সম্মত করিয়া চৌথ ও সর্দশমুখি আদায় করিতে লাগিলেন। বলজীর পর তৎপুত্র বাজীরাও পেশবা হইয়া সম্রাট্‌কে আক্রমণ জন্য সাহুকে পরামর্শ দিলেন। সাহু বাজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন

বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা ছিলনা। সুতরাং পেশবাই সমুদায় রাজক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। ১৭৪৯ অব্দে সাহু পরলোক গমন করেন। কোলাপুরের রাজা ২য় শম্ভুজী ইহাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কিন্তু বলজী ২য় শিবজীর পুত্র রামকে রাজা উপাধি দিয়া সেতারার সিংহাসন প্রদান করিলেন।

৫। রাজারাম—যৎকালে মোগলেরা সাহুকে বন্দী করিল, তখন রাজারাম পলায়ন পূর্ব্বক কর্ণাটস্থিত জিঞ্জি নামক দুর্গে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। আরঞ্জিব জুলফিকার নামক সেনাপতিকে জিঞ্জির আক্রমণের ভার দিলেন (১৬৯২)। রাজারাম, শান্তজী ও দানজী নামক দুইজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে মোগল রাজ্য লুণ্ঠনে ও চৌথ আদায়ে নিযুক্ত করিলেন। গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর রাজ্যের সেনারাও জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য উপায় না দেখিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। রামচন্দ্র নামক আর এক জন কর্ম্মচারী ও সেতারার দিক্ হইতে লুঠপাঠ আরম্ভ করিল। সমস্ত দাক্ষিণাত্য, লুঠ ও গৃহদাহ প্রভৃতি উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইল। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনারা বেতন পাইত না, লুঠ করিয়া যে যাহা পাইত, তাহা তাহারই হইত, কেবল চৌথ আদায় করিয়া রাজাকে দিত। জুলফিকার ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে জিঞ্জি দুর্গ অধিকার করিলেন। সেতারাও মোগলদিগের হস্তগত হইল।

৬। ২য় শিবজী—১৭০০ অব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্র দ্বিতীয় শিবজী কোলাপুরের রাজা হইলেন এবং শিশুর মাতা তারাবাই রাজ কার্য্যের ভার

লইলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহারা মোগল দিগের হস্ত হইতে আপনাদিগের দুর্গ সকল পুনরায় অধিকার করিয়া লইল। দ্বিতীয় শিবজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বিতীয়শম্ভুজী কোলাপুরের রাজা হন।

৭। শিবজীর বংশাবলী—

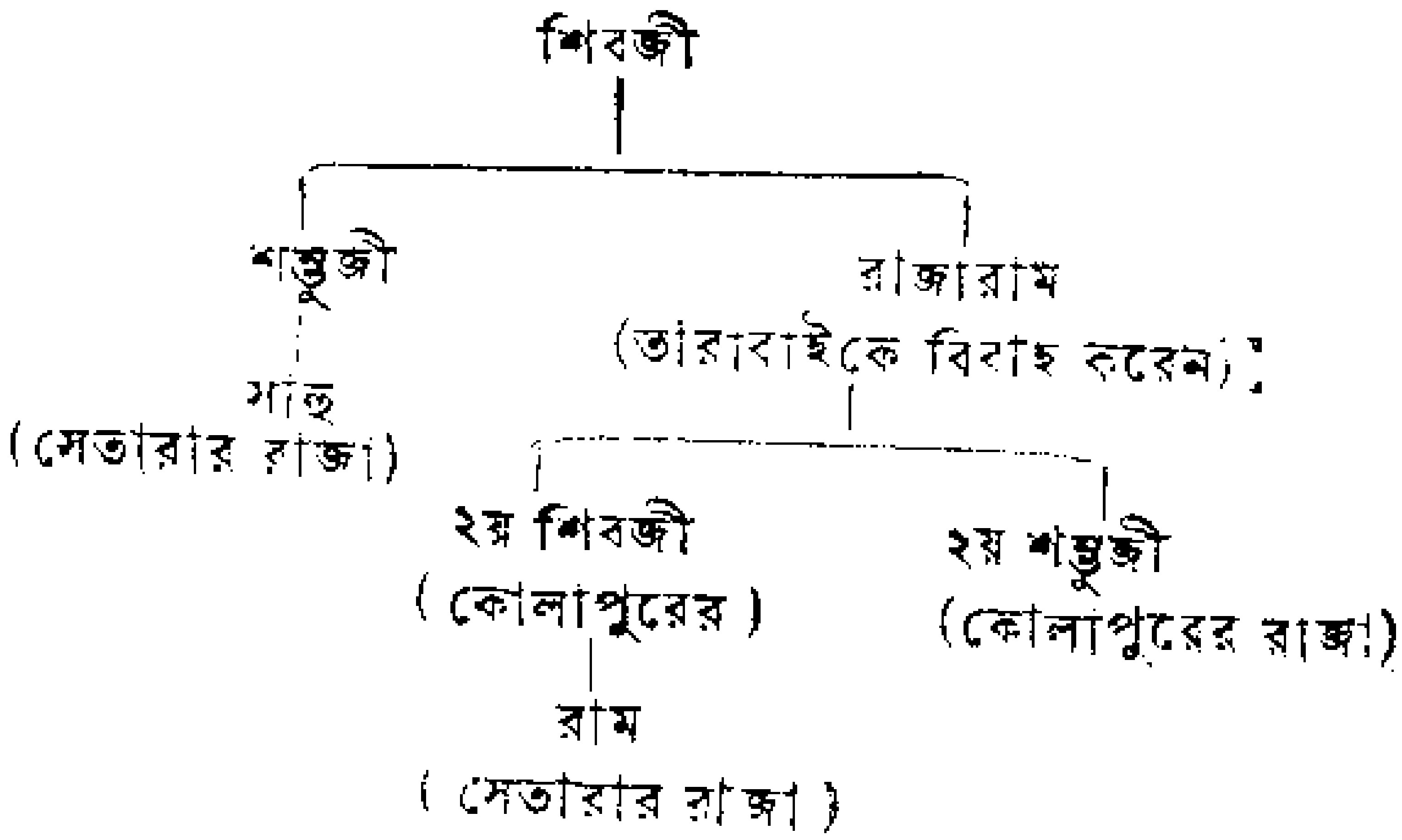

সপ্তদশ অধ্যায়।

পেশবাদিগের বিবরণ।

১—পেশবার বংশাবলী। ২—বলজী বিশ্বনাথ, ১ম পেশবা। ৩—বাজীরাও, ২য় পেশবা। ৪—সিন্ধিয়া, হুলকার, ও গুইকবাড় দিগের উৎপত্তি। ৫—বলজীরাও, ৩য় পেশবা। ৬—পানিপথের ৩য় যুদ্ধ। ৭—পানিপথের ৩য় যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থা। ৮—মধুরাও, ৪র্থ পেশবা। ৯—নারায়ণরাও, ৫ম পেশবা ও রাঘব ৬ষ্ঠ পেশবা। ১০—২য় মধুরাও ৭ম পেশবা। ১১—২য় বাজীরাও, ৮ম অথবা শেষ পেশবা। ১২—মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবনতির কারণ।

১। পেশবার বংশাবলী—

- বলজী বিশ্বনাথ, ১ম পেশবা।
  - বাজীরাও, ২য় পেশবা।
    - বলজীরাও, ৩য় পেশবা
      - বিশ্বাসরাও বা বিশ্বনাথ (পানিপথে হত হন)
      - মধুরাও (৪র্থ পেশবা)
      - নারায়ণরাও (৫ম পেশবা)
        - ২য় মধুরাও (৭ম পেশবা)
    - রাঘব বা রঘুনাথ ৬ষ্ঠ পেশবা
      - ২য় বাজীরাও (৮ম পেশবা)

২। বলজী বিশ্বনাথ ১ম পেশবা ১৭১৪—১৭২০...৬ বৎসর। বলজী বিশ্বনাথ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও অতি দক্ষ ছিলেন। ইনি প্রথমে অতি সামান্য কর্ম্ম করিতেন, পরে স্বীয় ক্ষমতাবলে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া ১৭১৪ খৃঃ অব্দে পেশবা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ইহাঁরই বুদ্ধিকৌশলে পতনোন্মুখ মার্হাট্টাজাতি পুনরভ্যুদয় লাভ করে। বলজী সাহুর অনুকূলে সম্রাট্ মহম্মদ সাহের সহিত এক সন্ধি করিয়াছিলেন (১৬ অ—৪ সাহুদেখ)। ১৭২০ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

৩। বাজীরাও ২য় পেশবা ১৭২০—১৭৪০...২০ বৎসর। বলজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশবা হইয়া সমুদায় রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন (১৬ অ-৪ সাহু দেখ)। ইনি সাহস ও শৌর্য্যে শিবজীর তুল্য ছিলেন।

আসফজা চৌথ এবং সর্দ্দেশমুখি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাজীরাওকে বার্ষিক কিছু টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু বাজী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন আসফজা কোলাপুরের রাজা দ্বিতীয় শম্ভুজীকে চৌথাদির দাওয়া করিতে বলিলেন। ইহাতে সাহু ও বাজী আসফজার অধিকার আক্রমণ করিলেন। আসফজা শম্ভুর সাহায্যেও কিছুই করিতে না পারিয়া বাজীর সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময়ে সাহুর প্রতিনিধি শম্ভুকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহিত এই সন্ধি করিলেন যে, "সাহু মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করিবেন, শম্ভু কেবল কোলাপুরের সন্নিহিত সঙ্কীর্ণ ভূভাগে আধিপত্য করিবেন (১৭৩০)"। মহারাষ্ট্ররাজ্যে পেশবার ও রাজপ্রতিনিধির ন্যায় সেনাপতির পদও পুরুষা-

সুক্রমিক ছিল। সাহুর প্রধান সেনাপতি দাবারী গুজরাট জয় করেন। তিনি সকল কার্য্যেই পেশবার কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া আসফজার পরামর্শে ও আনুকূল্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত ও হত হন। বাজী সদাশয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক দাবারীর শিশু পুত্রকে সেনাপতির পদ প্রদান করিয়া গুজরাটের অর্দ্ধেক রাজস্ব দিতে স্বীকার করিলেন (১৭৩১)। পরে বাজীরাও আসফজার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে মালবের সুবাদার মহম্মদখাঁ বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলে, তথাকার রাজা বাজীর সাহায্য প্রার্থনা করায়, বাজী মহম্মদখাঁকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বাজীকে প্রথমে ঝান্সি প্রদেশ পরে মৃত্যুকালে আপন উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। মহম্মদখাঁর পর জয়পুরপতি দ্বিতীয় জয়সিংহ মালবের সুবাদার হন *। জয়সিংহ বাজীরাওকে পরাস্ত করা অসাধ্য দেখিয়া, সম্রাট্ মহম্মদ সাহের সম্মতি ক্রমেই বাজীকে মালব প্রদেশ অর্পণ করিলেন (১৭৩৬)। কিন্তু বাজী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন; মহম্মদ সাহ সৈন্য প্রেরণ করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইল। বাজীরাও বলিলেন যে "মালবদেশ ও চর্ম্মণ্বতী অর্থাৎ চম্বলনদীর দক্ষিণস্থ তাবৎভূভাগ এবং মথুরা, প্রয়াগ ও বারাণসী এই তিন নগর পাইলে সন্ধি করিতে পারি"। সম্রাট্ এই অঙ্গনতপণে সন্ধি করিতে চাহিলেন না।

* জয়সিংহ বিজ্ঞান শাস্ত্রের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার যত্নে কাশীর মানমন্দির ও উৎকৃষ্ট জ্যৌতিষিক যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হয়।

আসফজা বাজীর পরাক্রমে ভীত হইয়া, সম্রাটের আহ্বানে দিল্লী গমন পূর্ব্বক সেনাপতি হইলেন; এবং বাজীর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিলেন (১৭৩৮)। সন্ধিতে এই ধার্য্য হইল যে "মহারাষ্ট্রীয়েরা চম্বল নদীর দক্ষিণ তাবৎ ভূভাগ এবং রাজকোষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পাইবেন"। এই সন্ধি প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বে নাদিরসাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন*।

৪। **সিন্ধিয়া, হুলকার ও গুইকবাড় দিগের উৎপত্তি**—সিন্ধিয়া বংশের আদি পুরুষ রণজী সিন্ধিয়া কৃষক ছিলেন; ইনি প্রথমে বলজী বিশ্বনাথের নিকট দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত হন। একদা বিশ্বনাথ রাজসভা হইতে প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন যে ভৃত্য রণজী তাঁহার পাদুকাদ্বয় হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। পেশবা, ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় শরীররক্ষী সেনাদলে নিযুক্ত করিলেন। ইনি উত্তরকালে প্রাধান্য লাভ করিয়া মালবের চৌথ আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হন। সিন্ধিয়া বংশ অদ্যাপি গোয়ালিয়রের রাজাসনে আসীন আছেন।

* নাদিরের প্রস্থানের পর, মহারাষ্ট্রীয়েরা মনে করিলেই মোগল প্রভুতার বিলোপ করিতে পারিতেন; কিন্তু গৃহবিচ্ছেদ হেতু তাঁহারা তাহা করিতে পারেন নাই। সাহুর হস্ত হইতে রাজ ক্ষমতা গ্রহণ জন্য অনেকেই বাজীর শত্রু হয়। সাহু রাজা হইয়া পরসজী ভুঁসলা নামক এক মহারাষ্ট্রীয়কে বিরার ও তৎপূর্ব্বদিকবর্ত্তী ভূভাগের চৌথ আদায়ের ভার দেন। সেই পরসজী গুজরাটের গুইকবাড়ের সহিত মিলিত হইয়া বাজীর বিপক্ষ হন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মল্লাররাও হুল্‌কার, হুল্‌কার বংশের আদিপুরুষ। ইহাঁর পিতা গোপালক ছিলেন। কিন্তু ইহাঁর উক্ত কর্ম্ম ভাল না লাগায় যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। বাজীরাও ইহাঁর অসাধারণ সাহস ও রণনৈপুণ্য দর্শনে প্রীত হইয়া মালবের অন্তর্গত ৮৪টী পরগণার চৌথ আদায় করিবার ভার দেন। ইহাঁই মল্লজীর উন্নতির সোপান। ইহাঁর বংশধরেরা ইন্দোরের রাজাসনে আসীন আছেন।

পিলাজী গুইকবাড়, গুইকবাড়বংশের আদিপুরুষ। ইনি দাবারীর শিশুপুত্রের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা পশু পালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পিলাজীর বংশধরেরা বরোদা নগরে অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন।

৫। বলজীরাও, ৩য় পেশবা—১৭৪০—১৭৬১ ...২১ বৎসর। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে, বাজীর মৃত্যু হইলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বলজীরাও পেশবা হন এবং পরসজীর* উত্তরাধিকারী রঘুজী ভুঁসলা প্রভৃতি বিপক্ষতা করিলেও বলজী পিতৃপদ অধিকার করিয়া (নাদিরের আক্রমণের পূর্ব্বে) আসফজাকৃত সন্ধি অনুসারে, সম্রাটের নিকট হইতে মালব দেশের কর্ত্তৃত্ব প্রার্থনা করেন। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত, পরে রঘুজী স্বয়ং বাঙ্গালা দেশে উৎপাত আরম্ভ করিলে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট বলজীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদি তুমি বাঙ্গালা হইতে রঘুজীর উপদ্রব

* পরসজীর উত্তরাধিকারীরা ১৮৫৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নাগপুরের রাজা ছিলেন।

নিবারণ করিতে পার, তবে তোমাকে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে ১১,০০,০০০ এগার লক্ষ টাকা ও মালব প্রদেশ প্রদান করিব"। বলজী, মুর্শিদাবাদের ধনাগার হইতে এগার লক্ষ টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক রঘুজীকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বাঙ্গালাদেশে, রঘুজীর উপদ্রবকে বর্গীর হাঙ্গাম কহে। রঘুজী বাঙ্গালা হইতে আসিয়া রাজপ্রতিনিধি ও গুইকবাড় প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বলজীর বিপক্ষ হন। সুতরাং বলজী রঘুজীর সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকেই বাঙ্গালা ও বিহারের চৌথ আদায়ের ভার দেন (১৭৪৫)। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ১০ বৎসর যুদ্ধ করিয়া ১৭৫১ অব্দে এই সন্ধি করেন যে "রঘুজী বাঙ্গালার চৌথ স্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং কটক প্রদেশ প্রাপ্ত হইবেন ও বাঙ্গালায় আর কোন উপদ্রব করিবেন না"।

এই সময়ে নিঃসন্তান রাজা সাহুর মৃত্যু হয়। কোলাপুরের রাজাই তাঁহার যথার্থ উত্তরাধিকারী; কিন্তু বলজী দ্বিতীয় শিবজীর পুত্র রামকে "রাজা" উপাধি দিয়া সাহুর সিংহাসন প্রদান করিলেন।

৬। **পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ**—১৭৫৮ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রাঘব পারস্যপতি আমেদ আবদালীর অধিকারভুক্ত পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিলে পর তিনি উহার পুনরুদ্ধারের জন্য এদেশে আসেন এই কারণে পাণিপথ ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আমেদসাহ আবদালীর যুদ্ধ হয়।

সিন্ধিয়া ও হুলকার, প্রথমে পেশবা কর্ত্তৃক আমেদসাহ

আবদালির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ইহাতে পেশবা কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন; রাজপুতেরা তাঁহার সাহায্যার্থ এক দল অশ্বারোহী এবং জাঠেরা ৩০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সিন্ধিয়া, হুলকার, ও পিণ্ডারীরা আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। এই রূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ৫৫,০০০ অশ্বারোহী, ১৫,০০০ পদাতিক, ২,০০,০০০ পিণ্ডারী সৈন্য ও অনুযাত্রিক লোক এবং দুইশত কামান সংগৃহীত হইল। আমেদসাহ আবদালির ৪৬,০০০ অশ্বারোহী, ৩৮ ০০০ পদাতিক এবং ৭০ টী কামান ছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের পেশবা বলজীরাওএর ভ্রাতৃপুত্র সদাশিব সেনাপতি এবং পেশবার পুত্র বিশ্বাসরাও সহকারী সেনাপতি নিযুক্ত হন। সদাশিব নিতান্ত উদ্ধতস্বভাব ছিলেন এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণকে অবজ্ঞা করিতেন। ভরতপুরের রাজা সদাশিবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারে অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা বিপক্ষদিগের সৈন্য সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে এবং তাহার সামগ্রীর আমদানি বন্ধ করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু সদাশিব তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ১৭৬১ অব্দের ৭ই জানুয়ারিতে পাণিপথক্ষেত্রে উভয় দলের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রভূত সাহসভরে যুদ্ধ করিয়াছিল; আর কিয়ৎক্ষণ এইরূপ যুদ্ধ করিলেই তাহাদিগের সম্পূর্ণ জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু দুইটার পর বিশ্বাসরাও হত হওয়াতে সদাশিব রণভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন, সেন্ধিয়া

ও হুলকার তাঁহার অনুগামী হইলেন, সৈন্যগণ নায়কবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, বিপক্ষগণ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল, ইহাতে কতক বা হত এবং কতক বা বন্দীকৃত হইল। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রায় দুইলক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পেশবা বলজী এই সংবাদ শ্রবণে দুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

৭। পাণিপথের ৩য় যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থা—মোগল সাম্রাজ্য উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল; ক্ষমতা বিহীন মোগল রাজগণ কেবল নাম মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। দিল্লীর চতুর্দ্দিক স্থ প্রদেশ সমূহে জাঠ ও রোহিলা নামক দুই পরাক্রান্ত জাতি আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। রাজপুত রাজারা দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে ক্ষমতাশূন্য হইয়াছিলেন, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা একটী বহুবিস্তীর্ণ ভূভাগের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রীয়েরা একাধিপত্য করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমস্ত ভারতভূমির উপর একাধিপত্য স্থাপনের আশা স্বপ্নে পরিণত হইল, এবং যদিও পেশবা সমুদায় মার্হাট্টাগণের প্রধান ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের সৈন্য বল গুইকবাড়, ভুঁস্‌লা, সেন্ধিয়া ও হুলকার এই কয়জনের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। সলাবৎজঙ্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কতিপয় ঐশ্বর্য্যশালী প্রদেশ অর্পণ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ফরাসীদিগের ক্ষমতা এবং এদেশে আধিপত্যস্থাপনের আশালতা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছিল। মহম্মদআলী ইংরেজদিগের অনুগ্রহে কর্ণাটের সিংহাসন লাভ

করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই বাহুবলে রক্ষিত হইয়া রাজ্যপালন করিতেছিলেন। হায়দরআলী সমগ্র মহীশুরের আধিপত্য লাভে সচেষ্ট ছিলেন এবং ইংরাজেরা তাঁহাদিগের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন।

৮। মধুরাও ৪র্থ পেশবা ১৭৬১—১৭৭২... ১১ বৎসর। মধুরাও সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পেশবা পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি অত্যন্ত সাহসিক পুরুষ ছিলেন। অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন রামশাস্ত্রী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার শিক্ষকছিলেন। হায়দার আলী, নিজাম ও বিরারের রাজার সহিত যুদ্ধে ইহাঁর রাজত্বের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

৯। নারায়ণরাও, পঞ্চম পেশবা ১৭৭২—মধুরাও অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। নানা ফর্ণাবিশ ইহাঁর মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁর সময় মার্হাট্টারা দিল্লী অধিকার ও সম্রাট্ সাহআলমকে আপনাদের বশে আনিয়াছিল। মধুরাও অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পিতৃব্য ৬ষ্ঠ পেশবা রাঘবের ষড়যন্ত্রে কালকবলে পতিত হন।

১০। ২য় মধুরাও সপ্তম পেশবা ১৭৭৪—১৭৯৫...২১বৎসর। নারায়ণরাওর মৃত্যুর পর ২য় মধুরাও জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু রাঘব তাঁহাকে নারায়ণরাওর পুত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়া স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ

করিলেন, কিন্তু নানাফর্ণাবিশ ও শুকরাম বাবু প্রভৃতি পুনার দরবারের প্রধান প্রধান লোকেরা রাঘবকে পদচ্যুত করিয়া ২য় মধুরাওকে পেশবা করায় রাঘব রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন। তখন তিনি রাজ্য পাইবার আশায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটী যুদ্ধ হয় (৩য় খণ্ড ৫ম অ ১১ ও ১২ দেখ)। ইহার পর পেশবা ২য় মধুরাও নিজামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন (১৭৯৪ ডিসেম্বর)। কুর্দ্দলা নামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয়েরা জয়লাভ করেন (১৭৯৫ মার্চ্চ)। এই যুদ্ধের অল্পকাল পরেই মধুরাও আত্মহত্যা করেন (১৭৯৫)।

১১। ২য় বাজীরাও, শেষ বা অষ্টম পেশবা ১৭৯৫—১৮১৮...২৩বৎসর। মধুরাওর মৃত্যুর পর অনেক ষড়যন্ত্র করিয়া পরিশেষে ২য় বাজীরাও সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে যশোবন্তরাও হুলকার ইন্দোরের সিংহাসনে আসীন হইয়া পেশবা ও দৌলত্‌রাও সেন্ধিয়ার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। ইহাতে পেশবা পরাজিত হইয়া ইংরেজদিগের শরণাপন্ন লইলেন। তাহাতে ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়, (৩য় খণ্ড, ৯ম অ ৫দেখ)। কিন্তু ইহাঁর বুদ্ধি অতি অল্পছিল। ত্র্যম্বকজী নামক একজন কুচক্রী পুরুষ তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করে। অবশেষে তাঁহার পরামর্শে ইনি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরাজিত ও আত্ম রক্ষণে অসমর্থ হন, তখন ইংরেজদিগের সহিত ইহাঁর এক সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে ইনি রাজ্যভ্রষ্ট হন এবং কানপুরের নিকটস্থ বিঠোর

নামক স্থানে তাঁহার আবাসভূমি স্থির হয়। এই স্থানে তাঁহার পোষ্যপুত্র নানাসাহেব ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া পরাজিত ও অনুদ্দেশ হন। ইহাঁ হইতেই পেশবাবংশের উচ্ছেদ হইল।

১২। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবনতির কারণ—(১) মহাদাজী সেন্ধিয়া, পেশবার অধীনতা স্বীকার করিতেন না, প্রত্যুত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন ; (২) নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর রাঘব নানাফর্ণাবিশ, সেন্ধিয়া ও হুলকার পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের প্রভাব ধ্বংস করিয়াছিলেন ; (৩) মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে পেশবা এবং তাঁহার সভাসদেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু সেন্ধিয়া প্রভৃতিরা নীচজাতীয় থাকায় পরস্পরের মধ্যে কেবল অনৈক্য উপস্থিত হইত।

তৃতীয় খণ্ড।

ইংরেজ রাজত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

১—ভারতবর্ষের কথা ইউরোপে প্রচার। ২—ভারতবর্ষের আদিম বাণিজ্য। ৩—পর্ত্তুগীজদের ভারতবর্ষে আগমন। ৪—ওলন্দাজদিগের আগমন। ৫—দিনেমারদিগের আগমন। ৬—ইংরেজদিগের আগমন। ৭—ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ইংরেজদিগের বাণিজ্যস্থান। ৮—সার্ টমাস্ রো। ৯—পূর্ব্বোপকূলে ইংরেজদিগের বাণিজ্যস্থান। ১০—বঙ্গদেশে ইংরেজদিগের বাণিজ্যস্থান। ১১—হামিল্টন। ১২—ফরাসীদিগের আগমন।

১। ভারতবর্ষের কথা ইউরোপে প্রচার— ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতার নিমিত্ত বিখ্যাত। গ্রীসদেশীয় ইতিহাস লেখক হেরোডটাসের গ্রন্থে ভারতবর্ষের নাম মাত্র লিখিত আছে। মাসিডনের রাজা আলেক্জাণ্ডর ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ অংশ জয় করেন (১ম খণ্ড, ৩অ ২দেখ)। গ্রীসদেশীয় গ্রন্থকার আরিয়ানের গ্রন্থে তাহা বিশেষ রূপে লিখিত আছে। আলেক্জাণ্ডরের মৃত্যু হইলে তাঁহার সেনাপতি সিলিউকসের দূত মিগাস্থিনিস্ বহুকাল মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থান

করিয়াচিলেন। এই সকল কারণে ইউরোপে ভারতবর্ষের কথা প্রচারিত হয়।

২। ভারতবর্ষের আদিম বাণিজ্য—পূর্ব্বে মলবর, গুজরাট, কচ্ছ ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা আপনাদের নির্ম্মিত অর্ণবযান আরোহণ পূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেন। যবদ্বীপে বালীনামক নগর বাণিজ্যের জন্য খ্যাত এবং চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় হিন্দুদিগের বাস ও আধিপত্য ছিল। অনন্তর আরব দেশের বণিক্‌গণ ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া, বিক্রয়ার্থে প্রথমে আলেক্ষ জাণ্ড্রিয়া পরে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে লইয়া যাইত। ইটালির অন্তর্গত ভিনিস ও জেনোয়াবাসী লোকেরা এই দুই স্থান হইতে উক্ত পণ্যক্রয় করিয়া ইউরোপের নানাস্থানে বিক্রয় করিত। সেই সময় ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল।

৩। পর্ত্তুগীজদিগের ভারতবর্ষে আগমন—পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা প্রথমে ভিনিস হইতে ভারতবর্ষীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রয় পূর্ব্বক যথেষ্ট লাভ করিত। সুতরাং তাহারা ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত ছিল। অবশেষে ভাস্কোডিগামা নামক একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক ৩ খানি জাহাজ লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ (আফ্রিকার দক্ষিণ) বেষ্টন পূর্ব্বক ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে মলবর উপকূলস্থ কলিকট্ট নগরে উত্তীর্ণ হন। তৎকালে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সম্রাট্ ও জামোরিন্ কলিকট্টের রাজা ছিলেন (কলিকট্টের রাজাদিগকে জামোরিন্ কহিত)।

জামোরিন্ প্রথমে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রদর্শন ও আনুকূল্যের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মূর নামে খ্যাত আরব ও মিশরীয় বণিক্‌গণ তৎকালে ঐ প্রদেশে বাণিজ্য করিতেছিল, তাহাদের পরামর্শে জামোরিন্ পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া পরাজিত হন। ক্রমে আরব, ভিনিসীয় প্রভৃতি বণিক্‌গণের ব্যবসায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল এবং পর্ত্তুগীজেরাই প্রবল হইয়া উঠিল, হুগলী ও চট্টগ্রাম ইহাদিগের প্রধান বাণিজ্য স্থান। ইহাদিগের সেনাপতিগণ ভারতবর্ষের মধ্যে গোয়া, দিউ, দমায়ু, মলক্কা, আরাকান, পারস্য উপসাগরস্থ অর্ম্মজ, সিংহল এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই সকল স্থানে তাঁহাদের আধিপত্য ছিল। পরে ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীদিগের আগমনে তাঁহাদের অবনতি হয়। পর্ত্তুগীজেরাই ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে বাণিজ্য করিতে এদেশে আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, রোমকেরাই এদেশে বাণিজ্যার্থ প্রথমে আসিয়াছিলেন।

৪। **ওলন্দাজদিগের আগমন**—ইতিপূর্ব্বে ওলন্দাজেরা লিস্‌বন নগরে পর্ত্তুগীজদিগের আনীত বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিতেন। পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া তাঁহারা এদেশে আসিতে অভিলাষী হইলেন। পরে সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব কালে ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন হাউটান ৪ খানি জাহাজ লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন পূর্ব্বক যাবা দ্বীপের অন্তর্গত বাণ্টাম নগরে উপস্থিত হন, ক্রমে যব, ও

সুমাত্রাদ্বীপ এবং চুঁচুড়া, নগপত্তন প্রভৃতি স্থানে তদীয় আধিপত্য স্থাপিত হয়। পরে ওলন্দাজেরা পর্তুগীজদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অনেক স্থান অধিকার করিয়া লন। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা সুমাত্রাদ্বীপস্থ একটী স্থান ওলন্দাজদিগকে প্রদান করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে চুঁচুড়া গ্রহণ করেন।

৫। দিনেমারদিগের আগমন—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে দিনেমারেরা ভারতবর্ষে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে ট্রাঙ্কুইবার নামক স্থানে এবং বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে এক এক কুঠি স্থাপন করেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীরামপুর ক্রয় করিয়াছেন।

৬। ইংরেজদের আগমন—পর্তুগীজেরা এদেশে বাণিজ্য করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া একদল ইংরেজবণিক্ এদেশে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এলিজাবেথের নিকট সনন্দ প্রার্থনা করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের শেষ দিবসে তাঁহারা ১৫ বৎসরের নিমিত্ত বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই বণিক্ সম্প্রদায় "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে খ্যাত। ১৬০১ অব্দে কাপ্তেন লাঙ্কেষ্টার উক্ত কোম্পানির ৫ খানি জাহাজের সহিত সুমাত্রাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া এক কুঠী স্থাপন করেন। ইহার পর প্রায় দশবৎসর কাল ইংরেজেরা ভারতসাগরীয় দ্বীপ সমূহে ব্যবসা করিয়াছিল। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা ৩ য় উইলিয়ম আর একদল বণিক্ প্রেরণ করেন। কিছুকাল বিবা-

দের-পর ১৭০৮ খৃঃ অব্দে উভয় দল একত্রিত হইয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

৭। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ইংরেজদের বাণিজ্যস্থান—১৬১৩ অব্দে ইংরেজেরা ছিট ক্রয় করিবার নিমিত্ত স্থরাট নগরে উত্তীর্ণ হন; কিন্তু তথায় তখন পর্ত্তুগীজদিগের অত্যন্ত প্রভাব ছিল, স্থতরাং ইংরেজদিগের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়ী হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে দূর করিয়া দেন এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তথায় একটী কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৬২ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা ২য় চার্লস পর্ত্তুগালের রাজকন্যা কেথরিন অফ্ ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই দ্বীপ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৬৬৮ অব্দে উহা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দান করেন। সেই অবধি বোম্বাই নগর পশ্চিম উপকূলে ইংরেজদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজধানী হয়।

৮। সার টমাস রো—১৬১৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা ১ম জেমস্ ইংরেজদিগের বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য সার টমাস রোকে দূত করিয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাইয়া দেন। সার টমাস রো অতিশয় আদরের সহিত রাজসভায় গৃহীত হইয়াছিলেন। ইঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ইংরেজদিগের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

৯। পূর্ব্বোপকূলে ইংরেজদিগের বাণিজ্যস্থান—প্রথমে মছলিপত্তন নামক স্থান ব্যতীত পূর্ব্বোপকূলে আর

কোথাও ইংরেজদিগের কুঠী ছিলনা। পরিশেষে ১৬৪০ অব্দে ইংরেজেরা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাজ নামক স্থান ক্রয় এবং ইংলণ্ডের রাজা ১ম চার্লসের অনুমতি অনুসারে তথায় "ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ" নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর মান্দ্রাজের অনতিদূরে "ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড" নামে আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। মান্দ্রাজ নগরই পূর্ব্ব উপকূলে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যস্থান এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজধানী।

১০। **বঙ্গদেশে ইংরেজদিগের বাণিজ্য স্থান—** সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের অনুমতি অনুসারে ইংরেজেরা ১৬২৪ খৃঃ অব্দে পিপ্লি নামক স্থানে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং এই স্থানই বঙ্গদেশে ইংরেজদিগের প্রথম বাণিজ্য স্থান। ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা সঙ্কট রোগাপন্ন হইলে ডাক্তার বাউটন তাঁহার আরোগ্য সম্পাদন করিয়া ইংরেজদিগের অনুকূলে বঙ্গদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান। তিনি পুনর্ব্বার বাঙ্গালার সুবাদার সুজার এক অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকের রোগ শান্তি করিয়া কোম্পানির জন্য বালেশ্বর ও হুগলিতে কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে হুগলিতে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অতঃপর ইংরেজদিগের দুরাচার স্রোত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে সম্রাট্ আরঙ্গজেবের অনুমতি অনুসারে তাহারা বোম্বাই ব্যতীত আর সমুদায় স্থান হইতেই তাড়িত হন। কিন্তু পরিশেষে সম্রাট শরণাগত ইংরেজদিগকে ক্ষমা করেন। ১৬৯৬ অব্দে আরঙ্গজেবের পুত্র আজিম্ওসানের

অনুমতি অনুসারে ইংরেজেরা কলিকাতা, সুতানুটী, ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থান ক্রয় এবং কলিকাতায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের সম্মানার্থে ঐ দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখা হইয়াছে।

১১। হামিল্টন—ইনি, ১৭১৬ অব্দে সম্রাট্ ফেরোকসেরের পীড়া শান্তি করিয়া ইংরেজদিগের অনুকূলে অনেক গুলি ক্ষমতা পান ;—(ক) কোম্পানির প্রেসিডেণ্টের দস্তখতি ছাড় লইয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি হইতে পারিবে, ইহাতে নবাবের কর্ম্মচারীরা কোনরূপ বাধা দিতে পারিবে না ; (খ) মুর্শিদাবাদের মুদ্রাযন্ত্রে ইংরেজেরা সপ্তাহে তিন দিবস মাত্র মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারিবেন ; (গ) কলিকাতার সন্নিহিত ৩৮ টী গ্রাম ক্রয় করিতে পারিবেন। শেষোক্তটী মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর আপত্তি নিবন্ধন সম্পন্ন হয় নাই।

১২। ফরাসীদিগের আগমন—১৬০৪ অব্দে ফরাসীরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন এবং মরিসস্, বোর্ব্বোঁ প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিয়া, ১৬৬৪ অব্দে সুরাটে, ১৬৭৪ অব্দে পণ্ডিচেরীতে এবং ১৬৮৮ অব্দে চন্দননগরে বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন মাহী, কারিকোল প্রভৃতি অনেকস্থানে তাঁহারা কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানের মধ্যে পণ্ডিচেরী সর্ব্ব প্রধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ণাটপ্রদেশে যুদ্ধ।

১—কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের কারণ। ২—কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের বিবরণ। ৩—কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ। ৪—কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ। ৫—ডিউপ্লে। ৬—কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ। ৭—কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধের বিবরণ।

১। কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের কারণ—১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় এদেশেও ঐ দুই জাতির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের বিবরণ—১৭৪৬ খৃঃ অব্দে মরিসস্ ও বোর্ব্বোঁ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা লাবর্ডনে মান্দ্রাজ জয় করেন, পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা ডিউপ্লে (৫ দেখ) মান্দ্রাজের ধনাগার লুণ্ঠন ও নিকটস্থ ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড দুর্গ আক্রমণ করেন। পরিশেষে ইংলণ্ড হইতে কয়েক খান রণতরী আসিলে ইংরেজেরাও পণ্ডিচেরী অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ইউরোপে ঐ দুই জাতির মধ্যে সন্ধি হইলে এদেশেও উভয় পক্ষের যুদ্ধশেষ হয় এবং ইংরেজেরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পান।

৩। কর্ণাটের ২য় যুদ্ধের কারণ—১৭৪৮ অব্দে ১০৪ বৎসর বয়সে দক্ষিণাপথের সুবাদার নিজামবংশের আদি

পুরুষ নিজাম উল্‌মুলকের (আসফজার) * মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র নাজিরজঙ্গ পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু নিজামউলমুলকের প্রিয় দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গ মাতামহরাজ্য অধিকার করিতে মানস করিয়াছিলেন। এই সময় আবার কর্ণাটের স্বাধীন নবাব দোস্ত আলী মার্হাট্টা যুদ্ধে হত হইলে নিজামের প্রিয়পাত্র আনোয়ারুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি ঐ পদ অধিকার করিলেন; কিন্তু দোস্তআলীর জামাতা চাঁদ সাহেবের কর্ণাটের নবাব হইতে ইচ্ছা ছিল, সুতরাং নাজিরজঙ্গের সহিত মজঃফরের ও আনোয়ারুদ্দিনের সহিত চাঁদ সাহেবের শত্রুতা হইল। মজঃফর ও চাঁদ উভয়ে পণ্ডিচেরীর ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডিউপ্লে বুসী নামক একজন রণনিপুণ সেনাপতিকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ সসৈন্যে পাঠাইলেন। তিন পক্ষের সৈন্য একত্রিত হইয়া কর্ণাটের রাজধানী আর্কাডুর নিকট আম্বুর নামক স্থানের যুদ্ধে আনোয়ারুদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করিল। আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলী আত্মরক্ষার্থে সপরিবারে ত্রিচিনপল্লীতে আশ্রয় লইলেন (১৭৪৯)। মজঃফর আপনাকে সুবাদার মনে করিয়া চাঁদকে কর্ণাটের নবাব করিলেন; কিন্তু অবিলম্বেই নাজিরজঙ্গ সসৈন্যে আসিয়া ভাগিনেয় মজঃফরকে কারারুদ্ধ এবং

---

* এই সময়ে নিজাম উলমুলক, নামে আপনাকে সম্রাটের অধীন দক্ষিণাপথের সুবাদার বলিতেন; কিন্তু কার্য্যে হায়দরাবাদে স্বাধীন হইয়াছিলেন এবং কর্ণাটপ্রভৃতির নবাবেরাও নামে সুবাদারের অধীন, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

চাঁদসাহেবকে কর্ণাট হইতে দূরীভূত করিলেন। নাজির জঙ্গও নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তিনি ডিউপ্লের ষড়যন্ত্রে কড়পার নবাবের হস্তে নিহত হইলেন। ফরাসীরা মজঃফরকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া নিজাম-রাজ্য প্রদান করিলেন (১৭৫০)। মজঃফরও আবার অল্পদিন মধ্যে নিজ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তখন ফরাসী সেনাপতি বুসী তদীয় তৃতীয় মাতুল সলাবৎজঙ্গকে নিজামরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এদিকে চাঁদসাহেব ফরাসীদিগের সাহায্যে কর্ণাটের নবাব হইলেন এবং ত্রিচিনপল্লীতে মহম্মদ আলীকে অবরোধ করিলেন। ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা ফরাসীদিগের আধিপত্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন এবং মান্দ্রাজের গবর্ণর সাণ্ডার্শ সাহেব মহম্মদ আলীর সাহায্যার্থ সযত্ন হইলেন; এই কারণে কর্ণাটে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে ২য় বার যুদ্ধ হয়।

৪। কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ—ইংরেজেরা মহম্মদ আলীর সাহায্যার্থ যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সংখ্যায় অল্প ছিল বলিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। পরে বিখ্যাত রবর্ট ক্লাইব (৩ অ—১২ দেখ) মান্দ্রাজের গবর্ণর সাণ্ডার্শ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, "আপাততঃ ত্রিচিনপল্লীর উদ্ধার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আর্কাড় আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।" মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ক্লাইবের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তখন তিনি, ৩০০ সিপাহী ও ২০০ গোরার সহিত চাঁদসাহেবের

রাজধানী আর্কাড়ু নগর জয় করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া চাঁদ সাহেব অবরোধকারী সৈন্য হইতে কতকগুলি সৈন্য দিয়া নিজ পুত্র রাজাসাহেবকে রাজধানীর উদ্ধারার্থ পাঠাইলেন। ক্লাইব এরূপ সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, যে রাজা সাহেব ১০,০০০ সৈন্য লইয়া দুই মাস চেষ্টা করিয়াও আর্কাড়ুর উদ্ধারে হতাশ হইলেন এবং অবশেষে ত্রিচিনপল্লীর অবরোধকারীদিগের সহিত যোগ দিলেন। আর্কাড়ু অবরোধকালে খাদ্যের অভাব হইলে প্রভুভক্ত সিপাহীরা অন্নের ফেনমাত্র পান করিয়া ইংরেজদিগকে অন্ন আহার করিতে দিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে গুটী নামক দুর্গের মহারাষ্ট্রীয় অধিপতি মুরারিরাও এবং মহীশুরের সর্ব্বাধ্যক্ষ নন্দরাজ মহম্মদ আলীর সাহায্যার্থ এক এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এই সময়ে আবার ইংরেজদিগের প্রধান সেনাপতি মেজর লরেন্স ইংলণ্ড হইতে আসিয়া ক্লাইবের সহিত মিলিত হইলেন। ক্লাইব এই সকল সাহায্য পাইয়া ত্রিচিনপল্লীতে চাঁদ সাহেব ও ফরাসী সেনাপতি লাকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর চাঁদ সাহেব তঞ্জোরের সেনানী মনাকজির হস্তে নিহত হন। ইংরেজদের অনুগ্রহে মহম্মদ আলী কর্ণাটের নবাব হইলেন (১৭৫২)। ফরাসী কোম্পানি ডিউপ্লেকেই বিবাদের কারণ মনে করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। ১৭৫৫ অব্দে ইংরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের সন্ধি হয়।

৫। ডিউপ্লে—ডিউপ্লে একজন প্রসিদ্ধ বণিক্। ১৭৩০খৃঃ অব্দে ইনি চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন এবং বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া উক্ত নগরকে এরূপ সমৃদ্ধিশালী করেন

যে, উহা কলিকাতার সদৃশ হইয়া উঠে। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে ইনি পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা হন এবং এদেশে ফরাসীদিগের প্রাধান্য স্থাপিত করিবার নিমিত্ত কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় মজঃফর ও চাঁদ সাহেবের সাহায্য করেন এবং এই যুদ্ধে প্রথমে জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সের রাজার নিকট হইতে "মার্কুইস" উপাধি প্রাপ্ত হন ; কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন (১৭৫৪)। ডিউপ্লে একজন সুচতুর ও ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন ; রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৬। কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ—১৭৫৬ অব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এই কারণে এদেশেও উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়।

৭। কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধের বিবরণ—ফরাসী সেনাপতি লালী বুসীকে হায়দরাবাদ হইতে পণ্ডিচেরীতে আসিতে বলেন এবং বুসী আসিবার পূর্ব্বেই ইংরেজদিগের ফোর্টসেণ্ট ডেবিড দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। এক্ষণে তিনি মান্দ্রাজ নগর আক্রমণ করিলেন। তথায় যুদ্ধবীর ইংরেজ সেনাপতি লরেন্স দুই মাস অবরুদ্ধ ছিলেন, বোধ হয়, আর কিছু দিন থাকিতে হইলেই তাঁহাকে লালীর নিকট পরাজিত হইতে হইত। কিন্তু এই সময় ইংলণ্ড হইতে কয়েক খানি যুদ্ধ জাহাজ আসিলে লালী মান্দ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন রণপণ্ডিত কূটের সহিত লালীর বন্দীবাস নামক স্থানে একটী ঘোরতর সংগ্রাম

হয় (১৭৫৯); তাহাতে লালী পরাজিত ও বুসী বন্দীকৃত হইলেন। অনন্তর কুটসাহেব ফরাসীদিগের সমুদায় দুর্গ হস্তগত করিয়া পটুঞ্চেরীর দুর্গও জয় করিয়া লইলেন (১৭৬১)। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ঐ উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি হওয়াতে ফরাসীরা পটুঞ্চেরী ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা আর এদেশে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা অধিকার।

১—আলিবর্দ্দি খাঁ। ২—সিরাজ উদ্দৌলা। ৩—অন্ধকূপ হত্যা। ৪—কলিকাতা পুনরধিকার ও করাসীডাঙ্গা আক্রমণ। ৫—পলাশী যুদ্ধের কারণ। ৬—পলাশী যুদ্ধ। ৭—মীরজাফর। ৮—মীর-কাশিম। ৯—ইংরেজদিগের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধের কারণ। ১০—ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধের বিবরণ। ১১—নজ-মুদ্দৌলা। ১২—ক্লাইব। ১৩—ভান্সিটার্ট। ১৪—ভেরেলষ্ট ও কার্টিয়ার।

১। আলিবর্দ্দিখাঁ।—সম্রাট্ মহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আলিবর্দ্দি খাঁর অধীনে স্বাধীনতা লাভ করে। আলিবর্দ্দিখাঁর রাজত্বের অধিকাংশ সময় মাহারাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বিরারের মাহারাট্টারাজা রঘুজী-

ভুঁস্লাকে সমুদায় উড়িষ্যা অর্পণ করেন। আলিবর্দ্দি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও দক্ষ ছিলেন এবং সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিতেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২। সিরাজউদ্দৌলা—আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে ১৭৫৬ অব্দে তাঁহার দৌহিত্র ১৯ বৎসর বয়স্ক সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি দুরন্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন। সিরাজের রাজত্বকালে প্রজারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলাছিল।

৩। অন্ধকূপ হত্যা—সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার হিন্দু-গবর্ণর রাজা রাজবল্লভের সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস কতকগুলি পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া কলিকাতাস্থ ইংরেজদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহাতে নবাব তাঁহাকে মুর্শিদা-বাদে প্রেরণ করিতে বলেন, কিন্তু ইংরেজাধ্যক্ষ ড্রেক শরণা-গত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে প্রদান করিতে অসম্মত হইলেন; এই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সন্দেহ করিয়া ইংরেজেরা নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও কলিকাতাস্থ দুর্গের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দুই কারণে সিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজদিগের কাশিমবাজারের কুঠি লুঠ এবং কলি-কাতার দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিলে পর ড্রেক্ সাহেব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন; অনেকেই তাঁহার অনুসরণ করিল। অবশিষ্ট লোকেরা হলও-য়েল নামক এক ব্যক্তিকে অধিনায়ক করিয়া নবাবের সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা জয় লাভে অস-

সমর্থ হইয়া পরাজিত ও বন্দীকৃত হইল। অবশেষে নবাবের কর্ম্মচারীরা দুর্গস্থ ১৪৬ জন ইংরেজকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বন্দী করিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল যে, তন্মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত আছে, এই ঘটনা "অন্ধকূপ হত্যা" নামে প্রসিদ্ধ (১৭৫৬ অব্দের ২০ জুন)। পরে সিরাজ ইংরেজদিগের ধনাগার লুণ্ঠন এবং মাণিক চাঁদের উপর কলিকাতা রক্ষার ভারার্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন।

৪। কলিকাতা পুনরধিকার ও ফরাসিডাঙ্গা আক্রমণ—মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন সাহেবকে ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাহী সৈন্যের সহিত কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। কলিকাতায় আগমনের পরে তাঁহাদিগের সহিত মাণিক চাঁদের যুদ্ধ হইল, তাহাতে মাণিক পরাস্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করিলেন। কলিকাতা ইংরেজদিগের কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইল (১৭৫৭—২ রা জানুয়ারি)। নবাব এই সংবাদ শ্রবণে কুপিত হইয়া সসৈন্যে কলিকাতায় আগমন করিলেন; কিন্তু ক্লাইবের নিকট পরাভূত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর নবাব ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ফরাসীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন শুনিয়া, ক্লাইব ফরাসিডাঙ্গা আক্রমণ ও ফরাসীদিগকে পরাজিত করিলেন।

৫। পলাশী যুদ্ধের কারণ—সিরাজের অত্যাচার হেতু তাঁহার মন্ত্রী রায়দুর্লভ, সেনাপতি মীরজাফর, কোষা-

ধ্যক্ষ জগৎশেঠ ও উমিচাঁদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান২ লোক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ; ক্লাইবও সম্মত হইলেন। সন্ধি-পত্রে এই স্থির হইল যে, মীরজাফর সাহায্য করিয়া নবাবকে পদচ্যুত করিলে তিনিই নবাব হইবেন, ইংরেজেরা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ২১ কোটী টাকা ও কলিকাতার নিকটস্থ অনেক ভূমি পাইবেন। এই সকল স্থির হইলে উমিচাঁদ বলিলেন যে, আমাকে ৩০ লক্ষ টাকা না দিলে আমি সমুদায় প্রকাশ করিয়া দিব। ক্লাইব এক মিথ্যা সন্ধিপত্রে জাল স্বাক্ষর করিয়া উমিচাঁদকে ক্ষান্ত করিলেন।

৬। পলাশী যুদ্ধ—ক্লাইব ১৭৫৭ অব্দে ২৩ এ জুন মুর্শিদাবাদে পলাশী নামক পল্লীর মাঠে ৩,০০০ সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। সিরাজও ৫০।৬০ সহস্র সৈন্যের সহিত তাঁহার প্রতিকূলে আগমন করিলেন। মীরজাফর এই যুদ্ধে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষেই ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল। পরিশেষে নবাবের সেনা-পতি মীরমদন আহত হওয়ায়, তিনি দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন করি-লেন, সুতরাং ইংরেজদিগেরই জয়লাভ হইল। ক্লাইব এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যের সূত্রপাত করিলেন।

সিরাজ প্রাণভয়ে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে

পলায়ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি ভগবানগোলার নিকট ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত ও মীরজাফরের পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

৭। মীরজাফর—পলাশী যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়লাভ করিলে পর মীরজাফর মুর্শিদাবাদের নবাব হইলেন এবং ইংরেজদিগকে স্বীকৃত টাকার কিয়দংশ ও কলিকাতার দক্ষিণ তাবৎ ভূভাগ প্রদান করিলেন। মীরজাফর অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং ইংরেজদিগের সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; অধিকন্তু তৎকালীন এতদ্দেশীয় ইংরেজেরা অতিশয় অর্থলোভী হইয়াছিলেন। মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম উহাঁদিগের অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিবেন অঙ্গীকার করাতে, তদানীন্তন ইংরেজ গবর্ণর ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে উক্ত পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদিগের অবনিবনাও হওয়াতে (৯ দেখ) তাঁহারা পুনরায় মীরজাফরকে উক্ত পদ প্রদান করিলেন (১৭৬৩)। রাজা নন্দকুমার তাঁহার দেওয়ান হইলেন। নন্দকুমারের বন্দোবস্তে বাঙ্গালা হইতে প্রথম বৎসর ৭৬ লক্ষ ও দ্বিতীয় বৎসর ৮১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। ১৭৬৫ অব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হয়।

৮। মীরকাশিম—মীরকাশিম নবাব হইয়া কোম্পানিকে বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর এই তিন জেলা প্রদান করিলেন এবং ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও অনেক টাকা পাইলেন (১৭৬০)। মীরকাশিম বুদ্ধিমান্, চতুর ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন ; তিনি রাজ্যের অসঙ্গত ব্যয় কমাইয়া ইংরেজদিগের সমস্ত ঋণ

পরিশোধ করিলেন এবং মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সেনাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। সাহ আলম তৎকালে বিহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন। মীরকাশিম পাটনায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও ২৪ লক্ষ টাকা করদান স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারীর সনন্দ লইলেন।

৯। **ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধের কারণ**—তৎকালে বাণিজ্যের উপর এদেশের সকলেই শুল্ক দিত, কেবল সম্রাটের সনন্দ অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শুল্ক লাগিত না। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ আপনাদের অল্প বেতন হেতু কোম্পানির অনুমতি অনুসারে নিজেও বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাদৃশ লাভ না হওয়ায়, তাঁহারা আপনাদের নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া নিজ বাণিজ্যদ্রব্যেরও শুল্ক দান রহিত করিলেন। দেশীয় বণিক্‌গণও ইংরেজকর্ম্মচারীদিগের নিকট ছাড় ক্রয় করিয়া আপনাদের নৌকায় কোম্পানির নিশান উঠাইয়া দিয়া শুল্ক বন্ধ করিলেন। মীরকাশিম এই অন্যায় ব্যবহারের নিবারণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, সুতরাং কুপিত হইয়া এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, কি দেশী, কি বিদেশী কাহাকেও আর শুল্ক দিতে হইবে না। ইহা ইংরেজদিগের মনোগত ছিল না, সুতরাং ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল।

১০। **ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ বিবরণ**—পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব সর্ব্বাগ্রে

নবাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনুচরবর্গের সহিত ধৃত হন ; ইহা শুনিয়া কৌন্সিলের মেম্বরেরা কাশিমকে পদচ্যুত করিয়া মীর-জাফরকে নবাব করিলেন (১৭৬৩)। ১৭৬৩—২রা আগষ্ট মীর-কাশিম সূতির নিকটস্থ ঘেরিয়া নামক স্থানে ইংরেজদিগের নিকট পরাস্ত হন, অনন্তর তিনি পাটনায় গিয়া কতকগুলি ইংরেজ ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর প্রাণদণ্ড করিলেন। ক্রমে মুঙ্গের, ও পাটনা ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। তখন কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। সুজাউদ্দৌলা, সম্রাট্ সাহ আলমের সহিত মিলিত হইয়া কাশিমের সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, কিন্তু ইংরেজ সেনানী কার্ণাক তাঁহাদিগকে পাটনায় পরাজিত করিলেন (১৭৬৪—৩রা মে)। ১৭৬৪ অব্দে ২৩এ অক্টোবর বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ সেনানী মেজর মন্‌রো অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে পরাস্ত করেন।

১১। নজমুদ্দৌলা—১৭৬৫ অব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নজমুদ্দৌলা নবাব এবং মহম্মদ রেজাখাঁ তাঁহার দেওয়ান হইলেন। ডাইরেক্টর সভা ইংরেজ-কর্ম্মচারীদিগকে এদেশীয়দের নিকট হইতে উপঢৌকন লইতে বারণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা নবাভিষিক্ত নবাবের নিকট হইতে বিশ লক্ষ টাকা উপঢৌকন গ্রহণ করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্য বিনাশুল্কে চলে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া লন।

১২। ক্লাইব—ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যের স্থাপন-কর্ত্তা রবর্ট ক্লাইব, ১৭২৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ড্রপ-

শায়র নামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রিচার্ড ক্লাইব। ইনি পুত্রের লেখা পড়ার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রবর্ট ক্লাইব ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানির কেরাণী হইয়া মান্দ্রাজে আগমন করেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্ম ভাল না লাগায়, তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি কর্ণাটের ২য় যুদ্ধে জয়লাভ করেন (২ অ- ৪ দেখ)। পরে শরীর অসুস্থ হওয়ায়, ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়া দুইবৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করেন। অনন্তর ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হওয়াতে ডিরেক্টরেরা ক্লাইবকে ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দেন; এই তাঁহার দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন। তিনি বোম্বাই নগরে পঁহুছিয়া ঘেরিয়া দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য দস্যু অঙ্গ্রিয়াকে দমন করিলেন। তৎপরে, মান্দ্রাজ নগরে উত্তীর্ণ হইয়া নিজ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবেন এমন সময়ে, বাঙ্গালা হইতে অন্ধকূপহত্যা ও কলিকাতা হস্তবহির্ভূত হওয়ার সংবাদ আসাতে, তিনি যাইয়া কলিকাতা পুনরধিকার করেন (১৭৫৭ অব্দের ২রা জানুয়ারি)। সিরাজউদ্দৌলা এই সংবাদ শুনিয়া কলিকাতায় আসিলে, ক্লাইব তাঁহাকেও পরাস্ত করেন, পরিশেষে তিনি ফরাসীডাঙ্গা (চন্দননগর) আক্রমণ করিয়া ফরাসীদিগকে পরাজিত করিলেন (৩ অ—৪দেখ)।

ক্লাইব ১৭৫৭ অব্দের ২৩ সে জুন তারিখে পলাশীর মাঠে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ-

রাজত্বের সূত্রপাত করেন (৩ অ—৬ দেখ)। ডিরেক্টর সভা এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৭৫৮ অব্দে তিনি হায়দরাবাদের নবাব সলাবৎজঙ্গের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে মছলীপত্তন ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জনপদ প্রাপ্ত হন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে ক্লাইব স্বদেশে প্রতিগমন করেন। এদিকে বাঙ্গালায় মীরকাশিমের সহিত যে সমুদায় যুদ্ধ হইয়াছিল (৩ অ—১০ দেখ)। তাহার বিবরণ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তিনি পুনরায় কলিকাতার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয়বার এদেশে আইসেন (১৭৬৫ অব্দের ৩রা মে)। এদেশে আসিয়াই একখান প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের উপহার গ্রহণ প্রথা রহিত করিলেন।

(ক) মুর্শিদাবাদে গমন পূর্ব্বক নবাবের সহিত এই সন্ধি করিলেন, যে ইংরাজ কোম্পানি রাজ্য রক্ষা করিবেন, এবং করসংগ্রহ, বিচার, দণ্ডবিধান প্রভৃতি কার্য্য নবাবের নামে দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এই সকল বিষয়ক ব্যয় এবং সাংসারিক ব্যয় নিমিত্ত নবাব বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

(খ) অযোধ্যায় গমন করিয়া সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে কড়া ও এলাহাবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ পদে দৃঢ়ীভূত করিলেন।

(গ) ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট সম্রাট্ সাহআলমকে উক্ত দুই প্রদেশ এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদান স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানির নামে

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার * দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণ করিলেন।

(ঘ) ক্লাইব ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে কোম্পানির সৈন্যগণের ডবল ভাতা † রহিত করেন।

(ঙ) কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ নিজ নামে যে বাণিজ্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়া এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে "অতঃপর কোম্পানির নামে লবণের একচেটিয়া বাণিজ্য করা হউক, তাহাতে যে লাভ হইবে, তাহার কিয়দংশ লইয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণকে পদমর্য্যাদা অনুসারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে"।

এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইনি স্বদেশে পঁহুছিলেই অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্টে অভিযোগ করে। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরগণ সেই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে দেশের একজন মহাহিতকারী বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন। তথাপি তিনি বিনা দোষে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে আত্মহত্যাদ্বারা মানবলীলা সম্বরণ করেন।

---

* উড়িষ্যা, দেওয়ানী সনন্দের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ১৮০৩ অব্দে লর্ড ওয়েলসলির রাজত্বকালে ইংরেজদিগের দখলে আইসে।

† তৎকালে ইংরেজ সৈন্যদিগের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, যতদিন তাহারা কোন যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবে, ততদিন কিছু অতিরিক্ত টাকা পাইবে, মীরজাফরের সময় উহা দ্বিগুণিত হয়; এই নিমিত্ত উহাকে "ডবল ভাতা" কহে।

১৩। ভান্‌সিটার্ট—ক্লাইব ১৭৬০ খৃঃ অব্দে স্বদেশ গমন করিলে পর ভান্সিটার্ট তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। ইনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; কিন্তু এরূপ প্রভাবশূন্য ছিলেন যে, কৌন্সিলের মেম্বরদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহাঁর সময় বাঙ্গালার অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ ২য় আলমগীরের পুত্র সাহআলম পাটনা আক্রমণ করিলে মীরজাফরের পুত্র মীরণ ও কালিয়ড সাহেব তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ইনি অর্থলোভে মীরজাফরকে পদচ্যুত এবং মীরকাশিমকে নবাবী পদ প্রদান করিয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৪। ভেরেল্‌ষ্ট ও কার্টিয়ার—১৭৬৭ অব্দের প্রারম্ভে ক্লাইব স্বদেশ গমন করিলে পর ভেরেল্‌ষ্ট ১৭৬৭-১৭৬৯ পর্য্যন্ত, তৎপরে কার্টিয়ার ১৭৬৯-১৭৭২ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণরী কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭৬৭-১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য মুসলমান ও ইংরেজ কর্ম্মচারী দ্বারাই সম্পাদিত হইত। কি জমীদার, কি প্রজা, কে যে দেশের প্রকৃত প্রভু তাহা জানিত না। দস্যু, তস্করাদির অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছিল। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে প্রজাদিগের অসীম ক্লেশ হইয়াছিল; এই দুর্ভিক্ষকে "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" কহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিজাম আলী ও মহীশুররাজ্য—হায়দরআলী।

——:o:——

১—নিজাম আলী—উত্তর সরকার প্রদেশ গ্রহণ। ২—হায়দার আলী। ৩—মহীশুরের ১ম যুদ্ধ।

১। নিজামআলী—উত্তরসরকার প্রদেশ গ্রহণ—১৭৬১ অব্দে সলাবৎজঙ্গের ভ্রাতা নিজামআলী তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নিজামপদ গ্রহণ করেন। উত্তরসরকার-প্রদেশ ইহাঁরই অধিকৃত ছিল। ক্লাইব সম্রাটের নিকট হইতে ঐ প্রদেশের এক সনন্দ লইয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত কোম্পানি উক্ত প্রদেশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া ৮ লক্ষ টাকা করদান ও ন্যায্য বিষয়ে সৈন্য দ্বারা আনুকূল্যের স্বীকার করিয়া নিজামআলীর সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি নিবন্ধন ইংরেজদিগকে মুসলমান অধিপতি হায়দরআলীর সহিত অবিলম্বে যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হইয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

২। হায়দরআলী—হায়দরআলী মহীশুর প্রদেশের প্রথম মুসলমান অধিপতি। হায়দরের সময় যিনি মহীশুরের হিন্দু রাজা ছিলেন, তিনি অতিশয় বিলাসী হওয়াতে সমুদায় রাজক্ষমতা প্রধান অমাত্য নন্দরাজের হস্তে অর্পিত ছিল। ইহাঁরই অনুগ্রহে হায়দরের সৌভাগ্য উদিত হয়।

হায়দর প্রথমে মহীশুর রাজ্যের সৈন্যমধ্যে একটী সামান্য কর্ম্ম করিতেন, ক্রমে সেই কর্ম্মে সুখ্যাতি লাভ করিয়া কতিপয় সৈন্যের অধিনায়ক হন এবং ইচ্ছামত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এইরূপ অনুমতি পান। ক্রমে হায়দরের সৈন্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, মহীশুরে তাঁহার তুল্য পরাক্রান্ত আর কেহই রহিল না। তখন তিনি হঠাৎ এক দল সৈন্য লইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে উপনীত হন এবং মহীশুরের রাজাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৬১ অব্দের মে মাস)।

৩। মহীশুরের ১ম যুদ্ধ*—১৭৬৭ অব্দে হায়দরাবাদের নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা হায়দরের ক্ষমতা সঙ্কোচ করিবার জন্য চক্রান্ত করিলেন। পূর্ব্বকৃত সন্ধি অনুসারে (১ দেখ) ইংরেজদিগকেও নিজামের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল। এই কারণে ইংরেজদিগের সহিত হায়দরআলীর প্রথম যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে কর্ণেল স্মিথ্ একদল সৈন্যের সহিত প্রেরিত হইলেন। মার্হাট্টারা প্রথমেই মহীশুরের উত্তর ভাগে লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। হায়দর তাহাদিগকে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন, নিজামকেও অর্থ দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। কর্ণেল স্মিথ্ হায়দর ও নিজামের মিলিত সৈন্যকে পরাজিত করাতে নিজাম ভীত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত পুনর্ম্মিলন করিলেন। নিজাম হায়দরের পক্ষ পরিত্যাগ করিলে, হায়দর সাহসের সহিত

* মহীশুরে ৪ বার যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে ২য় বার ৫ অ.—১৪ দেখ; ৩য় বার ৭ অ—৩ দেখ, এবং ৪র্থ বার ৯ অ—৩ দেখ।

যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে লাগিলেন (১৭৬৮)। পরে কর্ণেল স্মিথ হায়দরের অনেক স্থান অধিকার করাতে হায়দর ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অসঙ্গত পণ চাহিতেছেন দেখিয়া, পুনরায় প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৯ অব্দের ২৯শে মার্চ্চ, হায়দর মনোনীত ও দক্ষ ৬,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। স্মিথও বিলক্ষণ সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়দর চতুরতা পূর্ব্বক কতকগুলি সৈন্য স্মিথের সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং মান্দ্রাজের সম্মুখে উপনীত হইলেন। মান্দ্রাজের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ভয়ে হায়দরের মতানুসারে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধিতে এই স্থির হইল যে, "পরস্পর পরস্পরের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পিত হইবেক এবং এক পক্ষের বিপদ হইলে অন্য পক্ষ যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন (১৭৬৯)"।

পঞ্চম অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

১—ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ২—হেষ্টিংসের রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত নিয়ম। ৩—রোহিলা যুদ্ধের কারণ। ৪—রোহিলা যুদ্ধের বিবরণ। ৫—রেগুলেটিং আক্ট। ৬—নূতন কৌন্সিলের সহিত বিবাদ। ৭—বারাণসী অধিকার। ৮—নন্দকুমারের ফাঁসি। ৯—সুপ্রীম কোর্টের হাঙ্গাম। ১০—হেষ্টিংসের সহিত ক্লেবারিংএর বিবাদ। ১১—মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত ১ম যুদ্ধের কারণ। ১২—মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত ১ম যুদ্ধের বিবরণ। ১৩—হায়দরআলীর সহিত ২য় যুদ্ধের কারণ। ১৪—হায়দরআলীর সহিত ২য় যুদ্ধের বিবরণ। ১৫—রাজস্ব সংক্রান্ত নূতন বন্দোবস্ত। ১৬—চেতসিংহ। ১৭—অযোধ্যার বেগমদিগের ধনাপহরণ। ১৮—হেষ্টিংসের কর্ম্মত্যাগ ও ইংলণ্ডে বিচার। ১৯—হেষ্টিংসের চরিত্র ও মাদ্রাসা স্থাপন।

১। **ওয়ারেণ হেষ্টিংস**—১৭৩২ অব্দের ৬ই ডিসেম্বরে ওয়ারেণ হেষ্টিংস অক্‌সফোর্ড শায়রের অন্তঃপাতী কার্কহিল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৭৫০ অব্দে অপূর্ণ অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কোম্পানির কেরাণী হইয়া কলিকাতায় আইসেন। পলাশীযুদ্ধের পর ক্লাইব ইহাঁকে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন। তাহার কিছুকাল পরে ইনি কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, নবাব ও কোম্পানি এই উভয়েরই কর্ম্মচারী দ্বারা শাসিত হইত, সুতরাং তাহাতে অনেক গোলযোগ ঘটিত। ডিরেক্টর সভা সেই গোলযোগ নিবারণের নিমিত্ত ১৭৭২ অব্দে হেষ্টিংসকে বাঙ্গালার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিলেন।

২। হেষ্টিংসের রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত নিয়ম—১৭৭২ অব্দে কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিলেন, তদুপলক্ষে হেষ্টিংস কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত কয়েকটী নিয়ম হয় ;—

(ক) বাঙ্গালা ১৪ এবং বিহার ৪ জেলায় বিভক্ত হইল। রাজস্ব আদায় নিমিত্ত প্রতি জেলায় একজন করিয়া কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

(খ) জমীদারেরা ন্যায্য কর না দিলে তাঁহাদের জমী নিলাম হইবার আজ্ঞা হইল। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব দিতে স্বীকার করিলেন, তাঁহাকেই ৫ বৎসরের জন্য পাট্টা দেওয়া হইল।

(গ) রাজকোষ এবং অন্যান্য সরকারী কার্য্যালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনিয়া, কলিকাতাকে রাজধানী করা হইল।

(ঘ) বিচার কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রতি জেলায় এক একটী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল। দেওয়ানী আদালতের কার্য্যভার কালেক্টরদিগের হস্তে এবং ফৌজদারী আদালতের কার্য্যভার ফৌজদার নামে খ্যাত একজন কাজি ও মুফ্‌তির হস্তে অর্পিত হইল।

(ঙ) আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় "সদর দেওয়ানী" এবং মুর্শিদাবাদে "সদর নিজামৎ" নামে বিচারালয় স্থাপিত হইল। সদর দেওয়ানীর কার্য্যভার সকৌন্সিল গবর্ণরের উপর এবং সদর নিজামতের কার্য্যভার একজন

কাজি, একজন মুফতি ও তিনজন মৌলবীর হস্তে অর্পিত হইল।

(চ) ফৌজদারী আদালত সমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য "নায়েব নাজিম" নামক নূতন পদের সৃষ্টি ও মহম্মদ রেজা খাঁকে উক্ত পদ দেওয়া হইল।

৩। রোহিলাযুদ্ধের কারণ—অযোধ্যার সন্নিহিত রোহিলাখণ্ড প্রদেশ কতিপয় মুসলমান সামন্তদিগের অধিকৃত ছিল। হাফেজ রহমৎ ইহাঁদের মধ্যে প্রধান। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা উক্ত প্রদেশ আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত ১৭৭৩ অব্দে বারাণসী নগরীতে ইংরেজ গবর্ণর হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই স্থির করিলেন যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্যার্থ একদল সৈন্য দিবেন এবং তিনি ঐ সমুদায় সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে ৪০ লক্ষ টাকা দিবেন।

৪। রোহিলা যুদ্ধের বিবরণ—১৭৭৪ অব্দে ২৩ শে এপ্রেল একদল ইংরেজ সৈন্য, চল্লিশ হাজার রোহিলা সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। এই যুদ্ধে ২,০০০ রোহিলা সৈন্য ও প্রধান সামন্ত হাফেজ রহমৎ হত হন। রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার অধিকৃত হইল। প্রধান অধিবাসী আফগানেরা ভয়ে দেশত্যাগী হইল; কেবল ফয়জুল্লা নামক এক ব্যক্তি নবাবের নিকট হইতে এক জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

৫। রেগুলেটিং আক্ট—১৭৭৩ অব্দে এদেশের

শাসন সম্বন্ধে ইংলণ্ড হইতে প্রথম নিয়ম পত্র আইসে, তাহারই নাম "রেগুলেটিং আক্ট"। ইহার মর্ম্ম এই—

(ক) বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইবেন এবং তিনি বার্ষিক ২॥ লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন; তাঁহার সাহায্যার্থ কলিকাতায় ৪ জন সদস্য অর্থাৎ মেম্বর লইয়া একটী "কৌন্সিল" অর্থাৎ মন্ত্রিসভা হইবে, তাঁহাদের প্রত্যেকে বার্ষিক লক্ষ টাকা করিয়া বেতন পাইবেন।

(খ) বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের অধীনে থাকিবেন।

(গ) সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারেল এদেশের জন্য আইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

(ঘ) কলিকাতায় "সুপ্রীম কোর্ট" নামে একটী প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইবে। তাহাতে একজন "চিফজষ্টিস্" অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন "পিউনি জজ"* নিযুক্ত হইবেন। ইহাঁদিগকে ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং নিযুক্ত করিবেন।

(ঙ) রাজকার্য্য সংক্রান্ত তাবৎ বিষয় ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীর গোচর করিতে হইবে, কোম্পানির কোন কর্ম্মচারী উপহারাদি লইতে পারিবেন না।

এই সমুদায় নিয়ম প্রচারিত হইলে, ১৭৭৪ অব্দে ওয়ারেণহেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরল; ক্লেবারিং, ফ্রান্সিস্, মন্সন, ও বারওয়েল কৌন্সিলের মেম্বর; স্যার ইলাইজা ইম্পে ৮০ হাজার

* সুপ্রীম কোর্টের এবং এক্ষণকার হাইকোর্টের চিফ্ জষ্টিস ভিন্ন অপরাপর জজদিগকে পিউনি জজ কহে।

টাকা বেতনে সুপ্রীম কোর্টের চিফ্‌জষ্টিস্, (প্রধান বিচারক) এবং চেম্বর্স, লেমেস্তার ও হাইড্ সুপ্রীম কোর্টের পিউনি জজ হইলেন।

৬। নূতন কৌন্সিলের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ— হেষ্টিংস, নিযুক্ত মেম্বরদিগকে তাদৃশ উপযুক্ত জ্ঞান করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইলে উপযুক্ত অভ্যর্থনাও করা হয় নাই। আবার কৌন্সিলের মেম্বরগণও হেষ্টিংসকে একজন দুর্দান্ত ও অত্যাচারী শাসন কর্ত্তা বলিয়া জানিতেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ হয়; কেবল বারওয়েল সাহেব বহুকালাবধি এদেশে ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার সহিত হেষ্টিংসের প্রণয় ছিল। হেষ্টিংস অকারণে রোহিলা যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মেম্বরগণ তাঁহাকে দোষী করিলেন।

৭। বারাণসী অধিকার—মেম্বরেরা হেষ্টিংসের বিনা অনুমতিতে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত হেষ্টিংসকৃত বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া এই বন্দোবস্ত করিলেন যে "নবাব স্বীয় রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিবেন এবং তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন আর বারাণসী প্রদেশ ইংরেজ কোম্পানিকে দিবেন।" বারাণসী এই অবধি ইংরেজদিগের অধিকৃত হয় এবং তথাকার রাজা চেতসিংহ (১৬ দেখ) ইংরেজ কোম্পানির অধীন করদ রাজা হইয়া বার্ষিক ২২॥০ লক্ষ টাকা কর দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৭৫)।

৮। নন্দকুমারের ফাঁসি—নন্দকুমার একজন

তেজস্বী ও ক্ষমতাপন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি মেম্বরদিগের নিকট হেষ্টিংসের নামে এই অভিযোগ করিলেন যে "মৎ-পুত্র গুরুদাস ও মীরজাফরের পত্নী মণিবেগম যখন নবাব সরকারে নিযুক্ত হন, তখন হেষ্টিংস উভয়ের নিকট হইতে অনেক টাকা উপঢৌকন লইয়াছিলেন," মেম্বরগণ হেষ্টিংসকে ঐ টাকা কোম্পানির কোষাগারে জমা দিতে বলিলেন। এই কারণে নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ হয়। হেষ্টিংস নন্দকুমারের নামে প্রথমে এই অভিযোগ করিলেন যে, "নন্দকুমার আমার ও অপরাপর কয়েকজন ইংরেজের উচ্ছেদ সাধনার্থ চক্রান্ত করিয়াছেন"; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে মোহনপ্রসাদ নামে একজন সদাগর হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র হইবার নিমিত্ত "নন্দকুমার ৬ বৎসর পূর্ব্বে একখানি খত জাল করিয়াছেন" বলিয়া সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। ইম্পে সাহেবের নিকট ইহার বিচার হয়। বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হইল (১৭৭৫)।

৯। **সুপ্রীম কোর্টের হাঙ্গাম**—সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর ইলাইজা ইম্পে অন্যায় আচরণ দ্বারা লোকের অনিষ্ট আরম্ভ করিলেন। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি, তাঁহার কৃতকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। সুতরাং হেষ্টিংস প্রজাবর্গের দুর্দ্দশা দূর করিবার নিমিত্ত কৌশল পূর্ব্বক ইম্পেকে ৭,০০০ হাজার টাকা বেতনে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি করিয়া তাঁহার উপর অধস্তন আদালত সমূহের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন (১৭৮০)। ইহাতে ইম্পে কোম্পানির অধীন হই-

লেন; সুতরাং সুপ্রীমকোর্টের অত্যাচার নিবারিত হইল।

১০। হেষ্টিংস্ ও ক্লেবারিংএর বিবাদ—নূতন কৌন্সিলের মেম্বরগণের সহিত অবনিবনাও হওয়াতে হেষ্টিংস পদে পদে অপদস্থ হইতেছিলেন, সুতরাং তিনি গবর্ণরী পদ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে তাঁহার বন্ধু ম্যাক্লীনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ম্যাক্লীন ডিরেক্টর সভায় এই বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, ডিরেক্টরেরা ক্লেবারিংকে গবর্ণরী পদ প্রদান করিলেন। কলিকাতায় এই সংবাদ পৌঁছিলে ক্লেবারিং গবর্ণরী পদমর্য্যাদা স্বহস্তে লইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া-দিলেন যে তাঁহার আদেশ ব্যতীত আর কাহারও আজ্ঞা গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে অনেক গোলযোগের পর ডিরেক্টরেরা বলিয়া পাঠাইলেন যে, যখন হেষ্টিংস পদত্যাগ করিতে স্বীকার করিতেছেন না, তখন তিনিই গবর্ণর জেনারেল থাকুন। ইতিমধ্যে মন্সন ও ক্লেবারিং কালগ্রাসে পতিত হন এবং বারওয়েল ও ফ্রান্সিস স্বদেশ যাত্রা করেন সুতরাং হেষ্টিংসের প্রভাব পূর্ব্ববৎ অখণ্ড রহিল।

১১। মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত ১ম যুদ্ধের কারণ—রাঘব (রঘুনাথ) স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওকে নিহত করিয়া স্বয়ং পেশবার পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা ফর্ণাবিশ, শুকরাম বাবু প্রভৃতি পুনার দরবারস্থ ব্যক্তিরা চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর গর্ভস্থ সন্তানের (দ্বিতীয় মধুরাওয়ের) নামে রাজকার্য্য চালাইতে

লাগিলেন। রাঘব ইহাতে কুপিত হইয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন; এবং এই সন্ধি করিলেন যে, "বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহার্য্যার্থ ৩,০০০ সৈন্য দিবেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১৯ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং বেসিন ও সালসিতি এই দুই স্থান প্রদান করিবেন (১৭৭৫, ৬ ই মার্চ্চ)"। এই নিমিত্ত ইংরজেদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম যুদ্ধ হয়।

১২। মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত ১ম যুদ্ধের বিবরণ—ইংরেজসেনানী কর্ণেল কিটিং রাঘবের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া আরাস নামক স্থানে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া নর্ম্মদাপারে তাড়াইয়া দিলেন (১৭ ই মে, ১৭৭৫)। কিন্তু এই যুদ্ধে কলিকাতার কৌন্সিলের অনুমতি লওয়া হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা পুনার দরবারস্থলোকের নিকট দূত পাঠাইয়া এই সন্ধি করিলেন যে, "ইংরেজেরা আর রাঘবের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না, তাঁহারা ভড়োচের সন্নিহিত জমী পাইবেন; এবং পেশবাকে সালসিতি প্রত্যর্পণ করিবেন; ইহাই "পুরন্দর সন্ধি" নামে খ্যাত (১ মার্চ্চ ১৭৭৬)।

ইংলণ্ডে এই সংবাদ পৌঁছিলে ডিরেক্টরেরা অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরার যুদ্ধ করা না করার ভার বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের উপর দিলেন (২০ আগষ্ট ১৭৭৬)। ১৭৭৮ অব্দের নবেম্বর মাসে বোম্বাইএর ইংরেজেরা রাঘবের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১৭৭৯ অব্দে ইংরেজ সেনানী গডার্ড কোন কোন স্থানে জয়লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৮১ অব্দে পুনা আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হন। এই সময়ে

মহীশুরাধিপতি হায়দরআলীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে হেষ্টিংস পুনার অধ্যক্ষদিগের সহিত এই সন্ধি করিলেন যে, "পুরন্দর সন্ধির পর ইংরেজেরা যে সমুদায় স্থান জয় করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন এবং রাঘব বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া স্বাভিলষিত স্থানে বাস করিবেন (১৭ ই মে ১৭৮২)"। ইহাই "সালবাই সন্ধি" নামে খ্যাত।

১৩। হায়দরআলীর সহিত ২য় যুদ্ধের কারণ—১৭৭১ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা হায়দরকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিলেন, তখন হায়দর ১৭৬৯ অব্দের সন্ধি (৪র্থ অ—৩ শেষ দেখ) অনুসারে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তদনুরূপ কার্য্য করেন নাই, এই কারণে ইংরেজদিগের সহিত হায়দরের দ্বিতীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

১৪। হায়দরআলীর সহিত ২য় যুদ্ধের বিবরণ—১৭৮০ অব্দের ২০ শে জুলাই তারিখে হায়দর সুশিক্ষিত ৯০ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক গ্রামদাহ ও প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। যখন মান্দ্রাজের অদূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হায়দর কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত হইতে লাগিল; তখন মান্দ্রাজ গবর্ণর সেনাপতি সর্ হেক্টর মনরো ও কর্ণেল বেলিকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু হায়দর কৌশল পূর্ব্বক বেলির সেনা সমূহকে বিনষ্ট প্রায় করিলেন, এতদ্দর্শনে মনরো ভয়ে মান্দ্রাজে পলায়মান হইলেন। (১০ ই সেপ্টেম্বর ১৭৮০)। এই সংবাদ কলিকাতায় পহুঁছিলে, হেষ্টিংস বাঙ্গালার সেনাপতি

রণবীর সার আয়র কূটকে সত্বর যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। ১৭৮১ অব্দে ১লা জুলাই তারিখে পোর্টনভো নামক স্থানে, ২৭এ আগষ্ট পোল্লিলোর নামক স্থানে এবং ২৭এ সেপ্টেম্বর সোলিঙ্গড় নামক স্থানে কূটের সহিত হায়দরের যুদ্ধ হয়; এই তিন যুদ্ধেই হায়দর পরাজিত হন। অনন্তর সার আয়র-কূটের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তিনি সেনাপতিত্বপদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ গমন করেন; এবং ১৭৮২ অব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হায়দর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতেও যুদ্ধের শেষ হয় নাই। হায়দরের পুত্র টিপু বিলক্ষণ সাহস সহকারে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক বৎসর যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। ইংরেজ সেনানী ষ্টুয়ার্ট তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কোন কাজের লোক ছিলেন না বলিয়া পদচ্যুত হন। এদিকে টিপু এক লক্ষ সৈন্য লইয়া মঙ্গলোড়ের দুর্গ আক্রমণ করাতে তত্রস্থ তিন সহস্র ইংরেজ সৈন্য ৯ মাস অবরুদ্ধ থাকিয়া আহারাভাবে টিপুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করে (১৭৮৩)। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল ফুলার্টনকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ফুলার্টন, রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্ত্তী হইলে টিপু রাজধানী রক্ষা দুষ্কর দেখিয়া ইংরেজদের সহিত এই সন্ধি করিলেন যে "উভয়পক্ষে যে সমুদায় স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন (১৭৮৪)"। ইহাই "মঙ্গলোড় সন্ধি" নামে বিখ্যাত।

১৫। রাজস্বসংক্রান্ত নূতন বন্দোবস্ত—১৭৭২ অব্দে জমীদারদিগের সহিত ৫ বৎসরের জন্য রাজস্বের

বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর নিবন্ধন অনেক জমীদারের খাজনা বাকী ছিল, এবং অনেকে অধিক খাজনা দিব বলিয়া পরিশেষে তাহা দিতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত ডিরেক্‌টরদিগের অনুমতি অনুসারে ১৭৭৭ অব্দ হইতে জমীদারগণের সহিত প্রতিবৎসর বন্দোবস্ত হইতে আরম্ভ হইল। রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণার্থ ১৭৮১অব্দে কলিকাতায় "বোর্ড অব্ রেভিনিউ" স্থাপিত হইল; তাহাতে ৪ জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্ব হইতে কালেক্‌টরেরা কালেক্‌টরী ও দেওয়ানী আদালতের বিচারক ছিলেন, এক্ষণে পুলিসের কর্ত্তৃত্বও তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইল।

১৬। চেতসিংহ—হেষ্টিংসের সময় মার্হাট্টা ও হায়দরআলীর সহিত যুদ্ধ হওয়াতে অনেক ব্যয় হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত হেষ্টিংস অন্যায় পূর্ব্বক আয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বারাণসীর রাজা চেতসিংহ ইংরেজদিগের এক জন অধীন রাজা ছিলেন (৭দেখ)। হেষ্টিংস তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত করের (২॥০ লক্ষ টাকার) অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা লইবার দাবী করিলেন। ঐ হিসাবে দুই তিনবার টাকা গৃহিত হইলে, অতিরিক্ত দাওয়া মিটাইবার জন্য চেতসিংহ এককালীন ২০ লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন। হেষ্টিংস বলিলেন ৫০ লক্ষ টাকার কমে চলিবে না। চেতসিংহ তাহা দিতে অস্বীকার করাতে গবর্ণর বারাণসী যাইয়া চেতসিংহকে বন্দী করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক পাঠাইলেন। চেতসিংহ পলায়ন করিলেন এবং বাহির হইতে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য পাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন,

কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হেষ্টিংস তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে, ৪০ লক্ষ টাকা কর অঙ্গীকার করাইয়া সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। নিরপরাধী চেত, অবমানিত ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

১৭। অযোধ্যার বেগমদিগের ধনাপহরণ—অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার পুত্র আস্‌ফউদ্দৌলা, তাঁহার রাজ্যে রক্ষিত ইংরেজসৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া মাতা ও পিতামহীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া কোম্পানির নিকট অঋণী হইতে চাহিলেন। কোম্পানি পূর্ব্বে উক্ত বেগমদিগের সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেও হেষ্টিংস একদল সৈন্য পাঠাইয়া যৎপরোনাস্তি অপমান ও ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের নিকট হইতে, ৭৫ লক্ষ টাকা বাহির করিয়া ইংরেজ কোষাগারে জমা দিলেন।

১৮। হেষ্টিংসের কর্ম্মত্যাগ ও ইংলণ্ডে বিচার—হেষ্টিংস এদেশে বিলক্ষণ অত্যাচার করিতেছেন শুনিয়া ইংলণ্ডের ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার মানস করিলেন। হেষ্টিংস, ইহা জানিতে পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ১৭৮৫ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে, স্বদেশ যাত্রা করিলেন* এবং উক্তবৎসর ১৩ই জুন তারিখে তথায় পৌছিয়া, ইংলণ্ডের রাজা, রাণী এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে যে সমুদায় অত্যাচার করিয়া

* হেষ্টিংসের গমনের পরে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর ম্যাকফার্শন সাহেব ১৭৮৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরলী কার্য্য করিয়াছিলেন।

ছিলেন, তাহা সকলেরই স্মৃতিপথে আরূঢ় ছিল ; বর্ক, সেরিডেন ও ফক্স তাঁহাব বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর গোলযোগ করিতে লাগিলেন, অবশেষে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। বর্ক সাহেব ১৭৮৬ খৃঃ অব্দের ৪ঠা এপ্রেল হেষ্টিংসের নামে অনেকগুলি অভিযোগ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে রোহিলা যুদ্ধ, চেতসিংহের সর্ব্বনাশ ও অযোধ্যার বেগমদিগের ধনাপহরণ এই তিনটীই প্রধান। ১৭৮৮ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে আরম্ভ হইয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ২৩ এপ্রেল পর্য্যন্ত, কিঞ্চিদধিক সাতবৎসর ধরিয়া এই বিচার চলিয়াছিল। অবশেষে বহুকষ্টের পর হেষ্টিংস নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন ; এই মোকদ্দমার ব্যয়ে হেষ্টিংসের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। ১৮১৯ অব্দে ডেলিস্‌ফোর্ড নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৯। হেষ্টিংসের চরিত্র ও মাদ্রোসা স্থাপন—হেষ্টিংস সাহসী, বিচক্ষণ, দক্ষ ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে ইংরেজরাজ্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু অর্থশোষকতা ও অবিবেচকতা দোষ তাঁহার চরিত্রকে কলুষিত করিয়া ছিল। হেষ্টিংস মুসলমান বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতা নগরীতে মাদ্রাসা কলেজ সংস্থাপন করিয়া দেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইণ্ডিয়া বিল।

১—ফক্‌স সাহেবের ইণ্ডিয়াবিল। ২—পিট্ সাহেবের ইণ্ডিয়াবিল। ৩—ফক্‌স্ ও পিট্ সাহেবের বিলের তারতম্য।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি (৩য় খণ্ড ১ অ—৬ দেখ।) ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা; সুতরাং তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত রাজ্য রাজারই প্রাপ্য, এই বিষয় লইয়া ১৭৮১ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন হয়, পরে ১৭৮৩ অব্দে প্রধান রাজ মন্ত্রী ফক্‌স্ সাহেব নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রস্তাব করেন।

১। **ফক্‌স সাহেবের ইণ্ডিয়া বিল**—(১) পার্লিয়ামেণ্টের মনোনীত সাতজন কমিসনর কোম্পানির রাজ্যসম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ডিরেক্টরদিগের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। (২) কোম্পানির মনোনীত ৯ জন ডিরেক্টর বাণিজ্য বিষয়ক কার্য্য সমুদায় পর্য্যালোচনা করিবেন। (৩) জমিদারেরা যে যে স্থানে রাজস্ব আদায় করিতেছেন, তাঁহারা সেই সেই স্থান পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পারিবেন। (৪) সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণরদিগকে অধিকতর ক্ষমতা দিতে হইবে।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ফক্‌স সাহেব, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায়

উক্ত নিয়মগুলির প্রস্তাব করেন, কিন্তু ঐ প্রস্তাবে কেহই, অনুমোদন করিলেন না; অধিকন্তু ফক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন (১৭৮৪)।

২। পিট্ সাহেবের ইণ্ডিয়া বিল—১৭৮৪ খৃঃ পিট্ সাহেব ইংলণ্ডের প্রধান রাজ মন্ত্রীর পদলাভ করিয়া, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় একখানি নূতন নিয়ম পত্র দাখিল করেন; উহাই সর্ব্ববাদি সম্মত হইয়া গৃহীত হইল। তাহার মর্ম্ম এই;—(১) "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল" নামে একটী সভা স্থাপিত হইবে, প্রিবিকৌন্সিলের ৬ জন, উহার মেম্বর হইবেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকিবে। যে সকল পত্র ভারতবর্ষে আসিবে, তাহাতে বোর্ড কিছু পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারিবেন। (২) তিনজন ডিরেক্টর লইয়া "গুপ্তকমিটি" নামে একটী সভা হইবে। বোর্ডের অত্যাবশ্যক কর্ম্মসমুদায়, ইহাঁদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ফলতঃ ইহাঁদিগেরই হস্তে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমতা রহিল; অবশিষ্ট ২১ জন ডিরেক্টরের কোন ক্ষমতাই রহিল না। (৩) বোর্ডের মেম্বরগণ যাহা নিষ্পত্তি করিবেন, অংশীদারসভা, তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। (৪) কোন গবর্ণর জেনারেল, ডিরেক্টর কিংবা গুপ্তকমিটির বিনা-অনুমতিতে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না; কিন্তু যদি কেহ ইংরেজ-রাজ্য বা তদীয় মিত্ররাজার রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে তিনি, স্বীয় ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। (৫) বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৌন্সিলে তিনজন করিয়া মেম্বর থাকিবেন।

৩। ফক্স্ ও পিট্ সাহেবের বিলের তারতম্য।—সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উভয়েরই বিল এক। ডিরেক্টরদিগের ক্ষমতা লোপ করিয়া, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা, উভয়েরই অভিপ্রেত ছিল। পিট্ সাহেব, বাহিরে কোম্পানির নাম বজায় রাখিয়া, এক বোর্ডের স্থাপন করিয়া, ডিরেক্টরদিগের সমস্ত ক্ষমতা হরণ করিলেন; কিন্তু ফক্স্ সাহেব প্রকাশ্যরূপে কোম্পানির ক্ষমতা হরণ করিতে গিয়া অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস।

১—কর্ণওয়ালিস। ২—মহীশূরের ৩য় যুদ্ধের কারণ। ৩—মহীশূরের ৩য় যুদ্ধের বিবরণ। ৪—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ৫—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ গুণ। ৬—নূতন বিচারালয় ও ব্যবস্থা। ৭—কর্ণওয়ালিসের স্বদেশ গমন ও চরিত্র। ৮—নূতন সনন্দ।

১। কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬—১৭৯৩...৭ বৎসর। ১৭৮৬ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। তৎকালে কোম্পানির এদেশীয় কর্ম্মচারিগণের বেতন অল্প ছিল, কর্ণওয়ালিস ডিরেক্টরগণকে অনুরোধ করিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন।

২। মহীশুরের ৩য় যুদ্ধের কারণ—১৭৮৯ অব্দে মহীশুরাধিপতি টিপু ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজার সহিত ইংরেজদিগের বন্ধুত্ব থাকাতে তাঁহারা উক্ত রাজার অনুকূল হইলেন; একারণ ইংরেজদিগের সহিত ১৭৯০ অব্দে তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

৩। মহীশুরের ৩য় যুদ্ধের বিবরণ—যুদ্ধের পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিস্ নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সাহায্য দানের অঙ্গীকার করাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম বৎসর তাঁহারা সাহায্য করেন নাই এবং ইংরেজ সেনাপতি মেডোস টিপুর কিছুই করিতে পারেন নাই। পর বৎসর কর্ণওয়ালিস্ নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবার নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা সাহায্য করিলেন; তিনপক্ষ একত্র হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলে টিপু পরাজিত হইয়া ১৭৯২ অব্দে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে "ইংরেজেরা যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তিন কোটী টাকা ও রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইলেন। পরিণামে আর যুদ্ধ না হয় এই জন্য টিপু তাঁহার দুই পুত্রকে ইংরেজদিগের নিকট প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া দিলেন।" উক্ত অর্দ্ধাংশ রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ নিজাম, একভাগ মহারাষ্ট্রীয়েরা ও অপরভাগ ইংরেজেরা পাইলেন। ইহাতে বড়মহল, দিন্দিগল, মলবর, সেলম প্রভৃতি কতকগুলি স্থান ইংরেজদিগের অধিকৃত হইল।

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—মুসলমান সম্রাট্ সের সাহের সময়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের নিয়ম বিশেষরূপে সংস্থাপিত হয়। যাঁহারা ঐ রাজস্ব

আদায় করিতেন তাহাঁদিগকে জমীদার কহে। সম্রাট্ আকবরের সময়ে রাজা তোড়ল্মলের নিয়মানুসারে জমীদারেরা বেতনের পরিবর্ত্তে শতকরা কিছু কিছু করিয়া কমিশন পাইতেন। ক্রমে প্রজাদের সম্পত্তি রক্ষা, পুলিশের উপর কর্তৃত্ব, অভিযোগ শ্রবণ ও বিচার প্রভৃতি সমুদায় রাজকার্য্য ও রাজক্ষমতা জমীদারদিগের হস্তে পড়ে। জমীদারেরা উক্ত ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেন। তাঁহাদের অধীনে মণ্ডল, পাটোয়ার, কানুনগো প্রভৃতি কার্য্যকারক থাকিত। বর্দ্ধমান, রাজসাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, যশোহর এই কয়েক স্থানের জমীদারেরা রাজোপাধি পাইয়াছেন।

ইংরেজদিগের স্বহস্তে দেওয়ানী ভার গ্রহণ কালেও ঐ সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু ইংরেজেরা জমীদারদিগকে ভূমির প্রকৃত স্বামী বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত ১৭৭২ অব্দে ৫ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; পরে ১৭৭৭ অব্দ হইতে বাৎসরিক বন্দোবস্তের নিয়ম হওয়াতে কি রাজা, কি প্রজা, কি জমীদার কেহই লাভবান্ হইতে পারিলেন না। ডিরেক্টরেরা ইহা অবগত হইয়া বাঙ্গালা দেশে বাৎসরিক বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে দীর্ঘকালের বা চিরকালের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য ১৭৮৬ অব্দে এক পত্র লেখেন। কর্ণওয়ালিস্ রেবিনিউ বোর্ডের সদস্য সার জন শোর সাহেবের উপর ডিরেক্টরদিগের উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালনের ভার দেন। শোর সাহেব অনেক বিজ্ঞলোকের পরামর্শ লইয়া ১৭৮৯ অব্দে আপন

অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করেন। কর্ণওয়ালিস্ উক্ত লিপি অবলম্বন করিয়া এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, জমীদারেরা এক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রকৃত ভূস্বামী হইলেন, এবং কৃষকেরা তাঁহাদিগের প্রজা হইল। "আপাততঃ এই বন্দোবস্ত দশ বৎসরের জন্য হইল।" ইহারই নাম "দশশালা বন্দোবস্ত।" ১৭৯৩ অব্দে উক্ত বন্দোবস্ত ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে ঐ দশশালা বন্দোবস্তই "চিরস্থায়ী" * হইল।

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ গুণ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা যেমন কতিপয় ধনশালী লোক স্থাপিত হইয়াছে, কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে, তেমনি আবার বহুল অনিষ্টও হইয়াছে। যাহারা ভূমিকর্ষণ দ্বারা আবাদ করে তাহারাই ভূম্যধিকারী; এদেশে প্রজারাই আবাদ করে এবং পূর্ব্বাবধি প্রজাদের সহিতই বন্দোবস্ত হইত, সুতরাং ভূমির উপর প্রজাদের যে কিছু স্বত্ব ছিল তাহা এই আইন দ্বারা লোপ পাইল; আরও তৎকালে প্রজাদিগকে জমীদারদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার উপায় ছিল না। সরকারে কর আদায় করিবার যে নিয়ম হয় তাহাও অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করেন যে নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে কর না দিলে জমীদারী নীলাম হইবে, ইহাতে অল্প কালের

* চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথমে বাঙ্গালা, বেহার, বারাণসী ও উত্তর সরকার প্রদেশে প্রচলিত হয়। ১৭৯০ অব্দে বাঙ্গালা ও বেহারে আড়াই কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

মধ্যে অনেক জমীদারই স্ব স্ব অধিকার চ্যুত হইলেন। সুতরাং জমীদারেরা আপন আপন স্থান ভোগ দখল করিবার জন্য অত্যাচার দ্বারা প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন।

৬। নূতন বিচারালয় ও ব্যবস্থা—কর্ণওয়ালিসের সময়ে যে নূতনবিধ বিচারালয় ও ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই;—

(ক) কালেক্টরগণ দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বোর্ড অব্ রেবিনিউএর আজ্ঞাধীন হইয়া রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

(খ) দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় স্বতন্ত্র দেওয়ানী বিচারালয় স্থাপিত হয়, এবং জজ্, রেজিষ্টার ও মুন্সেফ নিযুক্ত হন।

(গ) পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের ভার মুসলমান কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছিল, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে জেলার জজ্ সাহেবদিগের উপর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

(ঘ) আপীল শুনিবার জন্য কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা এই ৪ প্রধান নগরে ৪টী প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক কোর্টে ৩ জন করিয়া বিচারক নিযুক্ত হন।

(ঙ) প্রোবিন্সিয়াল কোর্টের বিচারিত দেওয়ানী আপীলের চূড়ান্ত বিচার কলিকাতার সদর দেওয়ানীতে এবং ফৌজদারী আপীলের চূড়ান্ত বিচার সদর নিজামতে হইবার নিয়ম হইল। নিজামৎ আদালত মুর্শিদাবাদে নায়েব নাজিম

মহম্মদ রেজাখাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। কর্ণওয়ালিস্ ১৭৯০ অব্দে উহা কলিকাতায় আনয়ন করিয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরেলের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত করেন।

(চ) চোর, ডাকাইৎ ও হত্যাকারী লোক ধৃতকরণ প্রভৃতি যে সকল পুলিসের কার্য্য জমীদারদিগের হস্তে ছিল; তাহা রহিত হইল এবং শান্তিরক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায় দশক্রোশ অন্তর এক একটী থানা স্থাপিত ও প্রত্যেক থানায় এক এক জন দারোগা নিযুক্ত হইল।

(ছ) নাবালক জমীদারদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্" স্থাপিত হয়।

(জ) কর্ণওয়ালিস্ বার্লো নামক একজন কর্ম্মকর্ত্তার হস্তে আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইন সকল সঙ্কলন করিবার ভারার্পণ করেন।

১৭৯৩ অব্দে বার্লো উভয় কার্য্য সমাধা করিলে সকল আইন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল। ১৭৯৩ অব্দের উক্ত আইন সকল এদেশে অনন্তরজাত আইন সকলের মূল স্বরূপ।

৭। কর্ণওয়ালিসের স্বদেশ গমন ও চরিত্র—কর্ণওয়ালিস্ ১৭৯৩ অব্দের আগষ্ট মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন, তিনি ৭ বৎসর এদেশের গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এদেশে থাকিয়া যতগুলি কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি যৎকালে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন, তখন এদেশীয়দিগের বিষয় একবারও পর্য্যালোচনা করেন

নাই। তৎকালে এদেশীয়দিগের বড় কর্ম্মের মধ্যে দারোগাগিরি ও মুন্সেফি। দারোগাগণ মাসিক ২৫৲ টাকা বেতন এবং মুন্সেফেরা যত টাকার মোকদ্দমা করিতেন তাহার উপর কিছু কিছু কমিশন পাইতেন। সুতরাং কর্ণওয়ালিসের এইটী অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছিল। তিনি নিজেও একজন সদাশয় ছিলেন এবং সারজন শোর, বার্লো প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সহচর ছিলেন; অতএব তৎকৃত উৎকৃষ্ট কার্য্যানুষ্ঠান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু, সর্ব্ববিষয়ে সাহায্যকারী এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, তদীয় অনৌদার্য্যের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৮। নূতন সনন্দ—১৭৭৩ অব্দে কোম্পানি ২০ বৎসরের নিমিত্ত সনন্দ পাইয়াছিলেন, ১৭৯৩ অব্দে তাহা উত্তীর্ণ হওয়াতে কোম্পানি পুনরায় ২০ বৎসরের নিমিত্ত সনন্দ পাইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

সারজন শোর। ১৭৯৩—১৭৯৮.. ৫ বৎসর।

১—টিপুর দুই পুত্রের মুক্তি। ২—বারাণসী খাস দখল। ৩—টিপু ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত নিজামের যুদ্ধ। ৪—ইংরেজসৈন্যদিগের বিদ্রোহ। ৫—অযোধ্যার গোলযোগ।

কর্ণওয়ালিসের পরে শোর সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হন।

১। টিপুর দুই পুত্রের মুক্তি—১৭৯২ অব্দের সন্ধির পণানুসারে টিপুর দুই পুত্র ইংরেজদিগের নিকট ছিল (৭ অ—৩ দেখ); শোর সাহেব তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠান (১৭৯৪)।

২। বারাণসী খাস দখল—১৭৯৫ অব্দে বারাণসী প্রদেশ কোম্পানীর খাস দখলে আইসে এবং তথায় জজ্ মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত হয়।

৩। টিপু ও মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত নিজামের যুদ্ধ—১৭৯৫ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ ও টিপুস্থলতান এক যোগে নিজাম রাজ্য আক্রমণ করিলে, নিজাম ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু শোর সাহেব নিজামের সাহায্য করেন নাই, নিজাম যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ ও টিপুর অনুকূলপণে সন্ধি করিলেন।

৪। ইংরেজসৈন্যদিগের বিদ্রোহ—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যখন ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন, তখন ইংরেজসৈন্যদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন নাই, স্থতরাং উহারা বিদ্রোহী হইয়া এই ভয় দেখাইল যে, "যদ্যপি আমরা ডবলভাতা প্রভৃতি না পাই, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরেল ও সেনাপতিকে ধৃত করিয়া সমুদায় রাজ্য অধিকার করিয়া লইব।" ইহাতে পুনরায় ডবলভাতা প্রবর্ত্তিত* হইল।

৫। অযোধ্যার গোলযোগ—অযোধ্যার নবাব আসফ্ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর তদীয় উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র উজীরআলী অযোধ্যার নবাব হন; কিন্তু শোর সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আসফের ভ্রাতা সাদতআলীকে সিংহাসন প্রদান করেন।

* ডবলভাতা পুনরায় লর্ডবেণ্টিঙ্কের সময় উঠিয়া যায়।

১৭৯৮ অব্দের মার্চমাসে "লর্ড টেন মাউথ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, শোর সাহেব স্বদেশ গমন করেন; ইনি ধার্ম্মিক, সুবুদ্ধি ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন।

নবম অধ্যায়।

লর্ড মর্ণিংটন্
পরে
মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি।

১—লর্ড মর্ণিংটন। ২—মহীশুরের শেষ যুদ্ধের কারণ। ৩—মহীশুরের শেষ যুদ্ধের বিবরণ। ৪—সন্ধিদ্বারা কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি। ৫—মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ। ৬—মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ। ৭—ওয়েলেস্লির সদনুষ্ঠান। ৮—ওয়েলেস্লির স্বদেশ গমন।

১। **লর্ড মর্ণিংটন্—১৭৯৮—১৮০৫…৭বৎসর।** শোরসাহেবের পরে লর্ড মর্ণিংটন্ গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৮ অব্দের ১৭ই মে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ইনি চারিবৎসর বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের মেম্বর ছিলেন বলিয়া এদেশের রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক বিষয় অবগত ছিলেন। ইঁহার সহিত ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর আর্থর ওয়েলেস্লিও * এদেশে আইসেন।

২। **মহীশুরের শেষ যুদ্ধের কারণ**—ইংরেজদিগের উপর টিপুর পূর্ব্বাবধিই বিদ্বেষ ছিল, পুত্র দুইটীকে

* আর্থর ওয়েলেস্লি উত্তরকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে পরাজিত করিয়া "ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন" নামে বিখ্যাত হন।

ফিরিয়া পাইয়া, তিনি সেই বিদ্বেষ প্রকাশের অবসর পান। ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য এদেশীয় অনেক রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন, এবং কাবেলাধিপতিকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে বলেন, কিন্তু কোন স্থান হইতে কোন প্রত্যাশা না পাইয়া শেষে ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। নেপোলিয়ন মিশর হইতে টিপুকে সাহায্য করিবার আশ্বাস দিলেন; টিপু ইহাতে উৎসাহিত হইয়া রণসজ্জার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সকল দর্শনে গবর্ণর বাহাদুর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান; কিন্তু টিপু কোন উত্তর না দেওয়ায় মহীশুরের শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

৩। **মহীশুরের শেষ যুদ্ধের বিবরণ**—যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্ব্বে লর্ড মর্ণিংটন নিজামকে হস্তগত করিলেন; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে হস্তগত করিতে পারিলেন না। ১৭৯৯ অব্দে বোম্বাইয়ের সৈন্য ষ্টুয়ার্টের, মান্দ্রাজের সৈন্য হারিশের এবং নিজামদত্ত সৈন্য আর্থর্ ওয়েলেস্লির অধীনে টিপুর রাজ্যে অভিযান করিল। টিপু প্রথমে ষ্টুয়ার্টের, পরে হারিশের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন। তৎপরে সকল ইংরেজ সৈন্য একত্রিত হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুকে আক্রমণ করিল। টিপু পরাজিত ও হত হইলেন। গবর্ণর জেনেরেল মহীশুররাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ অর্থাৎ কানাড়া, কোইম্বতুর, দায়পুর, বাইনিয়দ ও শ্রীরঙ্গপত্তন কোম্পানির জন্য গ্রহণ করিলেন,

এক ভাগ নিজামকে দিলেন এবং অপর ভাগ মহীশুরের পূর্ব্বতন হিন্দুরাজবংশীয় কৃষ্ণরাজ নামক এক শিশুকে প্রদান করিলেন। টিপুর পরিবার কোম্পানির বৃত্তি ভোগী হইয়া বেলোড়ের দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া গবর্ণর জেনেরেল "মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন (১৭৯৯)।

৪। সন্ধিদ্বারা কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি।

(ক) তঞ্জোর ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিয়া তথাকার রাজা সফেজীকে বৃত্তিভোগী করা হয় (১৭৯৯)।

(খ) নিজাম মহীশুরের দুইবার যুদ্ধে যে সকল স্থান পাইয়াছিলেন, আপনার রাজ্যে রক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সেই সকল স্থান কোম্পানিকে প্রদান করিলেন। উহার বার্ষিক উপস্বত্ব প্রায় এক কোটী টাকা (১৮০০)।

(গ) সুরাটের নবাবও আপন রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব কোম্পানিকে প্রদান করিয়া বৃত্তিভোগী হন (১৮০০)।

(ঘ) কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলীর পুত্রও কোম্পানিকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বৃত্তিভোগী হইলেন (১৮০১)।

(ঙ) অযোধ্যার নবাব সাদতআলিখাঁর নিকট কতকগুলি সৈন্য ছিল, ওয়েলেস্লি আরও কতকগুলি সৈন্য রাখাইয়া তাহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাবের নিকট হইতে দক্ষিণ দোয়াব, রোহিলাখণ্ড, বরেলী, গোরখপুর ও এলাহাবাদ প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন (১৮০১)। ইহাদিগের বার্ষিক আয় প্রায় দেড় কোটী টাকা হইবে।

৫। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ— অযোধ্যা ও নিজাম রাজ্যে ইংরেজ সৈন্য সংস্থাপন করিয়া ওয়েলেস্‌লি, মহারাষ্ট্রীয় পেশবা বাজীরাওএর (পুনানগরের শেষ রাজার) নিকট ইংরেজ সৈন্য রক্ষার প্রস্তাব করেন। বাজীরাও তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে যশোবন্তরাও হুলকার পুনা আক্রমণ পূর্ব্বক পেশবা বাজীরাও এবং দৌলৎ-রাও সিন্ধিয়ার মিলিত সৈন্যগণকে পরাজিত করিলে পেশবা বাজীরাও বেসিন নগরে পলায়ন করেন এবং পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ইংরেজ সৈন্য পালনে স্বীকৃত হন। ১৮০২ অব্দে বেসিনে এই সন্ধি হইল যে "পেশবা ৬,০০০ ইংরেজ সৈন্য আপন রাজ্যে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা উপস্বত্বের জমী কোম্পানিকে দিবেন"। এই সন্ধি হইলে ওয়েলেস্‌লি সসৈন্যে মহীশুর হইতে যাত্রা করিয়া পেশবা বাজীরাওকে পুনরায় পুনার সিংহাসনে সংস্থাপিত করিলেন। ইহাতে দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজ রঘুজী ভুঁস্‌লা ইংরেজদিগের উপর কুপিত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই কারণে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

৬। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ— গবর্ণর জেনেরেল ওয়েলেস্‌লিও যুদ্ধের আয়োজন করিয়া সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। লেক্ উত্তর দিক্‌বর্ত্তী সৈন্যের ও গবর্ণরের সহোদর আর্থর ওয়েলেস্‌লি দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইলেন। ওয়েলেস্‌লি এইরূপে যুদ্ধপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে, লেক্ সিন্ধিয়ার

রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণের পরাজয় সাধন পূর্ব্বক বাদসাহকে তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবেন এবং এই সঙ্গে কটক ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিবেন; আর আর্থর ওয়েলেস্‌লি দক্ষিণাপথে সিন্ধিয়া ও নাগপুর রাজের মিলিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে ইংরেজদিগের ৪০ সহস্র, সিন্ধিয়ার ৬০ সহস্র, নাগপুররাজ রঘুজী ভুঁস্‌লার ৩০ সহস্র ও হুলকারের ৮০ সহস্র, সৈন্য ছিল।

১৮০৩, আগষ্ট, লেক্ হিন্দুস্থানে সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ পেরণ্ নামক ফরাসীকে "আলিগড়ের" নিকটে এবং তৎপরে বোরকুইন (লুইস) নামক আর একজন ফরাসীকে "দিল্লীনগরে" পরাজয় করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ সাহআলম সিন্ধিয়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। উত্তরাঞ্চলের সৈন্যের দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থ সিন্ধিয়া কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়াদিলেন; লেক্ বিপুল সাহসের সহিত "লাশোয়ারী" নামক পল্লীতে তাহাদিগকেও পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়ার ৭,০০০ সাত হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়। ফরাসীদিগের এদেশে পুনর্ব্বার উন্নতির আশাও বিফল হইল।

দক্ষিণদেশে আর্থর ওয়েলেস্‌লি প্রথমে আমেদ নগরের দুর্গ জয় করেন। পরে সিন্ধিয়া ও নাগপুর রাজের মিলিত সৈন্যগণকে আক্রমণের চেষ্টা করেন; কিন্তু উহারা সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর না হওয়ায় তিনি এই স্থির করিলেন যে, আপনি একদিক্ হইতে ও সহকারী ষ্টিভেন্সন অপর দিক্ হইতে উহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। "আসাই" নামক

পল্লীর সমীপে সিন্ধিয়া ও নাগপুর রাজের মিলিত সৈন্যের সহিত ওয়েলেস্‌লির একটী যুদ্ধ হয়; তাহাতে তিনি জয়লাভ করেন। পরে ষ্টিভেন্সন আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া পরাজিত রিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; "ইলিচপুরের" নিকট উভয় পক্ষের একটী যুদ্ধ হয়, তাহাতেও ইংরেজেরা জয়লাভ করেন। অবশেষে নাগপুররাজ ১৭ই ডিসেম্বর ইংরেজদিগের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন, এই সন্ধি দ্বারা ইংরেজেরা কটক, বালেশ্বর প্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধের সময় পুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং সমুদয় উড়িষ্যা ইংরেজ-দিগের অধিকৃত হইল। সেন্ধিয়াও নাগপুর রাজের হীনতা দেখিয়া ইংরেজ দিগের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধিদ্বারা কোম্পানি গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্গত দোয়াব, দিল্লী, আগরা, গোয়ালিয়র, ভড়ৌচ, আমেদনগর ইত্যাদি স্থান প্রাপ্ত হন, এবং সিন্ধিয়া, কোম্পানির বিনা অনুমতিতে কোন ফরাসী বা অন্য কোন ইউরোপীয় লোককে আপন রাজ্যে নিযুক্ত করিবেন না স্বীকার করেন (১৮০৩)।

১৮০৪ অব্দে হুলকারের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লেকের উপর যুদ্ধভার অর্পিত হয় এবং লেকের অধীনে মরে ও মন্‌সন্ নিযুক্ত হন। হুলকার জয়পুর রাজ্য লুণ্ঠন করিতেছিলেন, কিন্তু মন্‌সনের আগমনবার্ত্তা পাইয়া পলায়ন করিলেন। মন্‌সন্ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; কিন্তু চম্বল-নদের নিকট হুলকারকে হঠাৎ যুদ্ধার্থে উদ্যত দেখিয়া এবং গুজরাট হইতে মরে সাহায্যার্থ আসিতে আসিতে ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া, তিনি পলায়ন পূর্ব্বক বহুকষ্টে দুই

মাসের পর আগ্রায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে ভরতপুর-রাজ রণজিৎ সিংহ হুলকারের সহকারী হইয়াছিলেন; হুলকার দিল্লী, দীঘ প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে লেকের নিকট পরাজিত হইয়া ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। লেক উক্ত দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া ভরতপুররাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৮০৫)।

৭। ওয়েলেস্‌লির সদনুষ্ঠান।

(ক) ১৮০১ খৃঃ অব্দে ওয়েলেস্‌লি গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা ভাসাইয়া দিবার প্রথা রহিত করিয়া দেন।

(খ) কলিকাতার সদর আদালতের বিচারকার্য্য গবর্ণর জেনেরেলের ও কৌন্সিলের সদস্য দ্বারা নিষ্পন্ন হইত; কিন্তু গবর্ণর জেনেরেলের অনবকাশ প্রযুক্ত ঐ কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইত না; একারণ ওয়েলেস্‌লি স্বতন্ত্র তিনজন বিচারক নিযুক্ত করিলেন। কোলব্রুক সাহেবই সদর আদালতের প্রথম প্রধান বিচারপতি।

(গ) লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলিকাতায় "ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ" নামক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়া এদেশীয় সিভিল সর্‌ভেণ্টদিগের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেন।

(ঘ) ১৮০০ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজে "সুপ্রীমকোর্ট" স্থাপিত হয়। উহাতে একজন বিচারপতি ও দুই জন সহকারী বিচারক নিযুক্ত হইলেন।

(ঙ) ১৮০১ অব্দে অযোধ্যার যে স্থান কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত ছিল, এবং ১৮০৩ অব্দে সিন্ধিয়ার নিকট হইতে কোম্পানি

যে যে স্থান পান, ওয়েলেস্‌লির সময় ঐ সমুদায় স্থানের শাসনাদির প্রথম বন্দোবস্ত হয়। উক্ত প্রদেশ সমূহ কতিপয় জেলায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর, জজ, মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং সমুদয় জেলার জন্য একটী প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত হয় এবং ঐ সকল প্রদেশ কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামতের অধীন থাকে।

৮। **ওয়েলেস্‌লির স্বদেশ গমন**—ওয়েলেস্‌লি কোম্পানির রাজ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের আয় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন; তথাপি ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়ায় তিনি ১৮০৫ অব্দের অগষ্টমাসে স্বীয় পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশ প্রতিগমন করেন।

দশম অধ্যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্— ২য় বার, ও সর্ জর্জ্জ বার্লো—১৮০৫—১৮০৭...২ বৎসর।

১—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ২য় বার। ২—বেলোড়ে সিপাহী বিদ্রোহ। ৩—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি। ৪—মান্দ্রাজের বিচারাদির বন্দোবস্ত। ৫—স্থাইয়তোয়ারী বন্দোবস্ত।

১। **লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ২য় বার**—লর্ড ওয়েলেস্‌লির পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ২য় বার ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া আইসেন এবং সিন্ধিয়ার সহিত সৈন্যপালনের বন্দো-

বস্ত করণার্থ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন, কিন্তু পথি-মধ্যে ১৮০৫ অব্দের অক্টোবর মাসে গাজীপুরে মানবলীলা সম্বরণ করেন; সুতরাং নিয়মানুসারে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর্ জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনেরেল হইলেন।

২। বেলোড়ে সিপাহী বিদ্রোহ—মহীশুরের শেষ যুদ্ধে টিপু হত হওয়াতে তাঁহার পরিবারগণ বেলোড়ের দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথায় কতকগুলি সিপাহী ও ইংরেজসৈন্য ছিল। ১৮০৬ অব্দের ১০ই জুলাই রাত্রে, ১,৫০০ সিপাহী ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অনে-ককে বিনষ্ট করে। আর্কাড়নগরে এই সমাচার উপস্থিত হইলে, জিলেষ্পি আসিয়া বিদ্রোহী সিপাহীগণকে ক্ষান্ত করেন। বোধ হয়, সিপাহীদিগের বিদ্রোহের কারণ এই;— "ইংরেজেরা তাহাদিগকে ইংরেজসৈন্যের বেশ পরিধান করিতে ও একভাবে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে বলেন, ইহাতে সিপাহীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়; মান্দ্রাজগবর্ণর বেণ্টিঙ্ক স্বীয় আজ্ঞা প্রবল রাখায় তাহারা অশান্ত হইয়া বিদ্রোহী হয়।" কিন্তু ইংরেজেরা টিপুর পরিবারকেই এই বিদ্রোহের সূত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতার উত্তর চিৎপুরে আনয়ন করিলেন। ডিরেক্টরেরা এই সমুদায় অবগত হইয়া বেণ্টিঙ্ককে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাইতে আজ্ঞা করেন এবং বার্লোকে মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তৃত্ব ও লর্ড মিণ্টোকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলী পদ প্রদান করেন।

৩। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি—সরকার প্রদেশ,

মহীশুরের দুই যুদ্ধে প্রাপ্ত সমুদায় স্থান, নিজাম দত্তমহীশুরের অংশ, তঞ্জৌর এবং কর্ণাট লইয়া "মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি" সংঘটিত হয়।

৪। মান্দ্রাজে বিচারাদির বন্দোবস্ত—১৬৮৬ অব্দে মান্দ্রাজ নগরে রেবিনিউ বোর্ড সংস্থাপিত হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি বিস্তৃত হইলে ইহা কতিপয় জেলায় বিভক্ত ও প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর ও জজ মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়। ৪টী প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট এবং স্বতন্ত্র সদর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই সরকার প্রদেশে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" প্রচলিত ছিল

৫। রাইয়তোয়ারী বন্দোবস্ত—"রাইয়তোয়ারী" মতে গবর্ণমেণ্টই প্রকৃত ভূম্যধিকারী; প্রতি জেলার কালেক্টর প্রজাগণের সহিত প্রতিবৎসর রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজস্বের হার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এবং প্রজারা ইচ্ছা করিলে জমি ইস্তফা করিতে পারে। মান্দ্রাজের অন্য অন্য স্থানেও উক্ত বন্দোবস্ত প্রচলিত করিতে অনেকের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তদানীন্তন মান্দ্রাজ-গবর্ণর বেণ্টিঙ্ক এবং বোর্ডের একজন মেম্বর সর টমাস্ মন্‌রো উহার প্রতিকূল হওয়াতে অন্য সমুদায় স্থানে "রাইয়তোয়ারী" বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়।

একাদশ অধ্যায়।

লর্ড মিণ্টো—১৮০৭—১৮১৩...৬ বৎসর।

১—রণজিতের সহিত সন্ধি। ২—মরিসস্ ও বোর্কো। অধিকার। ৩—কাবুল, পারস্য ও সিন্ধুরাজের সহিত সন্ধি। ৪—নূতন চার্টর (সনন্দ)।

লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ অব্দের জুলাই মাসে গবর্ণর জেনেরেল হইয়া এদেশে আগমন করেন।

১। রণজিত সিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন—রণজিত সিংহ ১৭৮০ অব্দের ২রা নভেম্বরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে লাহোরের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন (১৭৯৮)। এই সময় হইতে ইনি স্বীয় বুদ্ধি বলে ও বিক্রম সহকারে শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়া "মহারাজ রণজিতসিংহ" নামে প্রসিদ্ধ হন। রণজিত ১৮০৯ খৃঃ অব্দে শতদ্রুর দক্ষিণ তীরস্থ পাতিয়ালা ও ঝিন্দ প্রদেশের ইংরেজানুগত অধিপতিদিগকে আক্রমণ করিলে, তাঁহরা লর্ড মিণ্টোর নিকট অভিযোগ করেন, তদনুসারে গবর্ণর জেনেরেল রণজিতের নিকটে মেটকাফ্ সাহেবকে দূতস্বরূপে এবং কর্ণেল অক্টার লোনিকে একদল সৈন্যসমেত শতদ্রুর পারে প্রেরণ করিলেন। রণজিত ইংরেজ প্রস্তা-

থিত সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়া এই নির্দ্দেশ করিলেন যে, "ইংরেজেরা শতদ্রুর পশ্চিম ও উত্তর ভাগস্থ রণজিতের অধিকৃত স্থান সমূহে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং তিনিও ইংরেজাধিকৃত কোন স্থান বা ইংরেজানুগত কোন রাজা আক্রমণ করিতে পারিবেন না" (১৮০৯ অব্দ)। মহাবলপরাক্রান্ত রণজিত সিংহ যাবজ্জীবন ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে পরিবদ্ধ ছিলেন।

২। **মরিসস্, বোর্ব্বোঁ ও যবদ্বীপ অধিকার**—ফরাসীজাতির অধিকৃত মরিসস্ ও বোর্ব্বোঁ দ্বীপবাসীরা ইংরেজবাণিজ্যতরী আক্রমণ করাতে লর্ড মিণ্টো সৈন্য প্রেরণ দ্বারা ঐ দ্বীপদ্বয় জয় করিয়া লন (১মটী ১৮০৯, ২য়টী ১৮১০ অব্দে); ১৮১৪ অব্দে ফরাসীরা কেবল বোর্ব্বোঁ দ্বীপ ফিরিয়া পায়। ওলন্দাজাধিকৃত যবদ্বীপও, মরিসস্ অধিকারকালে ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়।

৩। **কাবুল, পারস্য ও সিন্ধুরাজের সহিত সন্ধি**—এদেশে ফরাসীরাই ইংরেজদিগের প্রধান শত্রু। ভারতবর্ষ মধ্যে ফরাসীদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির ভয়েই ইংরেজেরা নিজাম, সিন্ধিয়া, হুলকার প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে লর্ড মিণ্টো ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির দুর্দ্দম পরাক্রম দেখিয়া মহাশঙ্কিত হন এবং সিন্ধু, কাবুল ও পারস্যরাজের সহিত এই সন্ধি করেন যে, "তাঁহারা আপন আপন রাজ্যে ফরাসীদিগকে স্থান দিবেন না।" এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কাবুলে এবং মাল্‌কম পারস্যে দূতস্বরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

৪। নূতন চার্টর (সনন্দ)—১৭৯৩ অব্দে প্রাপ্ত সনন্দের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইলে কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্য এক সনন্দ প্রাপ্ত হন (১৮১৩)। এই সনন্দের নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার ক্ষমতা রহিত হইল। এক্ষণে কেবল চীন দেশে ঐরূপ বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা রহিল।

(খ) এ দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত কোম্পানি প্রতি বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

(গ) মিসনরিরা অবাধে এদেশে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবেন।

লর্ড মিণ্টো ১৮১৩ অব্দে অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া কয়েক মাস মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

লর্ড ময়রা

পরে

মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস—১৮১৩—১৮২২…৯ বৎসর।

১—নেপাল যুদ্ধের কারণ। ২—নেপাল যুদ্ধের বিবরণ। ৩—পিণ্ডা-রীসমর ও আমীর খাঁ। ৪—চতুর্থ বা শেষ মার্হাট্টা যুদ্ধের কারণ। ৫—চতুর্থ বা শেষ মার্হাট্টা যুদ্ধের বিবরণ। ৬—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিচারাদির বন্দোবস্ত। ৭—গবর্ণর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব। ৮—ভারত বর্ষীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রথম উৎসাহ দান।

১। নেপাল যুদ্ধের কারণ—গুর্‌খা জাতি নেপালে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পূর্ব্বে সিকিম ও পশ্চিমে শতদ্রু পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। পরে তাহারা ইংরেজাধিকৃত কতিপয় স্থান গ্রহণ ও কয়েক জন ব্রিটিস পুলিস কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। মিণ্টো "ঐ সকল স্থান পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে যুদ্ধ করিব" এই বলিয়া পাঠান ;কিন্তু উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ১৮১৩ অব্দের অক্টোবর মাসে লর্ডময়রা গবর্ণর জেনেরেল হইয়া কলিকাতায় পৌঁছেন। তিনিও নেপালে দূত পাঠাইয়া দেখিলেন, যে গুর্‌খারা সহজে শান্ত হইবে না ; এই কারণে নেপালে যুদ্ধ ঘটে।

২। নেপাল যুদ্ধের বিবরণ—অক্টার্‌লোনি,জিলেস্পি, মার্লে ও উড্ এই চারিজন সেনাপতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন

ইংরেজদিগের ৩০ সহস্র ও গুর্খাদিগের দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ছিল, সে যাহা হউক, উড্ ও মার্লে এই যুদ্ধে কিছুই করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। জিলেস্পি দেরাদুন অধিকার পূর্ব্বক তত্রত্য গুর্খা সেনাপতি বলভদ্র সিংহকে পরাজিত করেন। তদনন্তর কলঙ্গগিরিদুর্গস্থিত উক্ত গুরখা সামন্তের অনুসরণ করিয়া অসাবধানে নিহত হন। এদিকে অক্টারলোনি সর্ব্বপ্রধান গুরখা সামন্ত অমর সিংহকে পরাস্ত করিয়া তদধীনস্থ তাবৎ দুর্গ গ্রহণ করিলেন। অবশেষে অমর মালোনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন (১৮১৫)। কিন্তু নেপালের রাজা সন্ধিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় অক্টারলোনি রাজধানী কাঠমণ্ডপের সমীপবর্ত্তী হইলেন; গুরখা সৈন্য পরাস্ত হইল; তখন নেপালরাজ ভীত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন,—কাঠমণ্ডপে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রহিলেন। নেপাল রাজ্যের দক্ষিণস্থ তরাই ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল। গুরখা সৈন্য কর্ত্তৃক বিজিত প্রদেশ গুলি (কমায়ু, দেরাদুন) ইংরেজদিগকে পুনঃ সমর্পিত হইল। ঐ সকল প্রদেশের মধ্যে সিমলা, লাণ্ডৌর, নৈনিতাল, মুশৌরি প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান আছে (১৮১৬)।

যুদ্ধের পর গবর্ণর সাহেব "মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস" ও অক্টারলোনি "সর" উপাধি লাভ করেন।

৩। পিণ্ডারী সমর ও আমীরখাঁ।—পিণ্ডারীরা বহুকাল হইতে সিন্ধিয়া ও হুলকারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত। এই প্রভূত পরাক্রম সম্পন্ন দস্যুদল চেতু, করিম খাঁ ও ওয়াসল মহম্মদের অধীনে থাকিয়া মধ্য ভারতবর্ষে যৎপরোনাস্তি

দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস উহাদিগের দমনে তৎপর হইয়া ৮দল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা মালব প্রদেশ ও নর্ম্মদা নদী পার্শ্বস্থ ২৩ হাজার পিণ্ডারী দস্যুকে অবরোধ করিল। পিণ্ডারীরা চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত ও নিরুপায় হইয়া মাহ্‌রাট্টা সেনানী হুলকারের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইংরেজ সেনানী কর্ত্তৃক হুলকার, যুদ্ধে পরাজিত হইলেন ও নিজ রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিয়া এবং তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ খান্দেশাদি প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিয়া এক সন্ধি করিলেন। এদিকে পিণ্ডারীরা স্থানভ্রষ্ট ও লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িল, কতক বিনষ্ট হইল; ও অবশিষ্টেরা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইল। পাঠানদস্যু সর্দ্দার আমীর খাঁ ৩৬ সহস্র সেনা সহকারে রাজপুতানা, মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অত্যাচার করিলে লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে টঙ্ক প্রদেশের নবাবী প্রদানকরেন। আমীর ১৮৩৪ অব্দে কালকবলে কবলিত হন। টঙ্কের নবাবেরা এই আমীর খাঁর বংশজাত।

৪। ৪র্থ বা শেষ মাহ্‌রাট্টা যুদ্ধের কারণ—১৮০২ অব্দে বেসিনের সন্ধি দ্বারা পেশবা ২য় বাজিরাও আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া কুমন্ত্রী ত্র্যম্বকজীর কূট মন্ত্রণায় ইংরেজ বিরোধী হন। কিন্তু তাঁহার রাজধানীস্থ ইংরেজ রেসিডেণ্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব এ সমুদায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজানুগত গুজরাটরাজ আনন্দরাও গুইকবাড়ের রাজমন্ত্রী কোন কারণে পুনা নগরে আসিয়া কুচক্রী ত্র্যম্বকজীর চক্রান্তে নিহত হন। ঐ

দুর্ম্মতিকেও ইহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজগণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইলেন; কিন্তু পেশবার গুপ্ত সাহায্যে মুক্ত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হুলকার ও নাগপুর রাজও ইহাতে যোগ দিলেন। এই কারণে শেষ মার্হাট্টা যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

৫। ৪র্থ বা শেষ মার্হাট্টা যুদ্ধের বিবরণ— ইংরেজ সেনানী স্মিথ্ পুনা নগর অধিকার করিয়া লইলে পেশবা পরাস্ত হইয়া সন্ধি করেন। সন্ধি দ্বারা পেশবা বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি সহকারে বিঠোরে (কানপুরের নিকটে) বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত রাজ্য (সাগর আহম্মদাবাদ, পুনা, কঙ্কণ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র) কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হইল। কেবল সেতারা শিবজীবংশীয় একজন ইংরেজানুগত ব্যক্তিকে অর্পণ করা হইল (১৮১৮ খৃঃ)। ১৮৫১অব্দে জানুয়ারি মাসে বিঠোরেই বাজীরাওএর মৃত্যু হয়।

নাগপুররাজ ভুঁস্লা বংশীয় অপাসাহেব ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ায় সীতাবল্‌দি পাহাড়ের সন্নিকটে তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের এক যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে অপা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তখন রঘুজী ভুঁস্লার দৌহিত্র তৎপদে অভিষিক্ত ও বাঁকারাই (রঘুজীর বিধবা মহিষী) কর্ত্রী নিযুক্ত হন (১৮১৮)। জেঙ্কিন্স সাহেব তথাকার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন এবং রাজ্যস্থ ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ "সম্বলপুর ও নর্ম্মদা প্রদেশ" ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল। ১৮৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ দৌহিত্র সাক্ষীগোপালের ন্যায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পেশবার সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ সমাচার পাইয়া হুলকার * ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সসজ্জ হইলেন। শিপ্রানদীতীরস্থ মাহিদপুর নামক স্থানের সংগ্রামে হুলকার সেনা পরাজিত হইলে, খান্দেশাদি কতিপয় প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়। এই অবধি হুলকার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের একজন অনুগত রাজা বলিয়া পরিগণিত হন (১৮১৮)। ইতিপূর্ব্বেই সিন্ধিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত এক সন্ধি করিয়াছিলেন।

৬। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিচারাদির বন্দোবস্ত—(ক) পেশবার নিকট হইতে প্রাপ্ত স্থান সমূহের মধ্যে যে গুলি বোম্বাইয়ের নিকটে ছিল, সেই গুলি সংলগ্ন হইয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি করে ও "বোম্বাই প্রেসিডেন্সি" নামে খ্যাত হইয়া কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয়; বিচার ও রাজস্ব

* হুলকার বংশের আদিপুরুষ মল্‌হাররাও হুলকারের পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় বিধবা পুত্রবধূ বীর্য্যবতী ধর্ম্মপরায়ণা অহল্যাবাই ইন্দোরের সিংহাসনে আসীনা হন। অহল্যাবাই ধর্ম্মকার্য্য এবং রাজকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার সময়ে প্রজাগণ অতীব সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল অহল্যাবাইয়ের প্রখর কীর্ত্তি জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎসেনাপতি হুলকার বংশীয় টুকাজীর পুত্র যশোবন্তরাও ইন্দোরের অধিপতি হন। যশোবন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র ২য় মল্‌হাররাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি তুলসীবাই নাম্নী এক উপপত্নীর গর্ভজাত। বর্ত্তমান হুলকার যুদ্ধে সমরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার পরেই ইনি নিহত হইয়াছিলেন। মল্‌হাররাওয়ের পর হরিরাও হুলকার ইন্দোরের রাজা হইয়াছিলেন; তৎপরবর্ত্তী টুকাজীরাও হুলকার এক্ষণে তথায় রাজত্ব করিতেছেন।

প্রভৃতির বন্দোবস্ত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির নিয়ম মতে চলিতে লাগিল; এবং বোম্বাই নগরে চূড়ান্ত আপিল শুনিবার নিমিত্ত একটী "সদর দেওয়ানী" ও "ফৌজদারী" আদালত স্থাপিত হইল। ১৮২৩ অব্দে তথায় একটী "সুপ্রীমকোর্ট" প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) অবশিষ্ট স্থান সমূহে এক এক জন কমিসনর ও তদধীনে এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত হন। তাঁহারা ঐ সকল স্থানের সমুদায় রাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা পান। কালেক্টরেরা প্রজাদিগের সহিত বাৎসরিক বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

৭। **গবর্ণর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব**—১৮১৯ অব্দে সমদর্শী এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব বোম্বাইএর গবর্ণরী পদে অভিষিক্ত হইয়া ৮ বৎসর অতিশয় সুখ্যাতির সহিত ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। স্বদেশ গমন কালে তৎপ্রতি অনুরক্ত প্রজাগণ তাঁহার স্মরণার্থে চাঁদা তুলিয়া পুনা নগরে "এলফিন্‌ষ্টোন কালেজ" স্থাপন করেন। স্বদেশে যাইয়া তিনি একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ লেখেন। উহা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

৮। **ভারতবর্ষীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রথম উৎসাহদান**—লর্ড হেষ্টিংসের শাসন সময়ে কলিকাতা নগরীতে "হিন্দু কালেজ" (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কালেজ) প্রতিষ্ঠিত ও "সংস্কৃত কালেজ" স্থাপনের সূত্রপাত হয়। তাঁহারই পত্নী কর্ত্তৃক বারাকপুর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি শ্রীরামপুরস্থ সুপ্রসিদ্ধ মিসনরিগণ—

কর্ত্তৃক কলিকাতার নিকটস্থ স্থান সমূহে কতিপয় বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও অপরাপর মিসনরিদিগের যত্ন ও সাহায্যে বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণকর্তৃক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।

লর্ড হেষ্টিংস ১৮২৩ অব্দের প্রথম দিবসে স্বদেশ যাত্রা করেন। ইনি গম্ভীর, বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞ, রণপণ্ডিত ও অতিশয় শ্রমশীল শাসনকর্তা ছিলেন। ইহাঁর সময়ে রাজকোষ প্রচুর ধনপূর্ণ ছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আডাম সাহেব—১৮২৩—জানুয়ারি—আগষ্ট।

ও

লর্ড আমহার্ষ্ট—১৮২৩—১৮২৮...৫ বৎসর।

১—বর্ম্মার প্রথম যুদ্ধের কারণ। ২—বর্ম্মার প্রথম যুদ্ধের বিবরণ। ৩—ভরতপুরের কেল্লা জয়। ৪—কলিকাতার শিক্ষা কমিটি।

লর্ড হেষ্টিংসের প্রস্থানের পরে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর আডাম সাহেব ৭।৮ মাস গবর্ণর জেনেরেলী পদে নিযুক্ত ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটী কঠিন নিয়ম করাতে তিনি লোকের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৮২৩ অব্দে আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরেল হইয়া কলিকাতায় উত্তীর্ণ হন।

১। **বর্ম্মার ১ম যুদ্ধের কারণ**—বর্ম্মাবাসীরা (মগেরা) আসাম, আরাকান ও মণিপুর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া বর্দ্ধিত পরাক্রম ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ১৮২৩ অব্দে চাঁটিগাঁর সন্নিহিত ইংরেজাধিকৃত "সাহপুরী" নামক দ্বীপ অধিকার করিয়া তত্রত্য সৈনিকদিগকে হত্যা করিল; ইহাতে ইংরেজদিগের সহিত মগদিগের প্রথম যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

২। **বর্ম্মার ১ম যুদ্ধের বিবরণ**—ইংরেজ সেনাপতি সর আর্চিবাল্‌ড ক্যাম্বেল সাহেব ১৮২৪ অব্দের মে মাসে রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া উক্ত স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। বর্ম্মারাজ সেনাপতি বন্ধুলাকে ষাটিহাজার সৈন্যের সহিত প্রেরণ করিলেন; ১৮২৫ অব্দে দানাবু নগরের যুদ্ধে বন্ধুলা নিহত ও তদীয় সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। পরে প্রোম নগর ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। পরবৎসরে আবা নগরের দুই ক্রোশ দূরস্থ জান্দাবু নগর ইংরেজ সৈন্যে আচ্ছন্ন হইলে, বর্ম্মারাজ ভয় পাইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধি দ্বারা ইংরেজেরা আসাম, কাছাড়, জয়ন্তী, আরাকান ও তেনাসরিম প্রদেশ এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ এক কোটী টাকা প্রাপ্ত হইলেন (১৮২৬)।

বর্ম্মার যুদ্ধ সময়ে বারাকপুরস্থ ৪৭ নম্বরের সিপাহীদিগের বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত হয়; সমুদ্র যাত্রা দ্বারা রেঙ্গুনে উপস্থিত হইতে সিপাহীদিগের ইচ্ছা ছিল না, এবং ডবলভাতা

গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল; পরে প্রধান সেনাপতি পেজেট সাহেব এক দল গোলন্দাজ সৈন্য সহকারে বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন।

৩। ভরতপুরের কেল্লা জয়—১৮২৫ অব্দে ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহ মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলে তৎ পুত্র নাবালক বলবন্ত সিংহ সিংহাসনারূঢ় হন। ঐ নাবালকের পিতৃব্য দুর্জ্জনশাল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বলবন্তের সহায় ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল লেক্ ১৮০৫ অব্দে ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য উহা অজেয় বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল; এই সংস্কার দূরীকরণের জন্য সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়ার ১৮২৫ অব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং ২৫ সহস্র বিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া তিন সপ্তাহ মধ্যে উহা অধিকার এবং সমভূমি করিয়া ফেলিলেন। দুর্জ্জনশাল ইংরেজদিগের করগত এবং বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন (১৮২৬ জানুয়ারি)।

৪। কলিকাতার শিক্ষা কমিটি—আডাম সাহেবের শাসন সময়ে (লর্ড আমহার্ষ্টের এদেশে আসিবার এক মাস পূর্ব্বে ১৮২৩—জুলাই) বাঙ্গালার শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য কলিকাতা নগরীতে একটী "শিক্ষা কমিটি" স্থাপিত এবং অল্প পরেই প্রসিদ্ধ "সংস্কৃত কালেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃতজ্ঞ ডাক্তার উইলসন্ সাহেবই ঐ কালেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১৮২৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার প্রস্থানের পর নূতন গবর্ণর জেনেরেল নিযুক্ত হইয়া না আসা পর্য্যন্ত বটরওয়ার্থ বেলী সাহেব প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক—১৮২৮—৩৫...৭ বৎসর।

১—মহীশূর গ্রহণ। ২—কূর্গ গ্রহণ। ৩—সতীদাহ নিবারণ। ৪—রাজপুতকন্যা বধ নিবারণের চেষ্টা। ৫—ঠগি নিবারণ। ৬—নরবলি নিবারণ। ৭—ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার। ৮—নূতন আইন ও নূতন পদ সৃজন। ৯—প্রধান সদর আমিনী ও ডিপুটী কালেক্টরী পদ। ১০—রাজা রামমোহন রায়। ১১—১৮৩৩ অব্দের ইণ্ডিয়া বিল। ১২—সর্ চার্লস মেটকাফ্ (গবর্ণর জেনেরেল)—১৮৩৫ এপ্রেল—১৮৩৬ মার্চ্চ...১বৎসর।

১৮২৮ অব্দের জুলাই মাসে মান্দ্রাজের পূর্ব্বতন গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৩১ অব্দে বারাসতে তীতুমীরের লড়াই, ১৮৩২ অব্দে ছোটনাগপুরের পাহাড় জঙ্গল নিবাসী অসভ্য কোল জাতির দৌরাত্ম্য এবং ১৮৩৪ অব্দে কূর্গ প্রদেশে একটী সামান্য যুদ্ধ ভিন্ন অপর কোন গুরুতর বিবাদ বা যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া তাঁহার শাসনকাল হরণ করে নাই। প্রথমোক্ত বিদ্রোহ দুইটী সহজেই নিরাকৃত হইয়াছিল।

১। **মহীশুর গ্রহণ**—মহীশুরের রাজা কৃষ্ণরাজ (৯অ-৩ দেখ) বিলাসী ও অমিতব্যয়ী হওয়ায় রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল এবং রাজমন্ত্রী পুর্নিয়ার মৃত্যুর পর রাজকার্য্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই কারণে বেণ্টিঙ্ক ১৮৩২ অব্দে রাজার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া ঐ প্রদেশ ইংরেজ কোম্পানির সাম্রাজ্যে সংযোজিত করেন; কৃষ্ণরাজের পোষ্যপুত্র চামরাজেন্দ্র সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করিয়া মহীশুরে রাজত্ব করিতেছেন। ১৮৩২ অব্দে কাছাড় প্রদেশও ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়।

২। **কূর্গ গ্রহণ**—মহীশুরের পশ্চিম প্রান্তস্থ কূর্গ প্রদেশের রাজা চিক বীররাজ (কূর্গের রাজারা বীররাজ নামে খ্যাত) অত্যন্ত প্রজাপীড়ক এবং দুর্দ্দান্ত ছিলেন। ১৮৩২ অব্দে ইহাঁর ভগিনী ও ভগিনীপতি রাজার দৌরাত্ম্যে মহীশুরের ইংরেজ-রেসিডেণ্টের শরণ লইলে, রেসিডেণ্ট সাহেব রাজাকে বিস্তর উপদেশ দেন; রাজা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মান্দ্রাজ গবর্ণরকে রূঢ়-বাক্য-সমন্বিত একখানি পত্র লিখেন; তজ্জন্য এক দল ইংরেজ সৈন্য কূর্গে যাইয়া ১০ দিবস সমরের পর ঐ প্রদেশ ইংরেজ কোম্পানির রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লয় (১৮৩৩)।

৩। **সতীদাহ নিবারণ**—হিন্দুশাস্ত্রলিখিত সহমরণ প্রথা (মৃত স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতামধ্যে প্রবেশের রীতি) অনুসারে বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক বিধবা রমণী স্বেচ্ছানুযায়ী বা আত্মীয় স্বজনের প্রবর্ত্তনায় সম্মত হইয়া অকালে অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। গবর্ণর জেনেরেল প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর মত লইয়া ১৮২৯ অব্দে এক আইন প্রচার করেন।

তদ্দ্বারা এই দূষণীয় প্রথা রহিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু অনেকে বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিল।

৪। ঠগী নিবারণ—ঠগ নামে এক দুষ্ট সম্প্রদায় কালী পূজা করিয়া দলে দলে পথিকবেশে বহির্গত হইত; এবং পান্থগণের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক সুযোগক্রমে তাহাদের গলে ফাঁস লাগাইয়া দিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইত। বেণ্টিঙ্ক "ঠগি ডিপার্টমেণ্ট" স্থাপন পূর্ব্বক ১৮২৯ হইতে ১৮৩৫ অব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের মধ্যে; শ্লিমান সাহেবের যত্নে ও আনুকূল্যে; দুই সহস্র ঠগ ধৃত ও বিনষ্ট করিয়া পথিক-দিগের শঙ্কা দূর করেন।

৫। রাজপুত কন্যাবধ নিবারণের চেষ্টা—কন্যাবিবাহে অধিক ব্যয় দেখিয়া রাজপুতেরা তাহার মাতার স্তনে আফিং মাখাইয়া বা তাহাকে অনাহারে রাখিয়া তদীয় প্রাণনাশ করিত। বোম্বাইয়ের গবর্ণর জনাথান ডঙ্কান ও পরে ১৮৩৪ সালে উইলকিন্সন ও উইলোবী নামক দুইজন সাহেব ঐ কুপ্রথা নিবারণে সযত্ন হইয়া রাজপুতদিগকে বিনীত ভাবে এক সভায় আহ্বান করেন; এবং উপদেশ-গর্ভ নানা বক্তৃতা করিয়া উহার কিঞ্চিৎ উপশম করেন।

৬। নরবলি নিবারণ—উড়িষ্যার খন্দ নামক বর্ব্বরেরা আপনাদিগের ক্ষেত্রের শস্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নরবলি দিয়া দেবীর উপাসনা করিত। বেণ্টিঙ্ক সাহেব তাহার নিরাকরণ করেন (১৮৩৫)। এই সময়েই

বিদ্রোহী গুম্‌সররাজ পরাস্ত হন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার রাজ্য ইংরেজ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়।

৭। ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষাসম্বন্ধে নিয়ম প্রচার— কোম্পানি ১৮১৩ অব্দের সনন্দ অনুসারে যে ১ লক্ষ টাকা এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে ব্যয় করিবার ক্ষমতা পান, তাহা শিক্ষা কমিটির মেম্বর মেকলে ও ট্রেবিলিয়ানের মতানুসারে গবর্ণর জেনেরেল এদেশীয়দিগকে ইংরেজী শিক্ষাদানের নিমিত্ত ব্যয় করিতে অনুমতি দিলেন। (১৮৩৫-মার্চ্চ); তদবধি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ উইল্‌সন সাহেব এদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি এদেশীয়দিগকে সংস্কৃত, পারস্য, ও আরবী বিদ্যা শিক্ষা দানের জন্য অভিলাষী হইয়াও সফল হইতে পারেন নাই। ১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক কলিকাতা নগরীতে বর্ত্তমান "মেডিকেল কালেজ" স্থাপন করেন।

৮। নূতন আইন ও নূতন পদ সৃজন— প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বেণ্টিঙ্ক, কর্ণওয়ালিসের নিয়মগুলি সংশোধন করেন।

(ক) প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট উঠিয়া যায়।

(খ) কয়েকটী করিয়া জেলা লইয়া এক একটী বিভাগ স্থাপিত হইল। প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন "রেবিনিউ কমিসনর" নিয়োজিত হইলেন। কালেক্‌টরেরা ইঁহাদিগের অধীন হইয়া রহিলেন।

(গ) জেলার জজ সাহেবেরা হস্তস্থিত "দেওয়ানী মোক-

দ্দমার বিচার” এবং “মাজিষ্ট্রেটী” ক্ষমতার পরিবর্তে প্রথমোক্ত কার্য্য এবং প্রতিমাসে এক এক বার দায়রার মোকদ্দমার ভার পাইলেন। কালেক্টরেরা দ্বিতীয়োক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

(ঘ) কলিকাতার মত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেওয়ানী আপীল বিচারের নিমিত্ত “সদর আদালত” প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঙ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক “রেবিনিউ বোর্ড” স্থাপিত হয়।

(চ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জমির বন্দোবস্তের জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং এলাহাবাদে গমন করেন; ১৮৩৩ অব্দের আইন বিধিবদ্ধ হয়; তাহার মর্ম্ম এই;—প্রথমে জমি জরিপ করিতে হইবে; পরে কালেক্টরেরা মফস্বল যাইয়া দখল সম্বন্ধে প্রজাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিবেন। ৩০ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করা হইবে। ভূস্বামিত্ব রাজারই থাকিবে। বোর্ডের সুদক্ষ মেম্বর রবার্ট বার্ড সাহেব ১০ বৎসরের মধ্যে এই আইনানুযায়ী সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

৯। প্রধান সদর আমিনী ও ডেপুটী কালেক্টরী পদ—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৯৩ অব্দে “মুন্সেফী” পদ এবং ওয়েলেস্‌লি ১৮০৩ অব্দে “সদর আমিনী” পদের সৃষ্টি করেন। বেণ্টিঙ্ক ১৮২৪ অব্দে ডাইরেক্টরদিগের ইচ্ছানুসারে ৬০০ টাকা বেতনে “প্রধান সদর আমিনী বা সদরআলা” নামে এক নূতন পদের সৃষ্টি করেন। ১৮৩৩ অব্দে এতদ্দেশীয়দিগের নিমিত্ত ডিপুটী কালেক্টর নামে এক পদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০। রাজা রামমোহন রায়—ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা রামমোহন রায় বিদ্বান্, বিজ্ঞ ও বহুভাষাবিৎ ছিলেন; ইনিই বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন রূপ প্রচলন আরম্ভ করেন। ইনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক উকীল স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হন *। তথায় ইহাঁর বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। ইহাঁর পূর্ব্বে কোন হিন্দুই ধর্ম্মচ্যুত হইবার ভয়ে সমুদ্র যাত্রা করেন নাই। ১৮৩৩ অব্দে ব্রিষ্টল নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

১১। ইণ্ডিয়া বিল—১৮১৩ অব্দের সনন্দের মিয়াদ ১৮৩৩ অব্দে অতিক্রান্ত হইলে কোম্পানি পুনরায় ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন।

(ক) কোম্পানির চীনদেশে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা রহিত হইয়া যায় এবং এই নিয়ম হয় যে কোম্পানি আর বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না।

(খ) সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরেল সমুদয় ইংরেজাধিকারে আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

(গ) ভারতবর্ষীয় সুপ্রীম কৌন্সিলে গবর্ণর জেনেরেল ও সেনাপতি ব্যতীত চারিজন মেম্বর থাকিবেন। তিনজন ডিরে-

* গবর্ণর জেনেরেল লর্ড আমহার্ষ্ট দিল্লীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলেন, যে "এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরেজেরাই বলবান্ এবং ক্ষমতাপন্ন; তাঁহারা আর তৈমুরলঙ্গ বংশীয়দিগকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন না। সম্রাট্ ইহাতে মহা অসন্তুষ্ট হইয়া নিজ মান বজায় রাখিবার জন্য রামমোহন রায়কে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ সফল হয় নাই, কেবল মাত্র দুই

ক্টর্ কর্ত্তৃক এবং চতুর্থব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে রাজার সম্মতি-ক্রমে নিযুক্ত হইয়া আসিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি দুইভাগে বিভক্ত হইল। ফোর্ট উইলিয়ম বিভাগ গবর্ণর জেনেরেলের অধীনে থাকিবে; আবশ্যক হইলে কৌন্সিলের কোন মেম্বর তথায় ডেপুটী গবর্ণর স্বরূপে নিয়োজিত হইতে পারিবেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ একজন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে থাকিবে; এদেশে দশ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন, এমন কোন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীকে গবর্ণর জেনেরেল ঐ পদ প্রদান করিতে পারেন।

(ঙ) ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে আসিয়া কোম্পানির অধিকারান্তর্বর্ত্তী স্থান ক্রয় বা পাটা করিয়া লইতে পারিবে।

(চ) এদেশীয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে কোম্পানির অধিকারস্থ সকল প্রকার পদ দেওয়া যাইবে। জাতি ও ধর্ম্মভেদ জনিত কোন আপত্তি হইবে না।

(ছ) ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যের নিমিত্ত "লা কমিস্যন" নামে এক সভা হয়। পুলিশাদি ও বিচারালয়ের অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান এবং আইনাদি পর্য্যালোচনাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, মেকলে সাহেব লা কমিসনে থাকিয়া "পিনাল কোড" দণ্ডবিধি প্রস্তুত করেন।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে বেণ্টিঙ্ক স্বদেশ যাত্রা করেন। ইনি প্রজাবৎসল ও সদাশয় লোক ছিলেন। ইহাঁর কীর্ত্তি-জ্যোতিতে ভারতবর্ষীয় দিগের অন্তঃকরণ চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিবে এবং তাহারা ইহাঁর নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিসূত্রে বদ্ধ থাকিবে; সন্দেহ নাই।

১২। সর্ চার্ল্স্ মেট্কাফ্—১৮৩৫—১৮৩৬...

১বৎসর—লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে গমন করিলে, সুপ্রীম কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর্ চার্লস্ মেট্কাফ্ গবর্ণর জেনেরেল হন।

ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রে সম্পাদকেরা যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারিতেন না; মেট্কাফ্ সাহেব এই দোষ অপনয়নের জন্য ১৮৩৫ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন; ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এই দেশহিতকর কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া মেট্কাফ্কে গবর্ণর জেনেরেলী পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া লর্ড অকলাণ্ড সাহেবকে এদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। অকলাণ্ড মেট্কাফের অসাধারণ বহুদর্শিতা দর্শনে তাঁহাকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের "লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর" করিলেন। ইনিই ঐ প্রদেশের প্রথম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর। মেটকাফ্ সদাশয়, বহুদর্শী ও উদারচিত্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, তদীয় স্বদেশ প্রতিগমন কালে তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া কলিকাতা নগরীতে "মেট্কাফ্ হল্" নামক পুস্তকালয় সংস্থাপিত করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—:ঃ:—

লর্ড অকলাণ্ড—১৮৩৬—১৮৪২...৬ বৎসর।

১—কাবুল যুদ্ধের কারণ। ২—কাবুল যুদ্ধের বিবরণ।

লর্ড অক্‌লাণ্ড ১৮৩৬ অব্দের মার্চ মাসে গবর্ণর জেনেরেল্ হইয়া এদেশে আগমন করেন।

১। কাবুল যুদ্ধের কারণ—কাবুলাধিপতি সাহ-সুজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ইংরেজদিগের আশ্রয়ে লুধিয়ানা নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। দোস্তমহম্মদ নামক এক ব্যক্তি কাবুলের রাজা হইয়াছিলেন। ইংরেজ বন্ধু রণজিৎ সিংহ দোস্তমহম্মদের অধিকৃত পেসোয়ার প্রদেশ বলপূর্ব্বক অধি-কার করেন। দোস্তমহম্মদ পেসোয়ার পুনঃ প্রাপ্তির আশায় অক্‌লাণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, অকৃতকার্য্য হইলে পারস্যপতির শরণাপন্ন হন। তৎকালে রুসিয়াধিপতির দূত পারস্যপতির সহিত সন্ধি করিতে গিয়াছিলেন। রুসিয়ানেরা পারস্যরাজ ও কাবুলরাজকে হস্তগত করিয়া ভারতবর্ষ আক্র-মণ করিতে পারে, মনে করিয়া লর্ড অক্‌লাণ্ড সাহসুজাকে কাবুলের রাজা করিয়া ঐ দেশ আপনাদের আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই কারণে কাবুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

২। কাবুল যুদ্ধের বিবরণ—১৮৩৮ অব্দের জুন মাসে লাহোরে ইংরেজ কোম্পানি, রণজিৎসিংহ ও সাহসুজা

এই তিন পক্ষের সন্ধি হইলে রণসজ্জা আরম্ভ হইল। সর্ জন কীন্ সেনাপতি; কটন, নট, পটিঞ্জর, শেল, উইলোবি প্রভৃতি তাঁহার সহকারী এবং ম্যাক্‌নাটন রাজদূত হইলেন। ১৮৩৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা সসৈন্যে সিন্ধু দেশ দিয়া কাবুলে যাত্রা করিলেন। ক্রমে কান্দাহার, গজনি ও কাবুল অধিকৃত হইল। দোস্তমহম্মদ পলায়ন করিয়া সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক ইংরেজদিগের সহিত কয়েক বার যুদ্ধ করিলেন। পরে ১৮৪০ অব্দে তাঁহাদের শরণাগত এবং বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত মুশোরি নগরে বাস করিলেন। সাহসুজা পুনরায় কাবুলের রাজা হওয়াতে ইংরেজেরা তথায় কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন; ইহা দর্শনে কাবুলবাসীরা সাহসুজার প্রতি অনুরক্ত হইল না; এবং দোস্তমহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ১৮৪১ অব্দের নবেম্বর মাসে বিদ্রোহী হইল।

সর্ব্বাগ্রে বর্নিশ সাহেব নিহত হইলেন। আকবর খাঁ সসৈন্যে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইংরেজদিগের আহারীয় প্রাপ্তি বন্ধ করিয়া দিলে, ইংরেজেরা সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন। তখন আকবর খাঁ কহিলেন যে, যদি ইংরেজেরা সাহসুজাকে ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া দোস্ত মহম্মদকে কাবুলে ফিরিয়া আসিতে দেন; এবং তিন দিবসের মধ্যে সসৈন্যে কাবুল পরিত্যাগ করেন; তাহা হইলে তিনি আর ইংরেজদিগের অনিষ্ট করিবেন না। ইংরেজেরা তাহাতে সম্মত হইয়া কাবুল পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

১৮৪২ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইংরেজদিগের ১৫,০০০ লোক কাবুল হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কাবুলীয়দিগের উৎপাতে, শীতের প্রভাবে ও খাদ্যের অভাবে প্রায় সকলেই নিহত হইল; স্ত্রীলোক ও বালকগণ বন্দী হইল। কেবল ব্রাইডন্ নামক একজন ইংরেজ ও ২০ জন সিপাহী জেলালাবাদে পঁহুছিয়া, তত্রত্য ইংরেজদিগকে এই সকল সংবাদ প্রদান করিল। কাবুলস্থ ইংরেজ সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তন কালে ঐ রূপ দুর্দ্দশা হয়। তদ্ভিন্ন তখনও জেলালাবাদে শেল সাহেব, কান্দাহারে নট সাহেব, ও গজ্নিতে পামর সাহেব সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। শেল ও নট বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন; কেবল পামর সাহেবকে অবসন্ন হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল। এই বিপত্তির সময়ে লর্ড অক্লাণ্ড সেনাপতি পলককে সসৈন্যে কাবুলে পাঠাইয়া, ১৮৪২ অব্দের মার্চ মাসে এলেন্‌বরার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

লর্ড এলেনবরা—১৮৪২—১৮৪৪...২ বৎসর।

১—কাবুলের যুদ্ধ শেষ। ২—সিন্ধুযুদ্ধের কারণ। ৩—সিন্ধুযুদ্ধের বিবরণ। ৪—গোয়ালিয়র যুদ্ধের কারণ। ৫—গোয়ালিয়র যুদ্ধের বিবরণ। ৬—নূতন পদের সৃষ্টি।

১। কাবুলযুদ্ধ শেষ—লর্ড এলেন্‌বরা ১৮৪২ অব্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় উত্তীর্ণ হন। পলক সাহেব তাঁহার আজ্ঞাক্রমে জেলালাবাদে সেল সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া কাবুল অধিকারার্থে যাত্রা করিলেন। এদিকে নট পথিমধ্যে গজনি ধ্বংশ করিয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন। তাঁহাদের আগমন সংবাদে আকবর খাঁ পলায়ন করিলেন; সাহস্‌সুজা ইতিপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ইংরেজ সেনানী ত্রয় বামীন্‌ নগরান্তর্গত একজন কাবুলীয় সামন্তের অধীনস্থ ইংরেজকারাবাসীদিগকে বিমুক্ত করিলেন। কাবুলদেশবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইল ও তত্রত্য দুর্গাদি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। তখন ব্রিটিস সেনাগণ, কাবুল অধিকারে রাখা নিষ্প্রয়োজন বোধে, ভারতবর্ষে প্রত্যাগত এবং দোস্ত মহম্মদ বিমুক্ত হইয়া কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির সৈন্যনাশ, অর্থব্যয় ও অপমানের একশেষ হইয়াছিল।

২। **সিন্ধু যুদ্ধের কারণ**—বেলুচিস্থানের এক মুসলমান সম্প্রদায় ১৭৮৬ অব্দে সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করে। উহারা আমীর নামে খ্যাত। উহাদের মধ্যে মীররস্তম সর্ব্বপ্রধান ও মাননীয় ছিলেন। লর্ড অকলাণ্ড ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে তাহাদিগের সহিত বলপূর্ব্বক এই সন্ধি করেন যে, "ইংরেজ কোম্পানি বার্ষিক তিনলক্ষ টাকা কর পাইবেন; এবং ইংরেজেরা তাঁহাদের দেশ দিয়া সৈন্য লইয়া যাইতে পারিবেন না।" এই সন্ধি সত্ত্বেও কাবুলীয় সমর সময়ে ইংরেজ সৈন্য সিন্ধু দেশ দিয়া গমন করে; তাহাতে আমীরেরা কোনরূপ বাহ্যিক বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন নাই; বরঞ্চ অনুকূলতা দেখাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কাবুলীয় সমর শেষে তথাকার ইংরেজ রেসিডেণ্ট আউট্রাম সাহেব আমীরদিগের আন্তরিক বিরক্তিভাব বুঝিতে পারিয়া গবর্ণর জেনেরেলের গোচর করেন; গবর্ণর জেনেরেল উহার তত্ত্বাবধানার্থ উদ্ধত স্বভাব সর্ চার্ল্স নেপিয়রকে সিন্ধু প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। দুর্দ্দান্ত নেপিয়র ভালরূপে তদন্ত না লইয়াই রস্তমের ভ্রাতা শঠ আলিমোরাদের পরামর্শে সমুদায় আমীরকে দোষভাগী স্থির করিলেন। আমীরেরা হায়দরাবাদে আউট্রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদচ্যুত রস্তমকে পুনর্ব্বার পদস্থ করিবার প্রার্থনা করিলেন; নেপিয়রের ভয়ে আউট্রাম তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না; এই কারণে সিন্ধুদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

৩। **সিন্ধুযুদ্ধের বিবরণ**—আমীরদিগের হায়দরাবাদ নগরস্থ বেলুচিসেনা (১৮৪৩ ফেব্রুয়ারি) আউট্রামকে আক্রমণ করিলে, তিনি কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইলেন। পরে

আহারা উক্ত নগরের নিকটস্থ "মেয়ানি" নামক স্থানে আউট্রাম ও নেপিয়রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইল ; আমীরেরা ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তৎপরে মীরপুরের প্রধান সামন্ত সের মহম্মদ পরাজিত হইলে, সমস্ত সিন্ধুদেশ ইংরেজ কোম্পানির হস্তগত হয়। যুদ্ধশেষে গবর্ণর জেনেরেল নেপিয়রকেই উক্ত দেশের প্রধান কমিসনর করিলেন। নেপিয়র কতিপয় কর্ম্মক্ষম সৈনিক পুরুষকে আপন অধীনে নিযুক্ত করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুপ্রদেশ "নিয়মবহির্ভূত" হইয়া রহিল।

৪। গোয়ালিয়র যুদ্ধের কারণ—রণজী সিন্ধিয়ার (২য় খণ্ড, ১৭ অ—৪ দেখ) প্রপৌত্র দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর তদীয় পোষ্যপুত্র নিঃসন্তান রাজা জঙ্কজী কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। পরে তদীয় অল্পবয়স্কা বিধবা মহিষী তারাবাই, জৈয়াজী নামক এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তত্রস্থ ইংরেজ রেসিডেণ্ট ইহাঁদিগকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া জঙ্কজীর মাতুল "মামা সাহেব" কে কর্ত্তা নিয়োজিত করেন; মহারাণী তারাবাই ষড়যন্ত্র করিয়া "দাদাখাস্‌জী" নামা একজনকে উক্ত পদ প্রদান করাতে গোয়ালিয়র রাজ্যের গোলযোগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ, সিন্ধিয়ার যে ৪০ হাজার সেনা ছিল ; তাহারাও দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে গবর্ণর জেনেরেল বিরক্ত হইয়া যুদ্ধার্থে ইংরেজসৈন্য প্রেরণ করিলেন।

৫। গোয়ালিয়র যুদ্ধের বিবরণ—ইংরেজ সৈন্যনায়ক সর্ হিউ গফ্ ১৮৪৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে গোয়া-

লিয়র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জেনেরেল লিট্‌লার ও ভেলিয়াণ্ট "মহারাজপুরের" নিকটে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে পরাভূত করিলেন। ঐ দিন পনিয়ার নামক স্থানের যুদ্ধেও মহারাষ্ট্রীয় সেনা ইংরেজ সেনাপতি গ্রে সাহেবের নিকট পরাজিত হইল। তখন এলেন্‌বরা তথায় গমন করিয়া এই সন্ধি করিলেন যে, "যত দিন জৈয়াজী অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকিবেন, ততদিন ছয়জন সর্দ্দার একত্রিত হইয়া ইংরেজ রেসিডেণ্টের পরামর্শানুযায়ী হইয়া রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন। গোয়ালিয়রে একদল ইংরেজ সৈন্য ও ৯ হাজার মাত্র দেশীয় সেনা থাকিবে।"

এই সন্ধির পর এলেন্‌বরা কলিকাতায় আগমন করিয়াই শ্রুত হইলেন যে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে অপসৃত করিয়া, লর্ড-হার্ডিঞ্জকে তৎপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; ডিরেক্টরদিগকে ও এদেশীয় সিবিল সার্ভাণ্টদিগকে অবমাননা এবং ক্রমশঃ যুদ্ধস্রোত প্রবাহিত করাই এই পদচ্যুতির প্রধান কারণ।

৬। নূতন পদের সৃষ্টি—লর্ড এলেন্‌বরার শাসন কালে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর বার্ড সাহেবের প্রযত্নে এবং পরামর্শে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি ও পুলিস দারোগা দিগের বেতন বৃদ্ধি হয়। অনিষ্ট সংঘটক স্ফূর্ত্তি খেলা বন্ধ হইয়া যায় এবং দাসত্বপ্রথা রহিত হয়।

লর্ড এলেন্‌বরা ১৮৪৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দুঃখিতান্তকরণে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন। ইনি রাজনীতিজ্ঞ সদ্বক্তা ছিলেন। এলেম্বরা বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের মেম্বর ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার ভারতবর্ষের অবস্থাবিষয়িণী অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ বলবতী ছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ—১৮৪৪—১৮৪৮...৪ বৎসর।

১—পঞ্জাবের অবস্থা। ২—পঞ্জাব বা প্রথম শিখযুদ্ধের কারণ। ৩—পঞ্জাব বা প্রথম শিখযুদ্ধের বিবরণ। ৪—পঞ্জাবে সন্ধি। ৫—হার্ডিঞ্জের সৎকার্য্যানুষ্ঠান।

সর্ হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ অব্দের জুলাই মাসে এদেশে আগমন করেন। ইনি ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের অধীনে ওয়াটালুর্ সংগ্রামে সৈনিকতা কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্তি বশতঃ ইঁহার হাতের খানিকটা কাটিতে হইয়াছিল; এই কারণে ইঁহাকে সাধারণে "হাতকাটা গবর্ণর" বলিত। ইনি সুদক্ষ, সাহসী, যুদ্ধবিশারদ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

১। পঞ্জাবের অবস্থা—১৮৩৯ খৃঃ অব্দে রণজিত সিংহের (১১ অ—১ দেখ) মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গাসিংহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া, পিতার প্রিয়পাত্র ধ্যান সিংহকে মন্ত্রী করেন। খড়্গাসিংহ অনতিবিলম্বে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, তৎপুত্র নৌনিহাল নিজ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ কালে সিংহদ্বার চাপা পড়িয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। অনন্তর রণজিতের মধ্যম পুত্র সেরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেরসিংহ ও মন্ত্রী ধ্যানসিংহ অল্পকাল মধ্যে কালকবলে পতিত হইলে, ধ্যান-

সিংহের পুত্র হীরাসিংহ, রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র পঞ্চম-বর্ষ বয়স্ক দলিপ সিংহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রণজিতের প্রিয় মহিষী চাঁদ কুমারীর (চন্দ্রাবতী বা ঝিন্দুনার) প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাতে সৈন্যগণ তাঁহাকে সংহার করিল। তখন মহারাণী স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার ভার গ্রহণ করিলেন; এবং তাঁহার প্রণয়াস্পদ লালসিংহ মন্ত্রী ও তেজ সিংহ সেনাপতি হইলেন (নবেম্বর—১৮৪৫)।

২। **পঞ্জাব বা প্রথম শিখ যুদ্ধের কারণ**—রণজিতের খালসা সৈন্যগণ দুরন্ত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ঝিন্দুনা ইহাঁদিগকে আঁটিতে না পারিয়া জম্বু-প্রদেশ আক্রমণ করিতে বলেন; তথাকার রাজা গোলাপ সিংহ অর্থ প্রদানে পরিত্রাণ পান। অনন্তর তাহারা মুলতানের বিরুদ্ধে পরিচালিত ও অর্থ প্রাপ্তির আশায় প্রত্যাগত হয়। এক্ষণে তাহাদিগকে অপর কোন কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য মন্ত্রী লালসিংহ ও সেনাপতি তেজ সিংহের মন্ত্রণায় রাণী, তাহাদিগকে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিতে বলেন; রণোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ ৬০ হাজার শিখ সেনা তাহাতেই সায় দিয়া ১৮৪৫ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ১৫০ টা কামান সহকারে ইংরেজ-রাজ্য আক্রমণার্থে শতদ্রু পারে ফেরোজনগরে উপস্থিত হইল। এই কারণে ইংরেজদিগের সহিত শিখদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই সময়ে চল্লিশ সহস্র ইংরেজ সেনা লুধিয়ানা, অম্বালা ও ফেরোজপুর নগরে রাখিয়া, স্বয়ং হার্ডিঞ্জ ও সেনাপতি গফ্ উভয়ে অম্বালায় উপস্থিত হইলেন।

৩। পঞ্জাব বা প্রথম শিখ যুদ্ধের বিবরণ—

(১) মুদ্‌কি যুদ্ধ;—ইংরেজ সেনানায়ক সর্ হিউ গফ্ ১১,০০০ ইংরেজ সেনা লইয়া ফোরোজপুরের ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী "মুদ্‌কি" নামক পল্লীতে ২০ হাজার শিখ সেনা ও সেনাপতি লালসিংহকে পরাস্ত করেন, শিখদিগের ১৭টা কামান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। কাবুল যুদ্ধ-জেতা সুবিখ্যাত বীর সর্ রবার্ট সেল সাহেব এই যুদ্ধে হত হন (১৮৪৫খৃঃ অব্দে ১৮ই ডিসেম্বর)। মুদ্‌কিযুদ্ধে শিখসেনার অসামান্য বিক্রম দর্শনে হার্ডিঞ্জ ভীত হইয়া স্বয়ং সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

(২) ফেরোজসহরের যুদ্ধ—ফেরোজপুর হইতে ৫ক্রোশ অন্তরস্থ ফেরোজসহর নামক স্থানে সেনাপতি লালসিংহ ৫০ সহস্র শিখ সেনা ও প্রায় ১০০ টা কামান সমেত শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ লিট্‌লার ৫ সহস্র সেনা লইয়া উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই (১৮৪৫—২১শে ডিসেম্বর)। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের পর গবর্ণর জেনেরেল ও সেনাপতি সর্‌হিউগফ্ তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতে কিয়ৎক্ষণ সংগ্রাম করিয়া লালসিংহ পলায়নপর হইলেন; ৭৩ টা কামান ইংরেজদিগের করগত হইল। এই যুদ্ধের পরই তেজসিংহ ২৫ সহস্র শিখ সেনা সহ ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া শতদ্রু নদীপারে প্রত্যাগত হইলেন (১৮৪৫—২২ শে ডিসেম্বর)। এই যুদ্ধে প্রায় ২,৫০০ ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট হয়। ইহার পর গোলাপসিংহ শিখ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া "বাদীবল"

নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি সর হ্যারী স্মিথের সম্মুখীন হইলেন ; এই স্থানে ইংরেজেরা শিখদিগের অগ্নিবর্ষণে ক্লিষ্ট ও অনেকে হত হইলে শিখেরা আপনাদিগকে "শত্রুজেতা" বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল।

(৩) আলিওয়াল সংগ্রাম—বাদীবল যুদ্ধের পর স্মিথ্ সাহেব একদল নূতন সৈন্য সহকারে আলিওয়াল নামক স্থানে শিখসেনা আক্রমণ পূর্ব্বক পরাস্ত করিলেন। ৫৬টী কামান ও ভূরি ভূরি যুদ্ধোপকরণ ইংরেজদিগের করপতিত হয়। (১৮৪৬—২৮শে জানুয়ারি) তখন গোলাপসিংহ নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

(৪) সোব্রাঁওসমর।—আলিওয়াল যুদ্ধের পর স্মিথ, সরহিউ গফের সহিত মিলিত হইলেন। ১৮৪৬ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রাতে উক্ত দুই সেনাপতির অধীনস্থ ১৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য, শতদ্রুতীরবর্ত্তী "সোব্রাঁও" নামক স্থানে ৩৫ সহস্র শিখ যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ; ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে শিখ সেনাপতি তেজসিংহ নৌসেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন। শিখেরা যুদ্ধ করিতে করিতে নদীর নিকটবর্ত্তী হইল ; এবং ভগ্নসেতু দেখিতে পাইয়া প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিল ; এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া কতক বিনষ্ট ও কতক সন্তরণ দ্বারা পরপারে উত্তীর্ণ হইল। এই যুদ্ধে ৮ সহস্র শিখ ও ২॥০ সহস্র ইংরেজ সেনা হত হয়।

৪। পঞ্জাবে সন্ধি।—সমর শেষে হার্ডিঞ্জ শতদ্রুপারে লাহোরের নিকটস্থ "কসুর" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক গোলাপসিংহকে মধ্যস্থ করিয়া দলিপের প্রতিনিধি

দুইজন রাজমন্ত্রীর সহিত সন্ধি করিলেন (১৮৪৬—৯ই মার্চ্চ)। তাহার মর্ম্ম এই ;—

(ক) শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যস্থ জলন্দর দোয়াব ইংরেজেরা প্রাপ্ত হইবেন। (খ) দলীপ সিংহই পঞ্জাবের রাজা থাকিবেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার নিমিত্ত তাঁহার নিকট একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইবেন। (গ) ইংরেজেরা যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ অর্দ্ধকোটী টাকা ও কাশ্মীর প্রাপ্ত হইবেন। (ঘ) গোলাপসিংহ ইংরেজ কোম্পানিকে এক কোটী টাকা প্রদান পুরঃসর কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবেন। (ঙ) সমুদায় খাল্সা সেনা ছাড়াইয়া পঞ্জাব রাজ্য রক্ষার্থ লাহোর নগরে একদল ইংরেজ সৈন্য থাকিবে। (চ) শিখদিগের কামানগুলি ইংরেজেরা গ্রহণ করিবেন।

এই সন্ধির পর সর্ হেন্‌রি লরেন্স তথাকার ইংরেজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন; ৮ জন সুদক্ষ শিখ সর্দ্দার একযোগে লরেন্সের মতানুসারে রাজকার্য্যাদি নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডে পঞ্জাবের যুদ্ধ শেষের সমাচার পৌঁছিলে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষগণ আহ্লাদোন্মত্ত হইয়া গবর্ণর জেনেরেল ও সেনাপতিকে সম্ভ্রম সূচক "লর্ড" উপাধি প্রদান করিলেন। সেনারাও ১২ মাসের ভাতা পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

৫। হার্ডিঞ্জের সৎকার্য্যানুষ্ঠান।—যুদ্ধ শেষে অবসর পাইয়া গবর্ণর জেনেরেল ঠগজাতির দৌরাত্ম্য, শিশুকন্যা বধ, সতীদাহ ও খন্দজাতীর* নরবলি নিবারণে সযত্ন হইলেন।

* ইহারা উড়িষ্যা, গন্দয়ানা ও মধ্য ভারতবর্ষের পাহাড় জঙ্গলে বাস করিত।

যদিও লর্ড ওয়েলেস্‌লি ও বেণ্টিঙ্ক এই সকল জঘন্য ব্যাপারের নিরাকরণ করিয়াছিলেন, তথাপি স্থানে স্থানে ঐ সমুদায় প্রচলিত ছিল। ম্যাক্‌ফার্শন সাহেবের আনুকূল্যে ও প্রযত্নে ঐ সকল অত্যাচার নমূলে উন্মূলিত হয়। হার্ডিঞ্জ প্রধান প্রধান নগরে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য শুল্ক আদায় রহিত করিয়া দেন এবং বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ১০১ টী বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৪৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বদেশ যাত্রা করেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—:*:—

লর্ড ডালহৌসী।

১—লর্ড ডালহৌসী। ২—মুলতান প্রদেশের গোলযোগ। ৩—দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ। ৪—দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের বিবরণ। ৫—পঞ্জাবে শাসনাদির বন্দোবস্ত। ৬—দ্বিতীয় বর্ম্মা যুদ্ধের কারণ। ৭—দ্বিতীয় বর্ম্মা যুদ্ধের বিবরণ। ৮—সেতারা গ্রহণ। ৯—নানার বৃত্তিবন্ধ। ১০—নাগপুরগ্রহণ। ১১—অযোধ্যা গ্রহণ। ১২—অযোধ্যা প্রদেশে শাসনাদির বন্দোবস্ত। ১৩—বিরারপ্রদেশ গ্রহণ। ১৪—ঝাঁসি। ১৫—অঙ্গুল। ১৬—দার্জ্জিলিং ও সিকিম মোরঙ্গ। ১৭—ডালহৌসীর সদনুষ্ঠান। ১৮—ইণ্ডিয়া বিল।

১। লর্ড ডালহৌসী—১৮৪৮—১৮৫৬...৮বৎসর। লর্ড ডালহৌসী ৩৬ বৎসর বয়সে এদেশের গবর্ণর জেনেরেল

হইয়া আসেন; ইনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কার্য্যক্ষম লোক ছিলেন।

২ মুলতান * প্রদেশের গোলযোগ—মুলতান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মূলরাজের সহিত লাহোর দরবারের অবনিবনাও হওয়াতে তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন; সুতরাং "খাঁ সিংহ" নামে এক ব্যক্তি দরবার হইতে উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া, আগ্নিউ ও আণ্ডার্শন নামক দুই জন সাহেব ও কতিপয় সৈন্যের সহিত প্রেরিত হন; কিন্তু সাহেবদ্বয় হঠাৎ বিনষ্ট হওয়ায়, এডওয়ার্ডস ও কর্টলাণ্ড নামক দুইজন ইংরেজ সেনানী মুলতান যাইয়া মূলরাজকে পরাজিত করেন; মূলরাজ পরাজিত হইয়া দুর্গমধ্যে পলায়ন করেন। পরিশেষে লাহোর হইতে ইংরেজ সেনানী জেনেরেল লুইস্ এবং শিখ সর্দার শের সিংহ কতিপয় শিখ সৈন্যের সহিত মুলতানস্থ ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে আগমন করেন। ইংরেজেরা এইরূপে প্রভূত বলসম্পন্ন হইয়া দুর্গাবরোধ করিলেন; কিন্তু অবিলম্বেই শের সিংহ ইংরেজ পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূলরাজের পক্ষ অবলম্বন করাতে, ইংরেজেরা দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে বোম্বাই হইতে কতকগুলি সৈন্য তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলে; তাঁহারা পুনরায় দুর্গ অবরোধ করেন এবং পাঁচমাস অবরোধের পর মূলরাজ পরাজিত হন (জানুয়ারি ১৮৪৯)।

৩। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ—দলীপের মাতা

* মুলতান প্রদেশ মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীন ছিল।

রাণী ঝিন্দুনা আপনাদিগের বিনষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত শিখ সর্দারদিগকে উত্তেজিত করিতে ছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত কাবুলের রাজা, কাশ্মীরপতি এবং রাজপুতদিগের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, ১৮৪৮ অব্দের মে মাসে ঐ কথা প্রকাশিত হইলে পঞ্জাবের রেসিডেণ্ট করি সাহেব রাণীকে বারাণসীতে পাঠাইয়া দেন। রাণী বারাণসীতে প্রেরিত হইলে পর, হাজারা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছত্রসিংহ ও তদীয় পুত্র সের সিংহ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করেন। রণজিৎ সিংহের খাল্‌সা সেনাগণ যোগ দেওয়ায় তাঁহাদের অধীনে ৩০ হাজার শিখ সৈন্য সংগৃহীত হইল ; সুতরাং সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

৪। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের বিবরণ—

(১) চিলিয়ানওয়ালা সমর—১৮৪৮ অব্দের অক্টোবর মাসে সেরসিংহ কতকগুলি শিখ সৈন্য লইয়া দুই একটী ক্ষুদ্রতর সংগ্রামের পর "চিলিয়ানওয়ালা" নামক স্থানে ইংরেজ সেনানী গফের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; এই যুদ্ধে শিখেরা একটী জঙ্গল আশ্রয় করিয়া লড়িয়াছিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল ; পূর্ব্বকার চারিটী যুদ্ধ অপেক্ষা এই যুদ্ধে শিখেরা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া ইংরেজদিগের প্রায় ২॥ হাজার সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়াছিল ; সুতরাং তাহাদের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। (১৮৪৯—১১ জানুয়ারি)।

(২) গুজরাট যুদ্ধ।—মুলতানে জয়লাভ করিয়া লুইস্ প্রভৃতি সেনানীগণ, গফসাহেবের সাহায্যার্থ আগমন করি-

লেন। ১৮৪৯ অব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে "গুজরাট" নামক স্থানে শিখদিগের সহিত এক যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি গফের অধীনে বিশ হাজার সৈন্য ও এক-শত কামান এবং শিখ সেনাপতি ছত্রসিংহ ও সের সিংহের অধীনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও যাটি টা কামান ছিল; এই যুদ্ধে ইংরেজদিগের জয়লাভ হয়; ছত্রসিংহ ও তেজ-সিংহ পরাস্ত হইয়া ইংরেজদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাদের দেখা দেখি আরও কয়েক জন শিখ সর্দ্দার পরাজয় স্বীকার করায়, পঞ্জাব সমর শেষ হয়।

৫। **পঞ্জাবে শাসনাদির বন্দোবস্ত**—শিখ যুদ্ধ শেষে পঞ্জাব প্রদেশ ইংরেজদিগের অধিকৃত এবং বিখ্যাত কহিনুর মণি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিমিত্ত লওয়া হইল। দলিপসিংহ বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মাব-লম্বন পূর্ব্বক ইংলণ্ড বাসী হইলেন। বিদ্রোহী শিখ সর্দ্দার দিগের জায়গির বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইল। আগ্নিউ আণ্ডার্শনের হত্যা অপ-রাধে মূলরাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। পঞ্জাবে একটী বোর্ড* স্থাপিত করিয়া সর হেন্‌রি লরেন্সকে উহার অধ্যক্ষ এবং তাঁহার অনুজ ভারতবর্ষের ভাবী গবর্ণর জেনে-রেল জন্‌ লরেন্স ও রবার্ট মণ্টগোমারিকে উহার মেম্বর করা হইল। পঞ্জাব প্রদেশ ৭ ভাগে বিভক্ত হইল, প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। ৩।৪ টী

---

* ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই বোর্ড উঠিয়া যায়।

জেলা লইয়া এক একটী বিভাগ পরিগণিত হইল এবং প্রত্যেক জেলায় সর্ব্বময় ক্ষমতা প্রাপ্ত এক এক জন ডেপুটী ও আসিষ্টাণ্ট কমিসনর নিয়োজিত হইলেন।

৬। দ্বিতীয় বর্ম্মা যুদ্ধের কারণ—১৮৫১ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুনের শাসনকর্ত্তা কয়েকজন ইংরেজ বণিকের উপর উপদ্রব করিয়া তাঁহাদের বাণিজ্যের বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গবর্ণর জেনেরেল ব্রহ্মরাজের নিকট দূত পাঠাইয়াও উহার নিবারণ করিতে পারিলেন না। তন্নিমিত্ত দ্বিতীয়বার বর্ম্মার যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

৭। দ্বিতীয় বর্ম্মা যুদ্ধের বিবরণ—১৮৫২অব্দের এপ্রেল মাসে গডুইন সাহেব বর্ম্মাধিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং বহু প্রয়াসে প্রথমে রেঙ্গুন, তৎপরে প্রোম ও পেগু নগর অধিকার করেন। পেগু অধিকৃত হইয়াছে শুনিয়া ডালহৌসী যুদ্ধে বিরত হইতে অনুমতি দিলেন এবং পেগু প্রদেশ* গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ম্মাধিপের সহিত সন্ধি করিলেন (১৮৫৩)।

৮। সেতারা গ্রহণ—১৮১৮ অব্দে লর্ড হেষ্টিংস সেতারার রাজা বাজীরাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া শিবজীর বংশীয় এক ব্যক্তিকে পুরুষানুক্রমিক রাজ্যভোগ করিতে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ অব্দের ৫ ই এপ্রেল সেই নিঃসন্তান রাজার মৃত্যু হয়; তাঁহার একটী পোষ্যপুত্র ছিল; বোম্বাইএর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ দত্তক পুত্র বলিয়া তাঁহাকে রাজ্যদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন;

* পূর্ব্ব বিজিত আরাকান, তেনাসরিম এবং নবাধিকৃত পেগু এই তিনটী প্রদেশ লইয়া "বৃটিশ বর্ম্মার" সৃষ্টি হয়।

লর্ড ডালহৌসী ও ডিরেক্টরেরা সেই মতে অনুমত হইলেন। সেতারা কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইল (১৮৪৯)।

৯। নানার বৃত্তি বন্ধ—সেতারা গ্রহণকালে পেশবা বাজীরাওএর মৃত্যু হয়। ইনি এতদিন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া বিঠোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন; এক্ষণে সেই বৃত্তি পাইবার নিমিত্ত তাঁহার পোষ্যপুত্র নানা সাহেব ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। ডালহৌসী তাচ্ছীল্য করিয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন, নানা সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এই কারণেই ইনি পরে সিপাহি-বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন।

১০। নাগপুর গ্রহণ—১৮৫৩ অব্দে নিঃসন্তান নাগপুর রাজের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু ডালহৌসী তাহাতে অসম্মত হইয়া নাগপুর রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিলেন।

১১। অযোধ্যা গ্রহণ—অযোধ্যার নবাবেরা অত্যন্ত বিলাস-প্রিয় হইয়াছিলেন; প্রজাদিগের সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি করিতেন না, সুতরাং রাজ্যে অত্যন্ত গোলযোগ হইত। লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সমুদায় গোলযোগ নিবারণের নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়াতে লর্ড ডালহৌসী তদানীন্তন বিলাসপ্রিয় নবাব ওয়াজিদ আলীকে* রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যা প্রদেশ গ্রহণ করিলেন।

* ইনি এক্ষণে কলিকাতার দক্ষিণ মুচীখোলায় বাস করিতেছেন।

১২। অযোধ্যা প্রদেশের শাসনাদির বন্দোবস্ত—অযোধ্যা প্রদেশ নিয়ম বহির্ভূত রাখা হইল; এবং কতিপয় সিবিল ও মিলিটরি কর্ম্মচারীকে কমিসনর নিযুক্ত করা হইল; আউট্রাম সাহেব ইহাঁদিগের প্রধান কমিসনর হইলেন। ইংরেজদিগের কল্যাণে প্রজারা সুখী হইল।

১৩। বিরার প্রদেশ গ্রহণ—নিজামের সৈন্য সমুদায় অকর্ম্মণ্য হওরাতে লর্ড ডালহৌসী তাঁহাকে বলিলেন যে "অদ্যাবধি তোমার সৈন্যগণ ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক সুশিক্ষিত হইবে এবং তুমি তাহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে;" কিন্তু নিজাম উহা দিতে অক্ষম হওয়ায় ডালহৌসী বিরার প্রদেশ গ্রহণ করিলেন (১৮৫৩)।

১৪। ঝাঁন্সি—বুন্দেল খণ্ডের অন্তঃপাতি ঝাঁসি নামক স্থানের নিঃসন্তান রাজা পরলোক গমন করিলে, তদীয় পত্নী লক্ষ্মীবাই পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু ডালহৌসী তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত প্রদেশ গ্রহণ করিলেন।

১৫। অঙ্গুল—অত্রত্য রাজা বিদ্রোহী হওয়াতে, লর্ড ডালহৌসী ইহা গ্রহণ করেন।

১৬। দার্জ্জিলিং ও সিকিম মোরঙ্গ—সিকিমের রাজা জনৈক ইংরেজ চিকিৎসকের প্রতি দৌরাত্ম্য করায় ডালহৌসী তদীয় রাজ্যান্তর্গত মোরঙ্গ প্রদেশ গ্রহণ ও দার্জ্জিলিং নিবন্ধন যে কর দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করেন।

১৭। ডালহৌসীর সদনুষ্ঠান—খন্দ জাতির নরবলী

ও ডাকাইতি *নিবারণ; ভারতানুরাগী বিখ্যাত সর চার্লস উড সাহেবের † অনুমত্যনুসারে বাহুল্য রূপে বিদ্যা শিক্ষা দান; ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন; সকলস্কুলে অর্থ সাহায্য দান; শিক্ষার সুবিধার্থ ডিরেক্টর ও তদধীন ইন্‌স্পেক্টর ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করণ; রেলওয়ে নির্ম্মাণ‡; ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ¶ স্থাপন; ডাকের মাশুল হ্রাস করণ; এবং পূর্ত্তকার্য্য ও রথ্যা নির্ম্মাণ এই কয়েকটীই লর্ড ডালহৌসীর সৎকার্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য। তাঁহার সময় দোয়াবে গঙ্গার খাল ও ইরাবতী এবং চন্দ্রভাগার মধ্যে বারি দোয়াব খাল খনন করা হয়। গঙ্গার খাল দৈর্ঘ্যে ৮১০ মাইল ও প্রস্থে ১৭০ ফুট এবং বারি দোয়াব খাল দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ নিখাত করা হয়।

১৮। ১৮৫৩ অব্দের ইণ্ডিয়া বিল—(১)—ডিরেক্টর সভার ৩০ জন মেম্বরের পরিবর্ত্তে ১৮ জন নিযুক্ত হইবেন; তন্মধ্যে ৬ জন মেম্বর রাজ্ঞী কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। (২)—হেলিবিরী কালেজে অধ্যয়ন না করিয়া কোন ব্যক্তি সিবিল

* ডাকাইতি নিবারণের নিমিত্ত ওয়াকোপ সাহেব কমিসনর নিযুক্ত হন, ইহাঁরই যত্নে ডাকাইতদিগের দলবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

† ইনি বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রধান অধ্যক্ষ।

‡ ষ্টিভেন্‌সন সাহেব বিলাতে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি" স্থাপন করিয়া ১৮৫১ অব্দে এদেশের রেলওয়ে কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমে হাবড়া ও বোম্বাই হইতে দুইটী ক্ষুদ্রতর রেল নির্ম্মাণ করা হয়। ডালহৌসীর সময় হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল নির্ম্মিত হয়।

¶ ডাক্তার ও সাযনসি ১৮৫২ অব্দে কলিকাতা হইতে খেজরি পর্য্যন্ত টেলি গ্রাফ স্থাপন করেন; পরে উহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

সার্ব্বিস কর্ম্ম পাইতে পারিবেন না, এই নিয়ম ও তৎসঙ্গে উক্ত কালেজ উঠিয়া যায়। উপযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই পরীক্ষা দিয়া উক্ত কর্ম্ম পাইবেন; বোর্ড পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন। (৩)—বাঙ্গালার জন্য একজন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর (গবর্ণর জেনেরেলের অধীন) নিযুক্ত হইবেন। (৪)—মেকলে সাহেব প্রণীত দণ্ডবিধি প্রচলিত হইবে। (৫)—পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুপ্রীম কোর্ট ও কোম্পানির স্থাপিত "সদর দেওয়ানি" আদালত একত্রীভূত হইবে। (৬)—ব্যবস্থাপক সভায় ৬ জন সদস্যের পরিবর্ত্তে ১২ জন করা হইবে। সর চার্লস উড কর্ত্তৃক এই নিয়ম গুলি প্রণীত হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

—*—

লর্ড ক্যানিং।

১—লর্ড ক্যানিং। ২—পারস্য পতির সহিত যুদ্ধ। ৩—চীন দেশের যুদ্ধ। ৪—সিপাহী বিদ্রোহের কারণ। ৫—সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ। ৬—কোম্পানির রাজত্ব শেষ। ৭—ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া উপাধি। ৮—ক্যানিংএর স্বদেশ গমন।

১। লর্ড ক্যানিং—১৮৫৬—১৮৬২...৬বৎসর। লর্ড ক্যানিং ইংলণ্ডের মন্ত্রী জর্জ ক্যানিংএর পুত্র। সর রবর্ট-

পীল্ যৎকালে ইংলণ্ডের মন্ত্রী ছিলেন, তখন ইনি পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী সেক্রেটরী ছিলেন; পরে ১৮৫২ খৃঃ অব্দে পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেল হন এবং প্রায় ৫ বৎসর বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত কর্ম্ম করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন; অনন্তর লর্ড ডালহৌসী এদেশ পরিত্যাগ করিলে তিনি এদেশের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিবসে কলিকাতায় পৌঁছেন।

২। **পারস্যপতির সহিত যুদ্ধ**—পারস্যরাজ আফ্গানিস্থানের অন্তর্গত হিরাট নগর আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পান; কিন্তু ইংরেজদিগের প্রতিকূলতা বশতঃ পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন নাই; অবশেষে রুসিয়া পতির সাহায্যে তিনি উক্ত নগর আক্রমণ করেন। লর্ড ক্যানিং মেজর আউট্রামকে একদল সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। পারস্যরাজ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ১৮৫৭ অব্দের মার্চ্চমাসে সন্ধি করেন।

৩। **চীন দেশের যুদ্ধ**—চীন দেশীয় লোকেরা বহুল-পরিমাণে অহিফেন্ সেবন করিয়া নিস্তেজ হওয়াতে, চীন-রাজ এই নিয়ম করেন যে, কেহই আর অহিফেন্ ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না; এই নিয়ম প্রচারিত হইলে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজেরা স্বদেশীয় বণিক্দিগের ক্ষতি দর্শনে চীন রাজের সহিত যুদ্ধার্থ বহুল সৈন্যের সহিত লর্ড এল্গিন্কে পাঠাইয়া দেন এল্গিন্ জয়লাভ করিয়া চীনরাজের সহিত সন্ধি করেন। উক্ত সংগ্রাম সময়ে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি তন্নিবারণার্থ কতকগুলি সৈন্য দিয়াছিলেন।

৪। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ—(ক) গবর্ণর জেনেরেল কয়েকদল সিপাহী সৈন্যকে সমুদ্রপথে পেগুতে যাইতে বলায়, তাহারা "সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্মবিরুদ্ধ" বলিয়া তাহাতে অসম্মত হয়। ১৮৫৬ অব্দের জুলাই মাসে এই নিয়ম হইল যে, "অতঃপর যাহারা সৈনিক কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদিগকে কি বিদেশে, কি সাগরপারস্থ দেশে যাইতে হইবে"। ইহাতে সিপাহীরা শঙ্কিত ও মহা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

(খ) এই সময়ে এক জনরব উঠে যে, "ত্রিশ সহস্র শিখ সেনা নিযুক্ত হইবে।" ইহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সিপাহী-দের অন্ন মারিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, মনে করিয়া তাহারা মহাত্রস্ত ও ব্যাকুল হইয়াছিল।

(গ) লর্ড ডালহৌসী সেতারা, ঝাঁসি, অযোধ্যারা, বিরা-রাদি দেশ ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত করাতে, ইংরেজদিগের প্রতি প্রত্যেক লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

(ঘ) প্রায় এই সময়েই আর এক জনরব উঠে যে, "গরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত নূতনবিধ টোটা সিপাহীদিগকে দাঁতে কাটিয়া রাইফেলনামক নূতন প্রকার বন্দুকে ব্যবহার করিতে হইবে; এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করাই ইংরেজদিগের উদ্দেশ্য; গো ও শূকরের চর্ব্বি ব্যবহার হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও জাতিনাশক, সুতরাং সিপাহীরা প্রাগুক্ত নিয়মে যৎপরো-নাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময়ে এদেশে ইংরেজদিগের ৩৮ হাজার ও সিপাহীদিগের দেড় লক্ষ সৈন্য ছিল।

৫। সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ—(ক) ১৮৫৭অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বহরমপুরের ১৯সংখ্যক সিপাহীরা এবং মার্চ্চমাসে বারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হওয়ায় লর্ড ক্যানিং তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও পদচ্যুত করিলেন।

(খ) ১০ই মে মিরাটের সিপাহীরা টোটা স্পর্শ করিতে অস্বীকার করায় কারারুদ্ধ হইল; তত্রত্য অপরাপর সিপাহী-গণ তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্য উত্তেজিত হইল; অসংখ্য ইংরেজ বিনষ্ট, নগর লুণ্ঠিত ও দগ্ধীভূত হইলে, তাহারা দিল্লীর দিকে অভিযান করিল।

(গ) ১১ই মে দিল্লীস্থ সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব্বোক্ত সিপাহীদের সহিত সম্মিলিত হইল; তত্রত্য ইংরেজগণ বিনষ্ট এবং সম্রাট্‌বংশীয় মহম্মদ সাহ সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইলেন; ত্রিশ সহস্র সিপাহী তথায় সমবেত হইল; এই ভয়ানক ব্যাপার শ্রবণে লর্ড ক্যানিং সেনাপতি সর্ হেন্‌রি বার্ণার্ডকে বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করিলেন; তিনি কাল কবলে কবলিত হইলে জেনেরেল উইল্‌সন তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৭ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী পুনরধিকৃত হইল; বাদসাহ বন্দীকৃত ও ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হইলেন; তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সম্রাটের দুই পুত্র ও এক পৌত্র নিহত এবং বিদ্রোহিগণেরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়।

দিল্লীর বিদ্রোহ কালে ফিরোজপুর, বেরিলি, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, সাজাহানপুর, ঝাঁসি, বারাণসী, এলাহা-বাদ প্রভৃতি স্থানের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দিল্লীর মহম্মদ সাহ, কাণপুরের ধুন্ধুপন্থ বা নানা সাহেব

অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, সাহাবাদের (জগদীশপুরের) কুমারসিংহ, দক্ষিণাপথের মাহ্রাট্টা দোকানদার তাঁতিয়াতোপী ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহীদিগের দলপতি হইলেন।

(ঘ) ৪ঠা জুন কাণপুরের সিপাহিগণ নানা সাহেব কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া তত্রত্য ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ হুইলার সাহেবকে আক্রমণ করিল। হুইলার সাহেব বিলক্ষণ সাহস সহকারে ৩ সপ্তাহ সংগ্রাম করিয়া আহারাভাবে অবসন্নপ্রায় হইলে, নানা তাঁহাদিগকে নগর ত্যাগ করিতে বলিলেন; ইংরেজসৈন্যগণ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এলাহাবাদে গমনার্থ যেমন নৌকারোহণ করিল; অমনি দুরন্ত সিপাহিগণ দুই পার্শ্ব হইতে অনলবর্ষণ করিতে লাগিল, স্ত্রী ও শিশুগণের সহিত প্রায় সকলেই নানার নিষ্ঠুর দণ্ডে বিনষ্ট হইল; অনন্তর সেনাপতি হাবেলক ও নীল ঘোরতর সংগ্রামের পর কাণপুর উদ্ধার করিলেন (১৬ই জুলাই)।

(ঙ) ৩০শে মে লক্ষ্ণৌ নগরেও বিদ্রোহ হয়; বহুসংখ্যক ইংরেজসৈন্য দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইল। ঐ অবরুদ্ধ অবস্থায় অযোধ্যার প্রধান কমিসনর হেন্‌রি লরেন্স শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলা সহযোগে কালগ্রাসে পতিত হন (২রা জুলাই)। কাণপুরের যুদ্ধের পর হাবেলক ও নীল লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন, অযোধ্যার রেসিডেণ্ট আউট্রামও লক্ষ্ণৌ নগরে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীদিগের সহিত ইহাঁদের ভয়ঙ্কর সমর হইল। নীল হত হইলেন, সিপাহীদিগের সাহস বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; অবশেষে সেনাপতি সর্ কলিন ক্যাম্বেল বিপক্ষদিগকে পরা-

ষ্ঠিত ও অবরুদ্ধ ইংরেজদিগকে মুক্ত করিলেন (১৮৫৮—২৫ শে নবেম্বর)।

(চ) দানাপুরে অন্যূন ৩ হাজার সিপাহী, জগদীশপুরের জমীদার দলপতি কুমারসিংহের সাহায্যে আরা নগরস্থ ইংরেজদিগকে বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিল; কিন্তু ইংরেজ সৈন্য আসিয়া যুদ্ধ করিলে তাহারা পরাজিত হয়; কুমারসিংহ পলায়ন করেন; এবং অবরুদ্ধ ইংরেজসেনারাও মুক্তিলাভ করে (১৮৫৮—২রা আগষ্ট)।

(ছ) অযোধ্যার বেগম, ফয়জাবাদের মৌলবী, ও নানা সাহেব রোহিলাখণ্ডে বহুদিন অত্যাচার করেন, ইংরেজ সৈন্য আসিলে বেগম ও নানা সাহেব পলায়ন করেন।

(জ) ১৮৫৮ অব্দে গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহী হইলে সেনাপতি সর্ হিউ-রোজ বোম্বাই হইতে যাইয়া ঝাঁসির দুর্গ অধিকার করিলেন; রাণী পলায়ন করিয়াও রক্ষা পান নাই। গোয়ালিয়র আক্রান্ত হইলে তিনি নিহত হন; জুন মাসে গোয়ালিয়র পুনর্জ্জিত হইল। নেপিয়র, রোজ প্রভৃতি সেনানীরা তাঁতিয়াতোপীর সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। ১৮৫৯ অব্দের এপ্রেল মাসে এক জঙ্গলে তাঁতিয়া ধৃত হন; বিচারে তাঁহার ফাঁসী দেওয়া হয়। গোয়ালিয়র জয়ের পর হইতেই সিপাহীবিদ্রোহের শেষ হয়। এইরূপে সিপাহীরা নানা স্থানে পরাস্ত ও দলপতিবিহীন হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ১৮৫৯ অব্দের জুলাই মাসে লর্ড ক্যানিং সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনের ঘোষণা পত্র প্রচার করেন।

৬। কোম্পানির রাজত্ব শেষ—সিপাহী বিদ্রোহ-বার্ত্তা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষগণ একদল বণিকের হস্তে বিস্তৃত ভারতরাজ্যের ভার রাখিতে আর ইচ্ছা করিলেন না; সুতরাং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ অব্দের ১ লা নবেম্বরে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সেই অবধি এদেশে মহারাণীর রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল ও ডিরেক্টর সভার* পরিবর্ত্তে ১৫ জন মেম্বর লইয়া "ভারতসভা" (১ম পৃষ্ঠার শেষ দেখ) স্থাপিত হয়; গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুরই ভারতবর্ষীয় প্রথম ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) নিযুক্ত হন।

৭। "ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" উপাধি—এদেশীয় ১৫৩ জন উপরাজকে মহারাণী "ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করেন ও প্রত্যেক রাজাকে এক এক খান সনন্দ প্রদান করেন।

৮। লর্ড ক্যানিংএর স্বদেশ গমন—লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন, কিন্তু এদেশে থাকিয়া তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত তিনি অল্পকালের মধ্যে গতাসু হন। ইহাঁর সময় উইলসন সাহেব আয় ব্যয় পরিদর্শনার্থ রাজস্ব সচিব নিযুক্ত হইয়া আসিয়া এদেশে প্রথম ইন্‌কম্‌ট্যাক্স অর্থাৎ আয়কর স্থাপন

---

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির (১ অ—৬ দেখ) কার্য্যের তত্ত্বাবধানার্থ লণ্ডন নগরে ২৩ জন মেম্বর ও একজন সভাপতি লইয়া "কোর্ট অফ ডিরেক্টর" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয়।

করেন। ক্যানিংএর সময়ে কবিকুল চূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষরছন্দে সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন।

বিংশ অধ্যায়।

১—লর্ড এল্‌গিন্‌। ২—হাইকোর্ট স্থাপন। ৩—সর্‌ জন লরেন্স। ৪—ভুটিয়াদিগের সহিত যুদ্ধ। ৫—লর্ড মেও। ৬—লর্ড নর্থব্রুক। ৭—লর্ড লিটন। ৮—দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধের কারণ। ৯—দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধের বিবরণ।

১। লর্ড এল্‌গিন্‌—১৮৬২—১৮৬৩...প্রায় ২ বৎসর। চীন যুদ্ধের অধিনায়ক লর্ড এল্‌গিন্‌ ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরেল ও ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইয়া ১৮৬২ অব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতায় আসেন। দাসব্যবসায় লইয়া আমেরিকানদিগের গৃহবিচ্ছেদে তূলার আমদানি বন্ধ হওয়ায় এল্‌গিন্‌ এদেশে প্রচুর পরিমাণে তূলার চাষ করিবার বিস্তর প্রয়াস পান। ইহাঁর সময় আফগানিস্থানের সীমাস্থিত সিতানা নামক স্থানে ওহাবী নামক মুসলমান জাতীর সহিত বিদ্রোহ হয়, অনেক কষ্টের পর উক্ত বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ কালে ১৮৬৩ অব্দের নবেম্বর মাসে এল্‌গিন্‌ পীড়িত হইয়া হিমালয়ের উপত্যকাস্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২। হাইকোর্ট স্থাপন—লর্ড ক্যানিংএর স্বদেশ গমনের অত্যল্পকাল পরে অর্থাৎ ১৮৬২ অব্দের জুলাই মাসে এল্‌গিনের সময়ে সদর আদালত ও সুপ্রীমকোর্ট একত্রিত হইয়া "হাইকোর্ট" নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত ক্যানিংএর অবস্থান কালেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কলিকাতা, বোম্বাই, ও মান্দ্রাজ এই তিনটী নগরে তিনটী হাইকোর্ট আছে।

৩। সার্ জন লরেন্স ১৮৬৪—১৮৬৮...৪বৎসর। লর্ড এল্‌গিনের মৃত্যুর পর মান্দ্রাজ গবর্ণর সর উইলিয়ম ডেনিসন কিছুদিন গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। পরিশেষে ১৮৬৪ অব্দের ১২ ই জানুয়ারি সর্ জন লরেন্স এদেশের গবর্ণর জেনেরেল ও ভাইস্‌রয় (রাজপ্রতিনিধি) হইয়া আসেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিসনর পদে অবস্থান কালে, তিনি বিস্তর সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে ভোটানীয়দিগের সহিত যুদ্ধে বহুসংখ্যক বলক্ষয় ও অর্থের উচ্ছেদ হয়; ১৮৬৪ অব্দের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৭১সালের আশ্বিন মাসে একটী প্রবল ঝড় উপস্থিত হইয়া বঙ্গদেশকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলে; এবং উড়িষ্যা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন, অন্নাভাবে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ইনি ১৮৬৯ অব্দের আরম্ভেই স্বদেশে যাইয়া "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন।

৪। ভোটানীয়দিগের সহিত যুদ্ধ—ভোটানীয়েরা দুয়ার নামক স্থানে অত্যাচার করায় ভোটানে একজন ইংরেজ দূত প্রেরিত হন; তথায় সেই দূত অবমানিত

হওয়াতে ভোটানীয়দিগের সহিত ইরেজদিগের যুদ্ধ হয়। ইংরেজেরা এই যুদ্ধে ভোটানীয়দিগের কিছুই করিতে না পারিয়া সন্ধি করেন।

৫। লর্ড মেও ১৮৬৯—১৮৭২...৩ বৎসর— লরেন্সের পর লর্ড মেও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ও ভাইস্‌রয় (রাজপ্রতিনিধি) নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৯ অব্দের প্রথমে এদেশে আসেন। ইনি ২৫ শে মার্চ্চ অম্বালায় একটী প্রকাণ্ড দরবার করিয়া, সেই দরবারে নিমন্ত্রিত দোস্তমহম্মদ-খাঁর পুত্র সিয়ার আলিকে কাবুলের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং আবশ্যক হইলে অস্ত্র ও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিতেও প্রতিশ্রুত হন। ১৮৭০ অব্দে পল্‌তা হইতে কলের জল আসাতে, কলিকাতাবাসীরা দূষিতজল-ব্যবহার-জনিত মহামারি প্রভৃতি রোগ হইতে পরিত্রাণ পায়। ইহাঁর সময়, গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কতিপয় রেলওয়ে নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাব হয়; উহাই "ষ্টেট রেলওয়ে" নামে খ্যাত। বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব কতিপয় কলেজ উঠাইয়া দিয়া উচ্চ শিক্ষার বিস্তর ব্যাঘাত করেন; লর্ড মেওর শাসন কালে, মহারাণী ভারতেশ্বরীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিন্‌বরা এদেশে আইসেন। ১৮৭২ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি লর্ড মেও আণ্ডমান-দ্বীপপুঞ্জান্তর্গত "পোর্টব্লেয়ার" নামক দ্বীপে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত সিয়ার আলী নামক জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক নিহত হন।

৫। লর্ড নর্থব্রুক—১৮৭২—১৮৭৬...৪বৎসর। লর্ড মেওর মৃত্যুর পর সর্ চার্লস নেপিয়র সাহেব কিয়ৎ-কাল ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন। তৎপরে ১৮৭২ অব্দের

এপ্রেল মাসে মহামতি নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ও ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইয়া এদেশে আইসেন। এবং ১৮৭৩ অব্দের এপ্রেল মাসে ইন্‌কম্‌ট্যাক্স রহিত করেন। পরে ১৮৭৪ অব্দে বাঙ্গালায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তিনি প্রজাদিগকে ঋণ দান প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা উক্ত দুর্ভিক্ষ নিবারণ করেন। তাঁহার সময়ে গঙ্গার পোল নির্ম্মাণ, আসামের উত্তর সীমাস্থিত বিদ্রোহী ডল্‌ফা ও শ্রীহট্ট প্রদেশের নাগাপাহাড়বাসী বিদ্রোহী নাগা জাতিদিগের দমন সম্পন্ন হয়। নর্থব্রুকের সময়ে ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট্ মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এতদ্দেশে আগমন করেন। ১৮৭৩ অব্দে বরদারাজ মলহররাও গুইকবাড় তদীয় রাজধানীস্থ রেসিডেণ্টকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এই জনরব উঠে; তন্নিমিত্ত নর্থব্রুক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার একজন জ্ঞাতিপুত্রকে তদীয় সিংহাসন দান করেন (১৮৭৫—২৫শে এপ্রেল)। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত বস্ত্রের শুল্ক উঠাইবার যে প্রস্তাব হইতেছিল, নর্থব্রুক তাহার প্রতিবাদ করায় ষ্টেট সেক্রেটরী সালিসবরির সহিত তাঁহার অবনিবনাও হয়, এই নিমিত্ত তিনি স্বইচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া ১৮৭৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন। ইনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, মনস্বী, রাজনীতিজ্ঞ ও ধনী লোক ছিলেন;

৬। লর্ড লিটন—১৮৭৬—১৮৮১…৫বৎসর।

লর্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করিলে পর লর্ড লিটন ১৮৭৬ অব্দের ১১ই মার্চ্চ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ও ভাইসরয়

(রাজপ্রতিনিধি) নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইনি ১৮৭৭ অব্দের ১ লা জানুয়ারি দিল্লীতে একটী দরবার করিয়া এই বক্তৃতা করেন যে অদ্যাবধি মহারাণী ভিক্টোরিয়া "এম্প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া" হইলেন। পরিশেষে লিটন "প্রেস আক্‌ট" প্রণয়ন দ্বারা দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং "আরম্‌স আক্ট" দ্বারা লাইসেন্স ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিবার পথ রুদ্ধ করেন। ইহাঁর সময়ে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইএর দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু, লাইসেন্স ট্যাক্‌স নিবন্ধন সুরাটে বিদ্রোহ, এবং দ্বিতীয়বার কাবুল যুদ্ধ হয়। অবশেষে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ইনি পদচ্যুত হন।

৭। দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধের কারণ—রুসিয়ারাজদূত কাবুলে অবস্থিতি করিতেছে শুনিয়া, লিটন সিয়ার আলিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রুসিয়ারাজদূতকে তোমার রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়া আমাদের রাজদূতকে তথায় অবস্থিতি করিতে দিতে হইবে। কিন্তু আমীর তাহাতে সম্মত হন নাই, একারণ যুদ্ধ উপস্থিত হয় (১৮৭৮—২১ শে নবেম্বর)।

৮। দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধের বিবরণ—ইংরেজেরা প্রথমে আলিমসজিদ জয় ও পরে জেলালাবাদ এবং কাবুল অধিকার করায়; সিয়ারআলি পলায়ন করিলেন। ইয়াকুব খাঁ পিতা কর্ত্তৃক এতাবৎকাল কারারুদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে তিনি ইংরেজ প্রসাদাৎ সিংহাসন লাভ করিলেন, এবং লর্ড ক্যাভেগনারি তাঁহার নিকট রেসিডেণ্ট

হইলেন। কিন্তু আফগানেরা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলাতে, ইয়াকুবখাঁ বন্দীকৃত ও রুসিয়া হইতে সসৈন্যে আগত আবদুল রহমন আমীর হইলেন। ইংরেজেরা তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

লর্ড লিটনের পর উন্নতমতি মার্কুইস অব্ রিপণ ভারত-বর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ও ভাইস্রয় নিযুক্ত হইয়া এদেশে শুভাগমন করিয়াছেন; ইনি যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণতার সহিত ভারত রাজ্য শাসন করিতেছেন, নিজের যেরূপ বিচক্ষণতা ও প্রজাবৎসলতা প্রদর্শন করাইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, ইনিই ভারতবর্ষের খ্যাতিসম্পন্ন মহামনা গবর্ণর জেনেরেল কুলের শীর্ষ স্থানে অবস্থান করিবেন। আমরা ঈশ্বর সন্নিধানে ইহাঁর দীর্ঘায়ুর কামনা করিতেছি।

সমাপ্ত।

সাময়িক সূচিপত্র।

প্রথম পরিশিষ্ট।

পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ ... ঘটনা।

১৪০০ ... কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কাশ্মীর স্থাপন।
৫৫০ ... বুদ্ধদেবের মৃত্যু।
৫২১—৫১৮ দরায়ুসের ভারতবর্ষ আক্রমণ।
৩৩৩ ... আলেক্জাণ্ডর কর্ত্তৃক পারস্য জয়।
৩২৭ ... আলেক্জাণ্ডরের ভারতবর্ষে প্রবেশ।
৩১৫ ... চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসনারোহণ।
২৯১ ... চন্দ্রগুপ্তের পরলোক গমন। বিন্দুসারের সিংহাসনে উপবেশন।
২৬৩ ... বিন্দুসারের মৃত্যু। অশোক রাজা হন।
২২৩ ... অশোকের মৃত্যু।
৫৬ ... বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাব।

খ্রীষ্টাব্দ... ঘটনা।

৬৮ ... শালিবাহনের সিংহাসনে আরোহণ।
৭৭ ... শকাব্দার গণনা আরম্ভ।
১৯১ ... শূদ্রক রাজা হন।
৪৩৬ ... অন্ধ্রবংশীয়দিগের মগধে রাজত্বশেষ।
৪৯১ ... তুয়ার বংশীয় অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন।
৫৬৯ ... মহম্মদের জন্ম।
৫৭০ ... রাঠোর বংশীয় নয়নপাল কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ জয়।
৬২২ ... মহম্মদের মদিনায় পলায়ন। হিজিরা শাকের আরম্ভ।
৬৩২ ... মহম্মদের মৃত্যু।

৭১২ ... কাসিম কর্ত্তৃক সিন্ধু প্রভৃতি রাজ্য জয়।
৭২০ ... লবের বংশীয়দিগের কর্ত্তৃক মিবারে রাজ্য স্থাপন।
৭৩১ ... যদুবংশীয়দিগের কর্ত্তৃক যশল্মীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠান।
৯৬২ ... আলপ্তগিন কর্ত্তৃক গজনী রাজ্য স্থাপন।
৯৬৭ ... নলরাজ বংশীয় ঢোলারায় কর্ত্তৃক অম্বের বা ঢুণ্ডার বা জয়পুর রাজ্য স্থাপন।
৯৯৭ ... সবক্তগিনের মৃত্যু।
১০০১ ... মামুদের সহিত জয়পালের যুদ্ধ। মামুদ কর্ত্তৃক বটিণ্ডা নগর লুণ্ঠন (১ম বার)।
১০০৪ ... মামুদ কর্ত্তৃক ভাতিয়া রাজ্যের উৎসেদ (২য় বার)।
১০০৫ ... মামুদ কর্ত্তৃক মুলতান অবরোধ। তৎকর্ত্তৃক অনঙ্গপালের পরাজয় (৩য় বার)।
১০০৮ ... মামুদ কর্ত্তৃক অনঙ্গপালের পুনঃ পরাজয় (৪র্থ বার)।
১০১০ ... মামুদ কর্ত্তৃক মুলতান আক্রমণ ও তথাকার রাজা আবুলফতে লোদিকে পরাজয় করেন (৫ম বার)।
১০১১ ... মামুদ কর্ত্তৃক থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন (৬ষ্ঠ বার)।
১০১৫ ... মামুদ কর্ত্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ (৭ম বার)।
১০১৮ ... মামুদ কর্ত্তৃক মথুরা লুণ্ঠন। তৎকর্ত্তৃক কনোজ আক্রমণ (৮ম বার)।
১০২২ ... মামুদ কর্ত্তৃক কলিঞ্জর আক্রমণ। তৎকর্ত্তৃক লাহোর জয় (৯ম বার)।
১০২৩ ... মামুদ কর্ত্তৃক কাশ্মীরের পুনরাক্রমণ (১০ম বার)।
১০২৪ ... মামুদ কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র ও কলিঞ্জর রাজ্য বশীকৃত করণ (১১শ বার)।
১০২৬।২৭ সোমনাথ লুণ্ঠন (১২শ বার)।
১০৩০ ... মামুদের মৃত্যু।
১১৫২ ... গোররাজ আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক গজনি জয়।
১১৫৭ ... আলাউদ্দিনের মৃত্যু। গিয়াসউদ্দিনের রাজপদ গ্রহণ।

১১৭৬ ... মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক উচনগর জয় (১ম বার)।

১১৭৮ ... মহম্মদঘোরীর সহিত গুজরাটরাজ ভীমদেবের যুদ্ধ (২য় বার)। মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক লাহোরপতি খস্রু মালিকের পরাজয় (৩য় বার)।

১১৮৬ ... মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক লাহোর জয় (৪র্থ বার)। খস্রু মালিকের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি।

১১৯১ ... মহম্মদঘোরী তিরৌরী-সমরে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হন (৫ম বার)।

১১৯৩ ... কাগার নদীতীরে মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজ বন্দী ও হত হন (৬ষ্ঠ বার)।

১১৯৪ ... মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক কনোজরাজ জয়চন্দ্র পরাস্ত ও নিহত হন (৭ম বার)।

১১৯৫ ... মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক বাইয়ানা নগর আক্রমণ ও জয়। তৎকর্ত্তৃক গোয়ালিয়র অবরোধ।

১১৯৮ ... গঙ্গাবংশীয়দিগের কর্ত্তৃক উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ।

১২০৩ ... বখথিয়ারি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ও বিহার জয়।

১২০৬ ... মহম্মদঘোরী বিদ্রোহী গোক্ষুরদিগকে দমন করেন। মহম্মদঘোরীর মৃত্যু। কুতবউদ্দিনের ভারতবর্ষে রাজত্ব আরম্ভ।

১২১০ ... কুতবের মৃত্যু। আরামের সিংহাসনারোহণ। জঙ্গিস্ খাঁর দিগ্বিজয় আরম্ভ।

১২১১ ... আরামের পদচ্যুতি। আল্তমাসের সিংহাসন গ্রহণ।

১২১৭ ... জঙ্গিস কর্ত্তৃক খারিজিম প্রদেশাধিপতির পরাজয়। আল্তমাসের সহিত সিন্ধুরাজের যুদ্ধ। সিন্ধুরাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

১২৩৬ ... আল্তমাসের মৃত্যু। রুকনউদ্দিনের রাজপদ গ্রহণ ও সিংহাসনচ্যুতি। রিজিয়ার সিংহাসনারোহণ।

১২৩৯ ... রিজিয়ার মৃত্যু। ব্রেহামের সিংহাসনাধিরোহণ।

১২৪১ ... ব্রেহামের নিহনন। মসায়ুদের সম্রাটপদ গ্রহণ।
১২৪৬ ... মসায়ুদের মৃত্যু। নাজিরউদ্দিন সম্রাট্ হন।
১২৬৬ ... নাজিরের মৃত্যু। বুলবনের সিংহাসনারোহণ।
১২৮৬ ... বুলবনের পরলোক গমন। কৈকোবাদ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।
১২৮৮ ... কৈকোবাদের নিহনন। জলালউদ্দিনের রাজপদ গ্রহণ।
১২৯৪ ... মুসলমানদিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্য আক্রমণ।
১২৯৫ ... জলালের নিহনন। আলাউদ্দিন সম্রাট্ হন।
১২৯৭ ... গুজরাট জয়। আলা কর্ত্তৃক তত্রত্য রাজমহিষী কমলাদেবীর হরণ।
১২৯৮ ... আলার সেনাপতি জাফর্ খাঁর বিনাশ।
১২৯৯ ... আলাউদ্দিন নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র সলিমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। রিন্তাম্বোর জয়।
১৩০৩ ... চিতোর অধিকার।
১৩০৬ ... কাফুর কর্ত্তৃক তৈলঙ্গ, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র ও করমণ্ডল উপকূলস্থ রাজ্যচয় জয়।
১৩১৬ ... আলফ্ খাঁর সংহার। সেনাপতি আলপ্ খাঁর হনন। আলাউদ্দিনের মৃত্যু। কাফুরের বিনাশ। মোবারিকের সিংহাসন গ্রহণ।
১৩১৯ ... খশ্রু কর্ত্তৃক মলবার জয়।
১৩২১ ... মোবারিকের মৃত্যু। গিয়াসউদ্দিনের সম্রাটী পদ গ্রহণ।
১৩২৫ ... গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু। মহম্মদ সম্রাট্ হন।
১৩৩৭ ... মহম্মদের চীনজয়ে বিফল প্রয়াস।
১৩৪০ ... বাঙ্গালার নবাব ফকিরউদ্দিনের স্বাধীনতা অবলম্বন।
১৩৪৪ ... গোলকুণ্ডা রাজ্য স্থাপন। কর্ণাটের রাজা বুকরায় কর্ত্তৃক বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন।

১৩৪৭ ... বামনি রাজ্য স্থাপন।
১৩৫১ ... মহম্মদের মৃত্যু। ফেরোজের সিংহাসন গ্রহণ।
১৩৮৮ ... ফেরোজের মৃত্যু। গিয়াসউদ্দিন সম্রাট্ হন।
১৩৮৯ ... গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু। আবুবিকারের রাজ্যলাভ।
১৩৯০ ... নাজিরউদ্দিন সম্রাট্ হন।
১৩৯৪ ... নাজিরের মৃত্যু। হুমায়ুনের সিংহাসন গ্রহণ। হুমায়ুনের পরলোক গমন। মামুদের রাজপদ গ্রহণ।
১৩৯৫ ... নসরৎসা কর্ত্তৃক ফিরোজাবাদে রাজ্য স্থাপন।
১৩৯৮ ... তৈমরলঙ্গ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ।
১৪১২ ... মামুদের মৃত্যু। দৌলৎ খাঁর রাজপদ গ্রহণ।
১৪১৪ ... দৌলৎ খাঁর পদচ্যুতি। খিজির খাঁ সম্রাট্ হন।
১৪২১ ... খিজির খাঁর মৃত্যু। মোবারিকের রাজপদ গ্রহণ।
১৪৩৫ ... মোবারিকের নিহনন। মহম্মদের সিংহাসন গ্রহণ।
১৪৪৪ ... মহম্মদের মৃত্যু। আলাউদ্দিনের সম্রাট্ পদ গ্রহণ।
১৪৫০ ... আলাউদ্দিনের বদায়ুন নগরে যাত্রা। বিলোল লোদী রাজ্যশাসন ভার প্রাপ্ত হন।
১৪৭৮ ... জৌনপুররাজ কর্ত্তৃক দিল্লীরাজ্য আক্রমণ।
১৪৮৪ ... ইমাদসাহ কর্ত্তৃক বিরার রাজ্য স্থাপন।
১৪৮৮ ... বিলোলের লোকান্তর গমন। সেকেন্দার লোদীর সিংহাসনাধিরোহণ।
১৪৮৯ ... আদিলসাহ কর্ত্তৃক বিজয়পুর রাজ্য স্থাপন।
১৪৯০ ... আমেদসাহ কর্ত্তৃক আমেদনগরে রাজ্য প্রতিষ্ঠান।
১৪৯১ ... সেকেন্দার কর্ত্তৃক জৌনপুরের শেষ রাজা হোসেন খাঁর পরাজয়।
১৪৯৮ ... বারিদসাহ কর্ত্তৃক বিদর রাজ্যের প্রতিষ্ঠান।
১৫০৩ ... সেকেন্দার কর্ত্তৃক আগ্রা নগরে রাজধানী স্থাপন।
১৫০৪ ... বাবর কর্ত্তৃক কাবুল বিজয়।
১৫১২ ... কুতবসাহ কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা রাজ্য স্থাপন।

১৫১৬ ... সেকেন্দারের মৃত্যু। ইব্রাহিম লোদীর সিংহাসনারোহণ।

১৫২৬ ... পানিপথের ১ম যুদ্ধ। ইব্রাহিমের নিহনন। বাবরের ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন।

১৫২৭ ... বাবরের সহিত যুদ্ধে সঙ্গরাণার পরাজয়।

১৫২৮ ... বাবর কর্ত্তৃক মেদিনীরায়ের পরাজয়। সঙ্গরাণা কর্ত্তৃক রিন্তাম্বোর দুর্গজয়।

১৫২৯ ... অযোধ্যা জয়। নসরৎসা বাবর কর্ত্তৃক পরাস্ত হন।

১৫৩০ ... বাবরের মৃত্যু। হুমায়ুনের সিংহাসন গ্রহণ।

১৫৩৫ ... হুমায়ুন কর্ত্তৃক বাহাদুরসাহ পরাজিত হন।

১৫৩৮ ... সেরের রোটাস দুর্গে "রাজা" উপাধি ধারণ।

১৫৩৯ ... সেরসাহ কর্ত্তৃক হুমায়ুনের পরাজয়।

১৫৪০ ... সেরসাহ কর্ত্তৃক দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ। হুমায়ুনের সহিত সেরের কনৌজে যুদ্ধ।

১৫৪২ ... আকবরের জন্ম।

১৫৪৩ ... হুমায়ুনের পারস্যপতি সাহতমাস্পের আশ্রয় গ্রহণ।

১৫৪৫ ... কলিঞ্জরের দুর্গ জয়। সের সাহের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি। সেলিম সাহের সিংহাসনারোহণ।

১৫৫৩ ... সেলিমের দেহত্যাগ। হুমায়ুন কর্ত্তৃক কাবুল অধিকার। তৎকর্ত্তৃক কামরাণের চক্ষুরুৎপাটন।

১৫৫৫ ... ইব্রাহিম সুর কর্ত্তৃক দিল্লী এবং আগরা জয়। হুমায়ুন কর্ত্তৃক সেকেন্দার সুরের পরাজয় এবং দিল্লি ও আগ্রা অধিকার।

১৫৫৬ ... হুমায়ুনের মৃত্যু। আকবরের সিংহাসন গ্রহণ। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।

১৫৬০ ... আকবরের স্বহস্তে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ। রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ।

১৫৬৫ ... তিল্লিকোটের যুদ্ধ। বিজয়নগর রাজ্যের উৎসেদ।

১৫৬৭ ... আকবর কর্ত্তৃক রাজ্য মধ্যে অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন।

১৫৬৮ ... আকবর কর্ত্তৃক চিতোর অধিকার। রাজপুত কন্যাবিবাহ।

১৫৬৯ ... রিন্তাম্বোর জয়। কলিঞ্জর অধিকার।

১৫৭২ ... চিতোররাজ উদয় সিংহের মৃত্যু। গুজরাট অধিকার। সুরাট জয়।

১৫৭৩ ... আকবরের গুজরাট হইতে আগরায় প্রতিগমন।

১৫৭৫ ... বাঙ্গালা ও বিহার জয়।

১৫৭৬ ... হলদীঘাটের যুদ্ধ।

১৫৮৫ ... হাকিমের লোকান্তর গমন। কাবুল অধিকার।

১৫৮৬ ... পর্ব্বতবাসীদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আকবর বীরবল ও জীন খাঁকে প্রেরণ করেন।

১৫৮৭ ... কাশ্মীর জয়।

১৫৯২ ... সিন্ধুপ্রদেশ জয়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় আকবরের অখণ্ড প্রভুতা স্থাপন।

১৫৯৪ ... কান্দাহার পুনর্জ্জয়।

১৫৯৫ ... আমেদ নগরের গোলযোগ। তন্নিবারণার্থে মুরাদ প্রেরিত হন।

১৫৯৬ ... মুরাদের সহিত চাঁদবিবির যুদ্ধ। চাঁদবিবি কর্ত্তৃক সম্রাটকে বিরার প্রদেশ অর্পণ।

১৫৯৯ ... দৌলতাবাদ গ্রহণ। চাঁদবিবির সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ। চাঁদবিবির মৃত্যু। রাজধানী আমেদনগর সম্রাটের অধিকার ভুক্ত হয়। মুরাদের মৃত্যু।

১৬০১ ... খান্দেশাধিকার। দানিয়ালকে তত্রত্য শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান। আকবরের রাজধানী আগ্রায় গমন।

১৬০৪ ... সম্রাটের ৩য় কুমার দানিয়ালের পরলোক প্রাপ্তি।

১৬০৫ ... আকবরের মৃত্যু। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ।

১৬০৭ ... বাঙ্গালার সুবাদার কুতবের মৃত্যু। নুরজাহানের স্বামী সের আফ্‌গানের মৃত্যু। নুরজাহানকে দিল্লীতে আনয়ন।

১৬০৮ ... ঢাকা নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন।
১৬১১ ... জাহাঙ্গীর নুরজাহানের পাণিগ্রহণ করেন। উদয়পুরের রাণার বশীকরণ।
১৬১২ ... আমেদনগররাজ্য আক্রমণার্থ পার্ব্বিজ প্রেরিত হন।
১৬১৫ ... সর্ টমাস্ রোর ভারতবর্ষে আগমন।
১৬২০ ... মালিক আম্বর সাজাহান কর্ত্তৃক বুরহানপুর নগরে পরাজিত হন।
১৬২১ ... খশ্রুর মৃত্যু। সাজাহান বিদ্রোহী হন।
১৬২৪ ... বিদ্রোহী সাজাহান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অধিকার।
১৬২৫ ... জাহাঙ্গীর কাবুলাভিমুখে গমন করেন।
১৬২৬ ... মহবৎ খাঁ কর্ত্তৃক সম্রাটের বন্দিদশা প্রাপ্তি। পার্ব্বিজের মৃত্যু।
১৬২৭ ... জাহাঙ্গীরের মৃত্যু। সাজাহানের রাজ্যাভিষেক। শিবজীর জন্ম।
১৬৩১ ... হুগলীস্থ পর্ত্তুগীজদিগের তাড়ন।
১৬৩৭ ... আলীমর্দ্দন কর্ত্তৃক সাজাহানকে কান্দাহার সমর্পণ। আমেদ নগর রাজ্যের উচ্ছেদ।
১৬৪৬ ... শিবজী কর্ত্তৃক টর্‌নার দুর্গ অধিকার। নুরজাহানের মৃত্যু।
১৬৪৮ ... কান্দাহার সম্রাটের হস্ত বহির্ভূত হয়।
১৬৫২ ... আরঞ্জিব দাক্ষিণাপথের সুবাদার হন।
১৬৫৩ ... কান্দাহার দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।
১৬৫৫ ... শিবজী কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠন।
১৬৫৬ ... আরঞ্জিব বিজয়পুর রাজ্য-আক্রমণ পরিত্যাগ করেন।
১৬৫৭ ... সাজাহানের গুরুতর পীড়া। তৎপুত্রগণের মধ্যে বিবাদ। দারার সহিত আরঞ্জিবের যুদ্ধ।
১৬৫৮ ... আরঞ্জিবের সিংহাসন গ্রহণ। সাজাহানের বন্দিদশা।

১৬৬১ ... মুরাদের প্রাণ হনন।
১৬৬২ ... শিবজী কঙ্কণ অধিকার করেন এবং তত্রত্য স্বাধীন রাজপদে অধিষ্ঠিত হন।
১৬৬৩ ... আসামজয়। মীরজুম্লার মৃত্যু। আরঙ্গিবের সঙ্কট পীড়া।
১৬৬৫ ... সুরাট লুণ্ঠন।
১৬৬৬ ... শিবজীর দিল্লীগমন ও ছদ্মবেশে তথা হইতে পলায়ন।
১৬৭০ ... সুরাটের ২য় বার লুণ্ঠন। খান্দেশ হইতে চৌথ গ্রহণ।
১৬৭২ ... শিবজী কর্ত্তৃক সম্রাট্ সৈন্যের পরাভব।
১৬৭৪ ... শিবজীর রাজোপাধি ধারণ।
১৬৭৫ ... শিবজী কর্ত্তৃক গুজরাট লুণ্ঠন।
১৬৭৬ ... মহীশুরের পৈতৃক জায়গীর অধিকার। সত্নরামী-দিগের পরাভব।
১৬৭৭ ... আরঙ্গিব কর্ত্তৃক জিজিয়া শুল্ক স্থাপন।
১৬৭৯ ... দিলির খাঁ কর্ত্তৃক বিজয়পুর আক্রমণ।
১৬৮৬ ... বিজয়পুর গ্রহণ।
১৬৮৭ ... গোলকুণ্ডা অধিকার।
১৬৮৮ ... শিবজীর মৃত্যু। শম্ভুজীর রাজমুকুট ধারণ।
১৬৮৯ ... শম্ভুজীর প্রাণদণ্ড।
১৬৯২ ... জলফকির জিঞ্জি অধিকার জন্য যাত্রা করেন।
১৬৯৮ ... জিঞ্জি অধিকার।
১৭০০ ... রাজারামের মৃত্যু।
১৭০৭ ... আরঙ্গিবের মৃত্যু।
১৭০৮ ... সাহু কর্ত্তৃক সেতারা অধিকার। দাউদ খাঁর সহিত সাহুর সন্ধি।
১৭১২ ... শিখ যুদ্ধ। বাহাদুর সাহের মৃত্যু।
১৭১৩ ... মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন। জাহা-

ন্দার ও তৎসেনাপতি জলফকিরের মৃত্যু।

১৭১৪ ... বলজী বিশ্বনাথ পেশবা হন।

১৭১৫ ... মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত হোসেনের সংগ্রাম।

১৭১৬ ... হামিল্টন কর্তৃক কোম্পানির উন্নতি প্রাপ্তি। শিখ-গুরু বন্দুর শিরচ্ছেদ।

১৭১৯ ... ফেরোকসেরের মৃত্যু। মহম্মদের সিংহাসন অধিকার।

১৭২০ ... নিজামউল্‌মুলক দক্ষিণাপথের সুবাদার নিযুক্ত হন। সৈয়দদিগের বিনাশ। বালাজীর পরলোক গমন। বাজীরাও পেশবা হন। নিজাম উল্‌মুলুক বিদ্রোহী হন।

১৭২১ ... সাদৎ খাঁ অযোধ্যার নবাব নিযুক্ত হন।

১৭২২ ... আসফ, মহম্মদসাহের উজীর হন। পাঠানদিগের কর্ত্তৃক পারস্য অধিকার।

১৭২৩ ... আসফজা কর্ত্তৃক দক্ষিণাপথে রাজ্য স্থাপন।

১৭২৯ ... নাদির কর্ত্তৃক সাহতমাস্পের সিংহাসন প্রাপ্তি।

১৭৩০ ... কোলাপুরের রাজা ২য় শিবজীর সহিত সাহুর সন্ধি।

১৭৩২ ... দাবারীর সহিত বাজীরাওএর যুদ্ধ। গুইকবাড় বংশের সৃষ্টি।

১৭৩২ ... বুন্দেলখণ্ড আক্রমণকারী মালবের সুবাদার মহম্মদ খাঁ বাজী কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হন।

১৭৩৬ ... বাজীরাও মালবের সুবাদার হন। নাদির সাহের পারস্যের সিংহাসন গ্রহণ। আর্কাডুর নবাব কর্ত্তৃক পাণ্ড্য মণ্ডল বিজয়।

১৭৩৮ ... সম্রাট্ প্রেরিত সেনাপতি আসফজা, বাজীরাও কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। নাদিরসাহের ভারতবর্ষে প্রবেশ।

১৭৪০ ... বাজীরাওএর মৃত্যু। বলজীরাও পেশবা হন।

১৭৩৯ ... নাদিরের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ। নাদিরের জয়লাভ ও স্বদেশ গমন।

১৭৪১ ... বাঙ্গালাদেশে বর্গির হাঙ্গাম।

১৭৪৫ ... মহম্মদ শাহ রোহিলাখণ্ডের রাজা আলি মহম্মদকে পরাজিত করিয়া সরহিন্দ প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব দান করেন। রঘুজী বাঙ্গালা, বিহারের চৌথ আদায়ের ভার পান।

১৭৪৭ ... নাদিরের মৃত্যু। আমেদখাঁর ভারতবর্ষ আক্রমণ।

১৭৪৮ ... আমেদ খাঁর পরাজয় ও স্বদেশ প্রতিগমন। মহম্মদ সাহের মৃত্যু। আমেদ সাহের সম্রাট্ পদ গ্রহণ।

১৭৪৯ ... সাহুর মৃত্যু।

১৭৫০ ... বালাজী, রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রাঘব কর্ত্তৃক জাঠ ও রাজপুতরাজগণের পরাজয় এবং চৌথ গ্রহণ।

১৭৫১ ... আলিবর্দ্দি মার্হাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করেন। রোহিলারা অযোধ্যার নবাবের অধীন হয়। আমেদ কর্ত্তৃক পঞ্জাব গ্রহণ।

১৭৫৩ ... অযোধ্যার নবাব স্বাধীন হন।

১৭৫৪ ... গাজীউদ্দিন আমেদ সাহকে অন্ধ ও সিংহাসন চ্যুত করেন। ২য় আলমগীর সম্রাট্ হন।

১৭৫৬ ... আমেদ আবদালী কর্ত্তৃক দিল্লী লুণ্ঠন। গাজীউদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পঞ্জাব আত্মসাৎ করেন।

১৭৫৭ ... আমেদ আবদালীর স্বদেশ গমন।

১৭৫৮ ... রাঘব কর্ত্তৃক পঞ্জাব বিজয়।

১৭৫৯ ... আমেদ আবদালীর ভারতবর্ষে প্রবেশ। সিন্ধিয়া ও হুলকারের পরাভব।

১৭৬০ ... সদাশিবের সেনাপতিত্ব গ্রহণ।

১৭৬০ ... পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

——ঃ*ঃ——

১৪০০ ... যবদ্বীপের বালি নগর বাণিজ্য জন্য বিখ্যাত ছিল।

১৪৯৭ ... পর্ত্তুগীজনাবিক ভাস্কোডিগামা ৩খানি জাহাজ সহ মলবর উপকূলস্থ কলিকট্ট নগরে উত্তীর্ণ হন।

১৫৯৬ ... কাপ্তেন হাউটন ওলন্দাজদের ৪ খানি জাহাজ লইয়া যাবা দ্বীপের অন্তর্গত বাণ্টাম নগরে উত্তীর্ণ হন।

১৫৯৯ ... ইংরেজেরা এদেশে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত সনন্দ পান।

১৬০০ ... পর্ত্তুগীজেরা এদেশে অদ্বিতীয় হইয়া বাণিজ্য করেন। দিনেমারেরা এদেশে আসেন।

১৬০১ ... কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ৫ খান জাহাজের সহিত ভারতবর্ষে আইসেন।

১৬০৪ ... ফরাসিরা বাণিজ্য করিতে এদেশে আসেন।

১৬১৩ ... সুরাট নগরে ইংরেজদের একটী কুঠি নির্ম্মিত হয়।

১৬১৫ ... সারটমাস রো ভারতবর্ষে আইসেন।

১৬৪০ ... মান্দ্রাজ নগরে ইংরেজদের একটী কুটী ও ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামক দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

১৬৬২ ... ইংলণ্ডের রাজা ২য় চার্লস পর্ত্তুগীজ রাজকন্যা ব্রগাঞ্জাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ পান।

১৬৬৪ ... ফরাসিরা সুরাটে কুঠি স্থাপন করেন।

১৬৬৮ ... দ্বিতীয় চার্লস্ কোম্পানিকে বোম্বাই দ্বীপ দান করেন।

১৬৭৪ ... ফরাসিরা পণ্ডিচেরীতে কুটী স্থাপন করেন।

১৬৯৬ ... ইংরেজেরা কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর ক্রয় করেন।

১৬৯৮ ... কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

১৭১৬ ... হামিল্‌টন ফেরোক সেরকে আরোগ্য করেন; ও পুরস্কার স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে কতক গুলি ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

১৭৩০ ... ডিউপ্লে চন্দন নগরের শাসনকর্ত্তা হন।

১৭৪২ ... ডিউপ্লে পটুচেরীর শাসনকর্ত্তা হন।

১৭৪৪ ... কর্ণাটের ১ম যুদ্ধ আরম্ভ।

১৭৪৬ ... লাবর্ডনে মান্দ্রাজ জয় করেন।

১৭৪৮ ... কর্ণাটের ১ম যুদ্ধ শেষ হয়। নিজাম উল্‌মুলুকের মৃত্যু।

১৭৪৯ ... আনোয়ারের মৃত্যু। আম্বুরের যুদ্ধ। চাঁদ সাহেব কর্ণাটের নবাব হন। আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করেন।

১৭৫২ ... মহম্মদ আলী কর্ণাটের নবাব হন। চাঁদ সাহেবের মৃত্যু।

১৭৫৫ ... কর্ণাটের ২য় যুদ্ধ ও সন্ধি। ডিউপ্লের পদচ্যুতি।

১৭৫৬ ... কর্ণাটের ৩য় যুদ্ধ আরম্ভ। আলিবর্দ্দির মৃত্যু। সেরাজদ্দৌলার নবাবী পদ প্রাপ্তি। অন্ধকূপ হত্যা।

১৭৫৭ ... লালীর পটুচেরীতে পলায়ন। ক্লাইবের সহিত সেরাজের যুদ্ধ ও সন্ধি। পলাশীর যুদ্ধ। মীরজাফরের নবাবী পদ প্রাপ্তি। সেরাজের মৃত্যু।

১৭৫৮ ... সলাবৎ জঙ্গের সহিত ইংরেজদের সন্ধি।

১৭৫৯ ... বন্দীবাসের যুদ্ধ। লালীর পরাজয়। বুসী বন্দীকৃত হন।

১৭৬০ ... ক্লাইবের স্বদেশ যাত্রা। ভান্সিটার্ট গবর্ণরী পদ প্রাপ্ত হন। মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন। মীরকা-

শিমের নবাবীপদ প্রাপ্তি।

১৭৬১ ... ইংরেজদিগের দ্বারা পটুশ্চেরীর দুর্গ অধিকার। হায়দর কর্তৃক মহীশুরের সিংহাসন অধিকার। মধুরাও পেশবা হন। নিজামআলী হায়দরাবাদের সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

১৭৬৩ ... কর্ণাটের ৩য় যুদ্ধের সন্ধি। মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের বিবাদ। মীরকাশিমের পদচ্যুতি। মীরজাফরের পুনরায় নবাবিপদ প্রাপ্তি।

১৭৬৪ ... বক্সার যুদ্ধ।

১৭৬৫ ... মীরজাফরের মৃত্যু। নজমুদ্দৌলার নবাবী পদ প্রাপ্তি। লর্ড ক্লাইব গবর্ণর হন। কোম্পানির দেওয়ানীপদ প্রাপ্তি। ডবল ভাতা রহিত করণ।

১৭৬৭ ... ক্লাইবের স্বদেশ যাত্রা। ইংরেজদের সহিত হায়দরের যুদ্ধের সূত্রপাত। ভেরলষ্টের গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি।

১৭৬৮—১৭৬৯ ... হায়দরের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ ও সন্ধি।

১৭৭০ ... ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর।

১৭৭১ ... মহারাষ্ট্রীয়েরা হায়দরের অধিকার আক্রমণ করেন।

১৭৭২ ... কর্টিয়ারের বাঙ্গালা পরিত্যাগ। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি। জমীদারদের সহিত ৫ বৎসরের নিমিত্ত রাজস্বের বন্দোবস্ত। মধুরাও পেশবার মৃত্যু। নারায়ণ রাও পেশবা হন।

১৭৭৩ ... হেষ্টিংসের সহিত সুজাউদ্দৌলার সাক্ষাৎ। রেগুলেটিং আক্ট।

১৭৭৪ ... রোহিলা যুদ্ধ। গবর্ণর জেনেরেল পদের সৃষ্টি।

১৭৭৫ ... বারাণসী কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধারম্ভ ও পুরন্দর সন্ধি।

১৭৭৫ ... নন্দকুমারের ফাঁসি।
১৭৭৭ ... জমীদারের সহিত বাৎসরিক বন্দোবস্তের নিয়ম।
১৭৭৮ ... ইংরেজদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দের প্রথম যুদ্ধ।
১৭৭৯ ... ইংরেজসেনাপতি গডার্ড অনেক দেশ জয় করেন।
১৭৮০ ... ফ্রান্সিসের স্বদেশ যাত্রা। ইম্পে সদর আদালতের জজ হন। হায়দরের কর্ণাট আক্রমণ।
১৭৮১ ... ইংরেজ সেনানী গডার্ড পুনা আক্রমণ করিতে গিয়া পরাস্ত হন। হায়দর কুট কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। কলিকাতায় রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন।
১৭৮২ ... প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধশেষ। সালবাই সন্ধি। হায়দরের মৃত্যু।
১৭৮৩ ... ফক্স সাহেবের ইণ্ডিয়া বিল।
১৭৮৪ ... পিটসাহেবের ইণ্ডিয়া বিল। টিপুর যুদ্ধ ও সন্ধি।
১৭৮৫ ... হেষ্টিংসের স্বদেশ যাত্রা।
১৭৮৬ ... কর্ণওয়ালিস্ গবর্ণর জেনেরেল ও সেনাপতি হন। মান্দ্রাজের রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন। কোম্পানির কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।
১৭৮৯ ... টিপু ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য আক্রমণ করেন। শোর-সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম করণ।
১৭৯০ ... মহীশুরের তৃতীয় যুদ্ধ। বাঙ্গালা বিহার হইতে আড়াই কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হয়। নিজামৎ আদালত মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আইসে।
১৭৯২ ... টিপুর সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ।
১৭৯৩ ... "দশশালা বন্দোবস্ত"। নূতন বিচারালয় স্থাপন। মুন্সেফীপদের সৃষ্টি। ইণ্ডিয়াবিল। আইন সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। কর্ণওয়ালিসের স্বদেশ যাত্রা। সার্ জন-শোরের গবর্ণর জেনেরেলী পদ গ্রহণ।
১৭৯৪ ... টিপুর দুই পুত্রের মুক্তি।

১৭৯৫ বারাণসী কোম্পানির খাস দখল। টিপু ও মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক নিজামের পরাজয় ও সন্ধি।

১৭৯৮ শোর সাহেবের স্বদেশ যাত্রা। লর্ড মর্ণিংটনের গবর্ণর জেনেরেলীর পদগ্রহণ।

১৭৯৯ মহীশুরের শেষ যুদ্ধ। টিপুর মৃত্যু। মর্ণিংটনের "মার্কুইস অফ্ ওয়েলেস্লী" উপাধি প্রাপ্তি। তঞ্জোর গ্রহণ।

১৮০০ ... সুরাট গ্রহণ। মান্দ্রাজে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজ স্থাপন।

১৮০১ ... ওয়েলেস্লী গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা ভাসাইয়া দেওয়া রহিত করেন। সদর আদালতে স্বতন্ত্র বিচারক নিযুক্ত হন। কর্ণাট গ্রহণ।

১৮০২ ... বেসিনের সন্ধি।

১৮০৩ ... মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত ইংরজেদের ২য় যুদ্ধ ও সন্ধি।

১৮০৪ ... হুলকারের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ।

১৮০৫ ... ওয়েলেস্লীর স্বদেশ যাত্রা। ভরতপুর রাজের সহিত ইংরেজদের সন্ধি।

১৮০৬ ... কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু। বার্লোর গবর্ণর জেনেরেলী পদ গ্রহণ। বেলোড়ে সিপাহী বিদ্রোহ। মান্দ্রাজের শাসনাদির বন্দোবস্ত।

১৮০৭ ... লর্ড মিণ্টোর গবর্ণর জেনেরেলী পদ প্রাপ্তি।

১৮০৯ ... রণজিতের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন।

১৮১২ ... ৫ আইন প্রণয়ন।

১৮১৩ ... গুরখাদের সহিত বিবাদের সূত্রপাত। নূতন সনন্দ। মিণ্টোর স্বদেশ যাত্রা। লর্ড ময়রার গবর্ণর জেনেরেলী পদ প্রাপ্তি।

১৮১৪ ... গুরখাদের সহিত যুদ্ধ।

১৮১৬ ... গুরখাদের সহিত সন্ধি।

১৮১৭ ... পিণ্ডারীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ।

১৮১৮ ... হিন্দুকালেজ স্থাপন। সংস্কৃতকালেজ স্থাপনের সূত্রপাত। সমাচার দর্পণ প্রচার। পেশোয়া বংশের বিলোপ।

১৮১৯ ... এল্‌ফিনষ্টোন বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন।

১৮২৩ ... বোম্বাই নগরে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপন। ময়রার স্বদেশ যাত্রা। আমহার্ষ্টের গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি। মগদিগের সাহাপুরী দ্বীপ অধিকার। কলিকাতায় শিক্ষা কমিটী স্থাপন। সংস্কৃতকালেজ স্থাপন।

১৮২৪ ... বর্ম্মার ১ম যুদ্ধ। ইংরেজদের চুঁচড়া গ্রহণ।

১৮২৫ ... বন্ধুলা নিহত হন। ভরতপুরের দুর্গ জয়।

১৮২৭ ... বর্ম্মারাজের সহিত ইংরেজদের সন্ধি।

১৮২৮ ... আমহার্ষ্টের স্বদেশ যাত্রা। বেণ্টিঙ্কের গবর্ণর জেনেরেলী পদ গ্রহণ।

১৮২৯ .. আইন দ্বারা সতীদাহ নিবারণ।

১৮৩০ ... ঠগী নিবারণ।

১৮৩১ ... তিতুমীর ও কোলজাতির বিদ্রোহ। বেণ্টিঙ্কের লক্ষ্ণৌ গমন। কূর্গ অধিকার।

১৮৩৩ ... ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইবার নিয়ম। ইণ্ডিয়া বিল। ৯ আইন সঙ্কলন।

১৮৩৪ ... রাজপুত কন্যাবধ নিবারণের চেষ্টা।

১৮৩৫ ... মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান। বেণ্টিঙ্কের স্বদেশ যাত্রা। মেডিকেল কালেজ স্থাপন। রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা। ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা-সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার। নরবলি নিবারণ।

১৮৩৬ ... লর্ড অক্‌লাণ্ডের গবর্ণর জেনেরেলী পদ প্রাপ্তি।

১৮৩৮ ... লাহোরের সন্ধি। ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ যাত্রা।

১৮৩৯ ... রণজিতের মৃত্যু।

১৮৪০ ... দোস্ত মহম্মদের আত্ম সমর্পণ।

১৮৪১ ... পটিঞ্জর কাবুল যুদ্ধের ১ম সংবাদ দেন। মেক্‌না-

টনের মৃত্যু।

১৮৪২ ... লর্ড অক্‌লাণ্ডের স্বদেশ যাত্রা। এলেন্‌বরার গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি।

১৮৪৩ ... সিন্ধুদেশীয় সমর। গোয়ালিয়রের গোলযোগ। রেলওয়ে নির্ম্মাণের ১ম প্রস্তাব।

১৮৪৪ ... এলেন্‌বরার স্বদেশ যাত্রা। হার্ডিঞ্জের গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি।

১৮৪৫ ... মুদ্‌কি ও ফেরোজসহরের যুদ্ধ। দিনেমারদের নিকট হইতে ইংরেজেরা শ্রীরামপুর ক্রয় করেন।

১৮৪৬ ... সোব্রাঁও ও আলিওয়াল সংগ্রাম এবং সন্ধি।

১৮৪৮ ... হার্ডিঞ্জের স্বদেশ যাত্রা। ডালহৌসীর গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি। চিলিয়ান ওয়ালার সংগ্রাম।

১৮৪৯ ... মূলরাজ পরাস্ত হন। গুজরাটের যুদ্ধ। ইংরেজদের নিকট শিখদের আত্ম সমর্পণ।

১৮৫১ ... রেঙ্গুনের শাসনকর্ত্তা ইংরেজদের উপর অত্যাচার করেন।

১৮৫২ ... বর্ম্মার ২য় যুদ্ধ।

১৮৫৩ ... নাগপুর গ্রহণ। ইণ্ডিয়া বিল।

১৮৫৪ ... শ্লিমানের ইংলণ্ড যাত্রা। শিক্ষা বিষয়ক অনুমতি লিপি।

১৮৫৬ ... অযোধ্যা গ্রহণ। ডালহৌসির পদত্যাগ। ক্যানিং এর গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি। সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮৫৭ ... কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। পারস্য যুদ্ধ। চীন সমর।

১৮৫৮ ... লক্ষ্মী বাইয়ের প্রাণত্যাগ। কোম্পানির রাজত্ব শেষ। মহারাণীর রাজত্বারম্ভ।

১৮৫৯ ... সিপাহী বিদ্রোহ শেষ। ৮ ও ১০ আইন প্রচার।

১৮৬০ ... ৪৫ আইন প্রণয়ন। নীলকর উপদ্রব।

১৮৬১ ... ২৫ আইন।

১৮৬১ ... কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজনগরে "হাইকোর্ট" স্থাপন। ক্যানিংএর স্বদেশ যাত্রা। আমেরিকার যুদ্ধ।

১৮৬৩ ... সীতানার যুদ্ধ। এল্‌গিনের মৃত্যু। দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু।

১৮৬৪ ... কৃষি কার্য্যে উৎসাহ দান। সরজন্ লরন্সের গবর্ণরী পদ গ্রহণ। ইডেন সাহেব ভোট দেশে দূত স্বরূপ গমন করেন্। বিষম ঝড়।

১৮৬৫ ... ভোটানের যুদ্ধ ও সন্ধি। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ।

১৮৬৭ ... মহীশুরপতিকে রাজত্ব দান। ষ্টেট সেক্রেটরী নর্থকোর্ট সাহেবের রাজ্যদানে অসম্মতি।

১৮৬৯ ... সরজন্ লরেন্সের স্বদেশ যাত্রা। মেওর গবর্ণর পদ প্রাপ্তি। মেও অম্বালায় দরবার করিয়া সিয়ারআলির সহিত সন্ধি করেন।

১৮৭২ ... মেওর হত্যা। নর্থব্রুকের গবর্ণরী পদ প্রাপ্তি। বাঙ্গালায় অনাবৃষ্টি। সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব। ষ্টেট সেক্রেটরি ডিস্‌রেলি সাহেব, লেপ্টেনোণ্ট গবর্ণর কাম্বেল ও সর্ রিচার্ড টেম্পল সাহেবের তন্নিবারণার্থে যত্ন।

১৮৭৩ ... ইন্‌কম্‌ট্যাকস্ রহিত করণ। বরদারাজ্যের গোল-যোগ।

১৮৭৪ ... বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ।

১৮৭৫ ... প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌সের আগমন। বরদারাজ্যের অধিপতি মলহররাওএর পদচ্যুতি।

১৮৭৬ ... লর্ড নর্থব্রুকের স্বদেশ গমন। লর্ড লিটনের গবর্ণর জেনেরেলী পদ গ্রহণ।

১৮৭৭ ... দিল্লীর দরবার। "এম্প্রেস অফ্ ইণ্ডিয়া।"

১৮৮১ ... দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধ। লিটনের পদত্যাগ। মার্কুইস অফ রিপণের গবর্ণর জেনেরেলী পদপ্রাপ্তি।

মধ্য-ইংরাজী ও মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

১৮৬৭।

ইতিহাস—পূর্ণসংখ্যা ৫০।

[সকল প্রশ্নের উত্তরে ঘটনার সাল তারিখ লিখিতব্য।]

১। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ রাজা আপন নামে সাল গণনার প্রথা প্রচলিত করেন; তাহাদিগের রাজ্যের কাল ও স্থান নির্ণয় করিয়া লিখ।

২। আদিম হিন্দুদিগের কোন্ কোন্ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখ। ৩। ভারতবর্ষেতিহাস বর্ণিত যুদ্ধনিকর মধ্যে যে পাঁচটি যুদ্ধ আপনার বিবেচনায় অতি প্রধান তাহা, কাল, বিরোধিপক্ষদ্বয়, ও যুদ্ধের ফল সহ বর্ণনা কর; যে কারণে প্রধান যুদ্ধ বলা যায় তাহা লিখ। ৪। আরাঞ্জিব কি উপায় দ্বারা দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, ও তৎপরে কি কি প্রধান রাজকার্য্য করেন; রাজ্য প্রাপ্তির অগ্রে ও পরে তাহার চরিত্রের বিশেষ বিবরণ লিখ। ৫। নাদির সাহের, আদি, ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত পরাক্রম ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করণানন্তর তৎ কর্ত্তৃক দিল্লীর লুঠ ও নরহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। ৬। পানীপথ কোথায় ও তথায় কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ পক্ষ মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেক যুদ্ধের ফল কি?

১৮৬৯।

ইতিহাস।

পূর্ণ সংখ্যা ৫০।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ বসু।

(১) বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির বিবরণ লিখ।

(২) নিম্নলিখিত কতিপয় ঘটনার সময় নিরূপণ কর।

(ক) বখতিয়ার খিলিজীর বাঙ্গালা পরাজয়।
(খ) আকবরের জন্ম ও মৃত্যু।
(গ) পানিপথের শেষ যুদ্ধ।

(৩) সাহজাহানের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল বর্ণনা কর। (৪) সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের বিবরণ সংক্ষেপে লিখ। (৫) শিবজীর জীবনচরিত সংক্ষেপে লেখ, ও তাঁহার মৃত্যুকালে মহারাষ্ট্রের যে চতুঃসীমা ছিল তাহা বর্ণনা কর। (৬) শিখদিগের আদিম বিবরণ লিখ। (৭)—আকবর রাজস্ব আদায়ের কিরূপ বন্দবস্ত করিয়াছিলেন?

১৮৭০।

ইতিহাস।

১। মহম্মদঘোরী ও নাদির সাহের অবরোহণের বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণনা কর।

২। শের খাঁ কে? তাহার জীবনের ও রাজত্ব প্রাপ্তির সমুদায় বৃত্তান্ত লিখ।

৩। কোন্ কোন্ বৎসরে ও কাহার রাজত্বকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঘটিয়াছিল?

(ক) বঙ্গদেশের প্রথম স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন।
(খ) দাক্ষিণাত্যে প্রথম আক্রমণ।
(গ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ।
(ঘ) টাইমুরের ভারতবর্ষ আক্রমণ।

৪। ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে কি কি সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন? ৫। মহাসভা পার্লিমেণ্টে হেষ্টিংসের নামে কি কি অপরাধের বিষয় অভিযোগ হয় তাহা বর্ণনা কর। ৬। কোন্ কোন্ সময়ে এবং কি কি কারণে ইংরাজেরা হায়দরআলীর সহিত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত, কাবুলীদিগের সহিত এবং ব্রহ্ম-দেশীয় রাজার সহিত প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন?

৭। নিম্ন লিখিত কয়েকজন কি কি কার্য্যের জন্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন? কম্বরমিয়র, অক্‌টরলোনী পেপেহাম, কুট, হেন্‌রি লরেন্স।

৮। শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে কয়েকটী যুদ্ধ হয় তাহা ক্রমান্বয়ে লিখ।

৯। কোন্ সময়ে ও কাহার নিকট হইতে ইংরাজের নিম্নলিখিত দেশ কয়েকটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? উত্তর সরকার, মলবর, কটক, সাগর, অজমীর, আশাম।

১৮৭১

ইতিহাস।

১। মহম্মদগোরি কোন্ অব্দে ভারতবর্ষ প্রথম আক্রমণ করিতে আসেন? কোন্ রাজার সহিত তাঁহার প্রথম যুদ্ধ হয় এবং কিরূপে সেই যুদ্ধ শেষ হয়? ২। হুমায়ন বাদসাহ কাহা কর্ত্তৃক একবারে রাজ্যচ্যুত হন? তিনি কি সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ৩। টাইমুরের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্বন্ধে যাহা কিছু জান লেখ।

৪। ক্রমান্বয়ে মোগলবংশীয় প্রথম ছয়জন সম্রাটের নাম উল্লেখ কর। দিল্লি এবং আগরাতে যে দুইটী প্রসিদ্ধ হর্ম্ম্য আছে তাহাদের নাম কি? কোন্ বাদসাহ কর্ত্তৃক ঐ দুইটী হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়? ৫। মহারাষ্ট্রীয়দের দেশ কোথায়? কোন্ বাদসাহের আমলে তাহাদের উন্নতির সোপান হয়, এবং কেই বা সেই উন্নতির মূল? কোন্ সময়ে তাহারা অত্যন্ত বিক্রান্ত হইয়া উঠে এবং কেই বা তখন তাহাদের প্রধান পুরুষ ছিলেন? ৬। গুরুগোবিন্দ, চাঁদবিবি, রাজা তোড়লমুল, ইহাঁরা কে কি ছিলেন এবং কোথায় প্রাদুর্ভূত হন?

১৮৭২

ইতিহাস।

১। বাবরের পূর্ব্বে যে ৯টী মুসলমান রাজবংশ ভারত-

বর্ষে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সিংহাসনারোহণের কাল লিখ। ২। সের খাঁ কোন্ জাতীয় ছিলেন? তাঁহার জন্মস্থান কোথায়? তিনি কি উপায়ে, ও কোন্ অব্দে দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন? ৩। মোগলদিগের রাজ্যাধিকার কালে যে ৬টী প্রধান যুদ্ধ হয় তাহার নাম ও সময় স্থির করিয়া লিখ। ৪। সাজাহানের কয় পুত্র ছিল? তাহাদের মধ্যে সম্রাট্ হইবার জন্য কে প্রথমে উদ্যোগী হয়? আওরঙ্গজেব কিপ্রকারে সিংহাসনারোহণ করেন? ৫। ভারতবর্ষে পর্টুগীজদিগের আগমন ও উন্নতির বিবরণ লিখ।

৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত লিখ—

(ক) মহবৎ

(খ) শীবজি

১৮৭৪

ইতিহাস।

১। সংক্ষেপে ক্লাইবের জীবনচরিত লিখ? ২। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে কোন্ সময়ে ভারতরাজ্য সংক্রান্ত প্রথম নিয়ম পত্র প্রচারিত হয়? উহার স্থূলমর্ম্ম নির্দ্দেশ কর।

৩। চরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান নিয়মগুলি লিখ। উক্ত বন্দোবস্ত দ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়াছে? ৪। ইংরেজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হইবার কারণ কি? ঐ যুদ্ধের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। ৫। ১৮৩৩ অব্দের ইণ্ডিয়া বিল দ্বারা ভারত রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ কর। ৬। সর্ চার্লস্ নেপিয়র সাহেবের বিষয়ে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। ৭। শিখদিগের সহিত কোন্ কোন্ বৎসর কোথায় কোথায় ইংরেজদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং কোন্ কোন্ যুদ্ধে উভয় পক্ষের কোন্ কোন্ সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন। ৮। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ কি বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কে কে নেতা হইয়াছিলেন, এবং কাহার

কি পরিণাম হইয়াছে ? ৯। ইংরেজদিগের নিকট হইতে আমরা কি কি উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ?

১৮৭৫।

ইতিহাস।

১। কোন্ সময়ে কি অভিপ্রায়ে পোর্টুগিজেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ? তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল কি না ? কি কারণে কোন্ সময়ে তাঁহারা বঙ্গদেশে হইতে দূরীকৃত হয়েন ? ২।—বাউটন্ সাহেব কিরূপে কোম্পানীর কি কি হিত সাধন করিয়াছিলেন ? কিরূপে বোম্বাই ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়, এবং কিরূপেই বা মান্দ্রাজের সূত্রপাত হয় ? ৩।—কিরূপে ইংরেজেরা কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন ? কোন্ সময়ে পলাসীর যুদ্ধ ঘটনা হয় ? ইংরাজেরা কিরূপে ঐ যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন ? ৪।—সংক্ষেপে হায়দর আলীর জীবনবৃত্তান্ত লেখ। ৫।—১৮০৫ অব্দ হইতে ১৮৫২ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে কয়েকজন গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ও শাসনকর্ত্তৃত্বকালের অবধি নির্দ্দেশ কর। ৬।—লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড ডেলহৌসীর সময়ে কি কি সাধারণ হিতকরকার্য্য সমাহিত হইয়াছিল উল্লেখ কর। ৭।—নেপাল যুদ্ধের কারণ কি ? কোন্ সময়ে সেই যুদ্ধের অবসান হইয়া ইংরেজদিগের সহিত নেপালীয়দিগের সন্ধিবন্ধন হয় ? ঐ সন্ধির স্থূল মর্ম্ম কি ? ৮।—প্রথম সিখসংগ্রামের কারণকি ? উহা কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়া কোন্ সময়ে নিঃশেষিত হয় ? যুদ্ধ অবসানে যে সন্ধিবন্ধন হয় তাহাতে ইংরাজদিগের লাভ কি হয় ? ঐ সংগ্রামের সময় সিখদিগের মধ্যে রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতি কে ছিল ? ৯।—নিম্নলিখিত ঘটনাবলী যে যে অব্দে সংঘটিত হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ কর।

দ্বিতীয় সিখযুদ্ধ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যাধিকার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, কলিকাতা মেডিকেল্ কলেজ সংস্থা-

পন, রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা, রণজিত সিংহের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধিবন্ধন, কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি, ওলন্দাজদিগের ভারতবর্ষ আগমন।

১৮৭৬।

২১এ নবেম্বর বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ন।

ইতিহাস।

পূর্ণ সংখ্যা ৫০।

১। কর্ণাট প্রদেশে কতবার যুদ্ধ উপস্থিত হয়? প্রত্যেক যুদ্ধের হেতু ও সময় নির্দ্দেশ কর। ২। কোম্পানির দেওয়ানি লাভ হইবার পরেই ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে সকল রাজ-নিয়ম প্রচার করেন, তৎ সমুদায়ের উল্লেখ কর। ৩। কোন্ সন্ধি সালবাই সন্ধি নামে বিখ্যাত? ঐ সন্ধির বিবরণ লিখ। ৪। মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লির সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরল কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন? ৫। পঞ্জাবের যুদ্ধ শেষ হইলে শীখদিগের সহিত ইংরেজদিগের যে নিয়মে সন্ধি হয়, তাহা লিখ। ৬। ১৭৬১, ১৭৭১, ১৭৮৯, ১৮১৭ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সকল প্রসিদ্ধ হয় তাহাদের নাম লিখ।

১৮৭৭।

২৩এ নবেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্ন।

ইতিহাস।

পূর্ণ সংখ্যা ৭৫। *

১। নিম্নের চারিটী প্রশ্নের যে কোন দুইটীর উত্তর লিখ।

* কলিকাতা অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের কাগজের পূর্ণসংখ্যা ৫০।

(ক) কোন্ কোন্ বীর পুরুষ সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? তাঁহাদের আক্রমণের ফল কি হয়?

(খ) পর্ত্তুগিজ্ ও ফরাসীরা কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন? তাঁহাদের অধিকার কতদূর বিস্তৃত হয়? তাঁহাদের হীনবল হইবার কারণ কি?

(গ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখ।

(ঘ) মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অভ্যুদয় ও বিস্তার বর্ণন কর। তাঁহাদিগের যুদ্ধ ও করসংগ্রহ প্রণালী কি রূপ ছিল?

২। আওরেংজীব কিরূপে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন? তাঁহার সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ও ভারতবর্ষে তৎকালে কয়টী প্রধান প্রধান রাজ্য ছিল? এবং বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায় সকলের মধ্যে কাহারা কি পরিমাণে ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, সংক্ষেপে বর্ণন কর।

৩। মহীশূর জয়ের বৃত্তান্ত লেখ।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কি জন্য বিখ্যাত? যে কোন দুইজনের বিষয় লিখ।

ডিউপ্লে, হাইদর, মুরসিদ কুলী খাঁ, বালাজী বিশ্বনাথ, সের সা, সাইরস্, পেরিক্লিস্, মেজর লরেন্স্, মীর কাসিম।

৫। নিম্নলিখিত যুদ্ধ সকল কোন্ কোন্ পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়, ও কোন্ যুদ্ধের কিরূপ ফল হয় নির্দ্দেশ কর। যে কোন দুইটী লিখিলেই চলিবে।

কিউনাক্‌সা, কেনি, ইসস্, মণ্ডা, পেলুসিয়ম, মান্টিনিয়া, তেল্লিকোট, পাণিপথ (প্রথম), আসাই, ঘেরিয়া (গড়িয় বা গড়ে), বক্‌সর।

৬। নিম্নলিখিত কার্য্যসকল কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়? যে কোন দুইটীর উত্তর কর।

ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান, বাঙ্গালা প্রথম সম্বাদ পত্র প্রচার, আসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন, সহমরণ প্রথা নিবারণ, মহাকবি হোমরের কাব্য সংগ্রহ, দ্বাদশ ফল-

কের ব্যবস্থা, রোমীয় সাম্রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভাগ, মুসলমানদিগের কর্তৃক কনষ্টাণ্টিনোপল জয়।

৭। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির যেটী ইচ্ছা বর্ণনা কর।

(ক) আলেক্‌জন্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ।

(খ) হেষ্টিংসের বিচার।

(গ) পঞ্জাব জয়।

(ঘ) পারস্য যুদ্ধ।

৮। নিম্নলিখিত বিষয় চারিটীর মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন একটীর পারস্পরিক দোষ গুণ বিচার কর।

(ক) সোলন ও লাইকর্গসের ব্যবস্থা।

(খ) মামুদ গজনী ও মহম্মদ ঘোরীর চরিত্র।

(গ) ফক্স ও পিটের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিল।

(ঘ) লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ও লর্ড ডালহাউসীর শাসন প্রণালী।

১৮৭৮

ইতিহাস।

পূর্ণসংখ্যা ৭৫।

২৯ নবেম্বর, অপরাহ্ন।

১। জজিয়া, চৌথ, সরদশমুখী, কোম্পানির রাজত্ব, ডবলভাতা, সৈয়দ, সেট্রাপ, ট্রিবিউন্—এই সকল শব্দ ইতিহাসে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে স্পষ্ট করিয়া লেখ।

যে কোন দুইটী শব্দের ব্যাখ্যা করিলেই হইবে।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্ন তিনটি মধ্যে যে কোনটির উত্তর লিখ।

(ক) বঙ্গদেশে পদার্পণ অবধি বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লেখ।

(খ) কর্ণাটে ইংরেজ ও ফরাসিদিগের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহার মূল কারণ কি ও সেই যুদ্ধে কোন্ পক্ষের কিরূপ লাভালাভ হইয়াছিল? উভয় জাতির মধ্যে যে যে সেনা-

ধ্যক্ষ যে যে স্থলে এতদুপলক্ষে সমধিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাহারও উল্লেখ কর।

(গ) ইংরেজেরা ভারত সাম্রাজ্য মুসলমানদিগের অথবা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন? এ বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ সহ স্বীয় মত বিশদ রূপে ব্যক্ত কর।

৩। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলদিগের নাম ও শাসন-কাল নির্দ্দেশ কর এবং নিম্নলিখিত যে কোন গবর্ণর জেনা-রেলের শাসনবৃত্তান্ত বিস্তৃত রূপে লেখ—বেণ্টিঙ্ক, ওয়েলেস্‌লী, হার্ডিঞ্জ, ডালহাউসী।

৪। নিম্নলিখিত বিখ্যাত লোকদিগের কোন দুই জনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লেখ।—

ক্লাইব, শিবজী, তৈমুর, আমেদ্ আব্‌দালী, আলিবর্দ্দী খাঁ, মানসিংহ।

৫। নিম্নলিখিত ঘটনা গুলির কোন দুইটির বর্ণনা কর।—

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়; মুসলমানদিগের উড়িষ্যা জয়; মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি; ব্রহ্মদেশীয় শেষ সংগ্রাম।

৬। (ক) বাঙ্গালার রাজস্ব হিসাব কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা প্রস্তুত হয় ও তাহা কি রূপ?

(খ) মুসলমানদিগের কোন্ কোন্ রাজবংশ কিরূপে দিল্লী সিংহাসনের অধিকারী হন?

(গ) হিন্দু রাজত্বের লোপ হইয়া মুসলমান রাজত্ব কোন্ সময়ে প্রকৃতভাবে ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়? হিন্দুদিগের হীনবল হইবার প্রকৃত কারণ কি ছিল?

উল্লিখিত প্রশ্ন তিনটীর মধ্যে যে কোনটির উত্তর লেখ।

৭। নিম্নলিখিত যুদ্ধ গুলি কাহার কাহার মধ্যে সংঘটিত হয় এবং তাহাতে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করে? যে কোন দুইটির বিষয় লেখ।—

শেষ পাণিপথ, চিলেন্‌ওয়ালা, থানেশ্বর, কাল্‌পী।

৮। ইংরেজ শাসনে এদেশের কিরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যদি বুঝিতে পারিয়া থাক, বর্ণন কর।

১৮৭৯

ইতিহাস।

পূর্ণসংখ্যা ৭৫।

২৭এ নম্বেবর, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ।

১। যুধিষ্ঠিরের পিতৃ বিয়োগ হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত পাণ্ডবদিগের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণন কর। (২)—শাক্য সিংহ কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? তদুদ্‌ভাবিত ধর্ম্ম-প্রণালীর বৃত্তান্ত লিখ। (৩)—রাজস্ব ও সেনাবিভাগ সম্বন্ধে সম্রাট্ আক্‌বর কর্ত্তৃক যে যে নূতন বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় তাহা বিশেষ রূপে লিখ।

৪। বাবরের ভারতবর্ষে আগমন হইতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত—এই সময়ের দিল্লীর মোগল বাদসাহগণের অথবা ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের একটি ধারাবাহিক বিবরণ গল্পাচ্ছলে লিখ। বিবরণটি, যত দূর সম্ভবে, সংক্ষেপে লিখিতে হইবে। প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ মাত্র করিলেই চলিবে, বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

৫। কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

৬। প্রথম কাবুলযুদ্ধের বৃত্তান্ত লিখ, এবং তৎপ্রসঙ্গে লর্ড অক্‌লণ্ডের কাবুল ঘটিত রাজনীতির ভ্রম প্রদর্শন কর। (৭)—১৮৫৭ সালে যে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যত দূর পার, তাহার একটি বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিখ, এবং তদুপলক্ষে লর্ড ড্যালহৌসীর, এবং লর্ড ক্যানিংএর শাসন প্রণালীর পরস্পর দোষ গুণ বিচার কর।

৮। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি কোন্ কোন্ গবর্ণর জেনরেলের সময় সংঘটিত হয়?

গঙ্গাসাগরে শিশু-সন্তান ভাসাইয়া দিবার রীতি ও সহ-

মরণ প্রথা নিবারণ; মেডিকেল কলেজ সংস্থাপন; ভরৎ-পুরের দুর্গজয়; নেপাল যুদ্ধ; রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ নির্ম্মাণ আরম্ভ।

১৮৮০

ইতিহাস।

পূর্ণ সংখ্যা ৭৫।

১৮ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ।

১। রামচন্দ্র, পরীক্ষিত, চাণক্য, অশোক, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন ইহাঁদিগের মধ্যে যে কোন তিন ব্যক্তির বিষয় যাহা কিছু জান সংক্ষেপে লেখ। ২—ভারতবর্ষে যত মুসলমানবংশ রাজত্ব করিয়াছেন, ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের উল্লেখ কর, এবং প্রত্যেক বংশের আদিম ও শেষ রাজার নাম এবং রাজ্যারোহণ ও মৃত্যুর তারিখ লেখ।

৩। নিম্নলিখিত যুদ্ধ সকল কোন্ কোন্ দুই পক্ষের মধ্যে ও কোন্ কোন্ সময়ে ঘটে এবং কোন্ যুদ্ধের কিরূপ ফল হয়, সংক্ষেপে নির্দ্দেশ কর। (যে কোন দুইটি যুদ্ধের বিষয় লিখিলেই চলিবে।)

আসাই, শ্রীরঙ্গপত্তন, মুদ্‌কি, চিলিয়ানওয়ালা, বক্‌সর।

৪। কোন্ কোন্ গবর্ণর জেনরেলের সময়ে নিম্নলিখিত ঘটনা গুলি সংঘটিত হয়?

দেশীয় ভাষার শিক্ষা প্রচারার্থ "গ্রাণ্ট ইন্ এইড্" প্রণালী অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষোন্নতির নিমিত্ত অর্থসাহায্য প্রদান, প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি, ঠগি নিবারণ, সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাপন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

৫। সংক্ষেপে শিবজির জীবন বৃত্তান্ত লেখ। ৬—কোন্ সময়ে নানক প্রাদুর্ভূত হন? তিনি যে মতের উদ্ভাবন করেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য কি? গুরুগোবিন্দের সময় ঐ মতের কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয় তাহা বিবৃত কর।

৭—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির" ভারতবর্ষে আগমন হইতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা লাভ পর্য্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ লিখ। ৮—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মর্ম্ম কি? উহা কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়? উহার দ্বারা প্রজার কি অনিষ্ট হইয়াছে?

১৮৮১

ইতিহাস।

পূর্ণ সংখ্যা ৭৫।

১০ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন।

১। কারণ, স্থিতিকাল এবং পরিণামফল নির্দ্দেশ করিয়া কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ বর্ণনা কর। ২—সুলতান মামুদ কত বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? তিনি শেষবারে আসিয়া কি কার্য্য করেন সংক্ষেপে বিবৃত কর। ৩—আলেক্‌জাণ্ডার, তৈমুর, এবং নাদের সাহ এই তিন জনের অন্যতম কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের বিষয় বিশেষ করিয়া লেখ। ৪—প্রধান প্রধান ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া আকবর ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকাল বিবৃত কর। ৫—হায়দার আলী, সের সাহ, এবং রণজিৎ সিংহ ইহাঁদিগের মধ্যে যে কোন একজনের বিষয় লেখ। ৬—কারণ ও পরিণাম ফল নির্দ্দেশ করিয়া প্রথম আফগান যুদ্ধ বর্ণনা কর।

৭। নিম্নলিখিত স্থান গুলি কোথায় এবং কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য বিখ্যাত?

পলাসী, পাণিপত, কল্লিকট্ট, আলিগড়, ভরতপুর, আলিওয়াল এবং কাণপুর।

৮। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি কোন্ বৎসর এবং কাহার শাসনকালে সংঘটিত হয়?

কলিকাতার বোর্ড অব্ রেবেনিউ সংস্থাপন, বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কোম্পানির রাজত্বশেষ, গঙ্গাসাগরে সন্তান ভাসাইয়া দিবার প্রথা নিবারণ, রেলওয়ে ও টেলি-

গ্রাফ্ নির্ম্মাণ আরম্ভ, এদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগ এবং সিপাহীবিদ্রোহ।

১৮৮২

ইতিহাস—পূর্ণ সংখ্যা ৭৫।

৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন।

১। সিলিউকস্, পৃথ্বিরায়, মালিক অম্বর, মীরকাশিম, চেতসিংহ, দোস্ত মহম্মদ,—ইহাদিগের বিষয় যাহা জান সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ২—কি প্রকারে বামণীরাজ্য স্থাপিত হয়? তাহার স্থিতিকাল কত বৎসর? তাহার স্থানে যে ৫টী রাজ্য সংস্থাপিত হয় তাহার নাম লিখ। ৩—যে সমস্ত পাঠান বংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল, পর্য্যায়-ক্রমে তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের রাজ্য-স্থিতিকাল নির্দ্দেশ কর। ৪—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ও বল্লাল সেন, এই চারিজনের মধ্যে যে কোন এক জনের বিষয় যাহা জান তাহা লিখ। ৫—নিম্নলিখিত স্থান গুলি কোথায়, এবং কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ? বক্সার, সিক্রি আরকট, তিস্লিকোটা, আসাই, তিরৌরি, চিতোর, মুদ্কি ও আগরা।

৬। নিম্ন লিখিত ঘটনা গুলি কোন্ বৎসর এবং কাহার শাসন-কালে সংঘটিত হয়? আহম্মদ আবদালির শেষ ভারতবর্ষাক্রমণ, নেপাল যুদ্ধ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি, সার্ টমাস রোর দৌত্য, কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি, সিন্ধু সংগ্রাম ও দশশালা বন্দোবস্ত।

৭। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে দেশের যে সমস্ত হিতানুষ্ঠান হয়, তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ কর। ৮—মহীসুর এক্ষণে কাহার অধীন? অযোধ্যা, কুর্গ, বেরার ও সিন্ধুদেশ কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়?